সূচীপত্র

مجلة عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي

সাপ্তাহিক
আরাফাত
মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

◈ ১২ আগস্ট ২০২৪ ◈ সোমবার ◈ বর্ষ: ৬৫ ◈ সংখ্যা: ৪৩-৪৪

www.weeklyarafat.com

গ্রান্ডে মসকিয়া, রোম ইটালি

সূচীপত্র

সাপ্তাহিক
আরাফাত
প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৫৭
মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي
مجلة أسبوعية دينية أدبية ثقافية وتاريخية الصادرة من مكتب الجمعية

প্রতিষ্ঠাতা : আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)
সম্পাদকমন্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি : প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহ)

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়ার যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রীম ১০০/- (একশ টাকা) পাঠিয়ে বছরের যে কোন সময় এজেন্সি নেওয়া যায়। ১০ কপির কমে এজন্সি দেওয়া হয় না। ১০-২৫ কপি পর্যন্ত ২০%, ২৬-৭০ কপির জন্য ২৫% এবং ৭০ কপির উর্দ্ধে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে এক কপি সৌজন্য সংখ্যা দেওয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ অথবা বিকাশ বা সাপ্তাহিক আরাফাতের নিজস্ব একাউন্ট নাম্বারে জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

ব্যাংক একাউন্টসমূহ

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.
নওয়াবপুর রোড শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১১৮০২০০২৮৫৬০০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০১

বিকাশ নম্বর
০১৯৩৩৩৫৫৯০৫
চার্জসহ বিকাশ নম্বরে টাকা প্রেরণ করে উক্ত নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হোন।

সাপ্তাহিক আরাফাত
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১৭৯০২০১৩৩৫৯০৭
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯১০

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি.
বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-৪০০৯১৩১০০০০১৪৪০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৮

বিশেষ দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগে পৃথক পৃথক মোবাইল নম্বর প্রদত্ত হলো। লেনদেন-এর পর সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রদত্ত মোবাইল নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

আপনি কি কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ মোতাবেক আলোকিত জীবন গড়তে চান?
তাহলে নিয়মিত পড়ুন : মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

সাপ্তাহিক আরাফাত
মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

ও কুরআন- সুন্নাহ'র আলোকে রচিত জমঈয়ত প্রকাশিত বইসমূহ

যোগাযোগ
৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা- ১২০৪
ফোন : ০২-৭৫৪২৪৩৪, মোবইল : ০১৯৩৩-৩৫৫৯১০
www.jamiyat.org.bd

সূচীপত্র

مجلة عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي

সাপ্তাহিক আরাফাত

মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

ধর্ম-দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

প্রতিষ্ঠাকাল - ১৯৫৭
রেজি - ডি.এ. ৬০
প্রকাশ মহল - ৯৮, নবাবপুর রোড,
ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

✱ বর্ষ : ৬৫
✱ সংখ্যা : ৪৩-৪৪
✱ বার : সোমবার

◈ ১২ আগস্ট- ২০২৪ ঈসায়ী
◈ ২৮ শ্রাবণ- ১৪৩১ বাংলা
◈ ০৬ সফর- ১৪৪৬ হিজরি

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক

সম্পাদক
আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন

সহযোগী সম্পাদক
মুহাম্মদ গোলাম রহমান

প্রবাস সম্পাদক
মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম মাদানী

ব্যবস্থাপক
রবিউল ইসলাম

উপদেষ্টামণ্ডলী
প্রফেসর এ. কে. এম. শামসুল আলম
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
আলহাজ্জ মুহাম্মদ আওলাদ হোসেন
প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম
প্রফেসর ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন

সম্পাদনা পরিষদ
প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী
উপাধ্যক্ষ ওবায়দুল্লাহ গযনফর
প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
উপাধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ
মুহাম্মদ ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী

যোগাযোগ

সাপ্তাহিক আরাফাত

জমঈয়ত ভবন, ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, বিবির বাগিচা ৩নং গেইট, ঢাকা-১২০৪।

সম্পাদক	: ০১৭৬১-৮৯৭০৭৬	বিপণন অফিসার	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯১০
সহযোগী সম্পাদক	: ০১৭১৬-৯০৬৪৮৭	কম্পিউটার বিভাগ	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৭
ব্যবস্থাপক	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯০১	টেলিফোন	: ০২-৭৫৪২৪৩৪

weeklyarafat@gmail.com
www.weeklyarafat.com
jamiyat1946.bd@gmail.com

মূল্য : ২৫/-
(পঁচিশ) টাকা মাত্র।

www.jamiyat.org.bd
f/shaptahikArafat
f/group/weeklyarafat

©AH

مجلة عرفات الأسبوعية

تصدر من المكتب الرئيسي لجمعية أهل الحديث ببنغلاديش

٩٨ نواب فور، داكا-١١٠٠.

الهاتف : ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال : ٠٩٣٣٣٥٥٩٠١

المؤسس : العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي (رحمه الله تعالى)

الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة :

الفقيد العلامة د. محمد عبد الباري (رحمه الله تعالى)

الرئيس الحالي لمجلس الإدارة :

الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق (حفظه الله تعال)

رئيس التحرير : أ/أبو عادل محمد هارون حسين

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

দেশ	বার্ষিক	সান্মাসিক
বাংলাদেশ	৭০০/-	৩৫০/-
দক্ষিণ এশিয়া	২৮ U.S. ডলার	১৪ U.S. ডলার
এশিয়ার অন্যান্য দেশ	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
সিঙ্গাপুর	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ব্রুনাই	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
মধ্যপ্রাচ্য	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
আমেরিকা, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াসহ পশ্চিমা দেশ	৫০ U.S. ডলার	২৬ U.S. ডলার
ইউরোপ ও আফ্রিকা	৪০ U.S. ডলার	২০ U.S. ডলার

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

বংশাল শাখা : (সঞ্চয়ী হিসাব নং- ১৩৩৫৯)

অনুকূলে **জমা/ডিডি/টিটি/অনলাইনে** প্রেরণ করা যাবে।

অথবা

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

অফিসের বিকাশ (পার্সোনাল) : ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫

নম্বরে বিকাশ করা যাবে। উল্লেখ্য যে, বিকাশে অর্থ পাঠানোর পর কল করে নিশ্চিত হোন!

সূচিপত্র

- ✍ **সম্পাদকীয়** ০৩
- ✍ **আল কুরআনুল হাকীম :**
  - ❖ **মক্কা বিজয়োৎসব আদর্শ হোক বাংলাদেশের ছাত্র-জনতার নতুন বিজয়**
    আবু ‘আদেল মুহাম্মদ হারুন হুসাইন- ০৪
- ✍ **হাদীসে রাসূল ﷺ :**
  - ❖ **বিজয় উদযাপনের রূপরেখা**
    গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক- ০৭
- ✍ **প্রবন্ধ :**
  - ❖ **মুনাফিক্বদের স্বরূপ বিশ্লেষণ এবং আখিরাতে তাদের পরিণতি**
    কে. এম আব্দুল জলিল- ১৩
  - ❖ **হাদীস শাস্ত্রে সনদের অপরিহার্যতা**
    মোহাম্মদ মাযহারুল ইসলাম- ২০
  - ❖ **যে যিক্‌রে আনন্দ মেলে**
    শায়খ আব্দুর রাযযাক ইবন আব্দুল মুহসিন আল বদর
    মাহফুজুর রহমান বিন আব্দুস সাত্তার- ২৩
- ✍ **আলোকিত জীবন :**
  - ❖ **শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রাহিমাহুল্লাহ)**
    এম. শরিফুল ইসলাম- ২৯
- ✍ **ক্বাসাসুল হাদীস :**
  - ❖ **বানী ইস্‌রা-ঈলের এক বৃদ্ধার সাথে মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর ঘটনা**
    আবূ তাহসীন মুহাম্মদ- ৩৩
- ✍ **বিশেষ মাসায়িল** ৩৪
- ✍ **সমাজচিন্তা :**
  - ❖ **দুর্নীতির কড়চা : অনপেক্ষ চিন্ত্য**
    আবূ সা‘দ ড. মো. ওসমান গনী- ৩৫
  - ❖ **ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে ইসলাম যা বলে**
    মুহাম্মদ সাব্বির বিন জাব্বির- ৩৮
- ✍ **আলোকিত ভুবন** ৪১
- ✍ **কবিতা** ৪২
- ✍ **ফাতাওয়া ও মাসায়েল** ৪৩
- ☐ **প্রচ্ছদ রচনা** ৪৬

সম্পাদকীয়

ছাত্র-জনতার ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থান : একটি পর্যালোচনা

ছাত্র-জনতার ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে গত ৫ আগস্ট সোমবার, স্বৈরশাসনের অবসান ঘটেছে। হাজার হাজার ছাত্র-জনতার রক্ত মাড়িয়ে, শত শত প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত এ বিজয় বাংলাদেশের সম্ভাবনার দুয়ারকে উন্মুক্ত করেছে। গণমানুষ ফিরে পেয়েছে তাদের বাকস্বাধীনতা। ঘটেছে জালিমের শাসনের সমাপ্তি। আবারও প্রমাণিত হয়েছে- দলীয়করণ, গুম-খুন নির্যাতন কিংবা গণহত্যা কোনো কিছুই বাংলার ছাত্র-জনতাকে দাবিয়ে রাখতে পারে না।

সর্বস্তরের মানুষ এ বিজয়কে দেশের দ্বিতীয় স্বাধীনতা মনে করছেন। বর্তমানে বাংলাদেশের অবস্থা একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের মতো। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নিয়োজিত পুলিশ বাহিনী গণরোষের কবলে পড়ে গা ঢাকা দিয়েছেন। ফলে ঢাকাসহ সারা দেশ প্রায় পুলিশশূন্য, যা ইতিহাসের বিরল ঘটনা বললেও অতিশয়োক্তি হবে না। বর্তমানে শিক্ষার্থীরা মাঠে ময়দানে কাজ করছেন। দিনে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ, অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষা থেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন অভিযান এবং রাতে হানাদারদের কবল থেকে গৃহবাসীকে রক্ষা, সবই করছেন আমাদের কমলমতি শিক্ষার্থীরা। আমাদের পক্ষ থেকে সকল শিক্ষার্থীর প্রতি রইল আন্তরিক ভালোবাসা ও দু'আ।

আন্দোলনের শুরু থেকে এ পর্যন্ত বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কগণ যে ধৈর্য, প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন, নিঃসন্দেহে তা প্রশংসার্হ। তাদের পরামর্শে শান্তিতে নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান করা হয়েছে। দেশের সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় এ মুহূর্তে ড. ইউনূসই একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি বলে প্রাজ্ঞমহলও মনে করছেন। কেননা একদিকে অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষা অপরদিকে বহির্দেশের শ্যেনদৃষ্টি মোকাবেলা, সবমিলিয়ে তাঁর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এছাড়াও যাঁদের সমন্বয়ে উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয়েছে তাঁরাও সর্বজন স্বীকৃত সজ্জন ও কর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। আমরা নবগঠিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টাসহ উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্যগণকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে মহানমহিম মহান আল্লাহর কাছে তাঁদের সাফল্যের প্রার্থনা করি।

ছাত্র জনতার ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে যে বিজয় অর্জিত হয়েছে তা কোনো রাজনৈতিক দলের অর্জন না হলেও রাজনৈতিক দলগুলোর সম্পৃক্ততা ও সর্বাত্মক সমর্থন ছিল। এখন দলমত নির্বিশেষে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নেতৃত্বে দেশ গঠনে আত্মনিয়োগ করতে হবে। আমরা মনে করি, বর্তমান পরিস্থিতিতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান কাজ দেশের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা, ভঙ্গুর অর্থনীতিকে একটি স্থিতিশীল পর্যায়ে নিয়ে আসা এবং বহির্দেশের শ্যেনদৃষ্টি থেকে দেশেকে হিফাযত করা। এ মুহূর্তে রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনের জন্য তাড়াহুড়া করা সমীচীন হবে বলে আমরা মনে করি না। তবে সাংবিধানিক সংকট যেন সৃষ্টি না হয় বর্তমান সরকারকে সে দিকেও নজর রাখতে হবে। পাশাপাশি একটি কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, "দেশ ও জনগণের জন্যই সংবিধান, সংবিধানের জন্য জনগণ ও দেশ নয়।"

স্মর্তব্য যে, মহান আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী এই জগৎসংসারে পরিবর্তন-বিবর্তন ঘটে। কোনো সভ্যতার উত্থান অথবা পতন সবই তাঁর অমোঘ বিধানের অন্তর্ভুক্ত। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ কিংবা রাষ্ট্র কোনোটিই এর ব্যতিক্রম নয়। একসময় যারা সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন, তাদের প্রস্থানে আরেক শ্রেণি এসে সে শূন্যতা পূরণ করেছেন। তবে কারো আগমন-প্রস্থান ঘটে সম্মানের সাথে; কারো বেলায় তার ব্যতিক্রম, অপমান ও লাঞ্ছনা তাদেরকে গ্রাস করে। করো প্রস্থানে মানুষ ব্যথিত হয়, আবার কারো প্রস্থানে হয় উল্লাসিত। এ বৈচিত্রতা দিয়েই আল্লাহ তা'আলা এ জগৎসংসারকে সাজিয়েছেন।

সার্বভৌমত্বের মালিক আল্লাহ তা'আলা। তিনি যাকে ইচ্ছা রাজ্য-শাসনভার দেন। যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজত্ব কেড়ে নেন। যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করেন, আবার যাকে ইচ্ছা অপদস্ত করেন। যাবতীয় কল্যাণ তারই হাতে! তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। বিলকিস রাজ্য শাসন করছিল; কিন্তু হুদহুদ পাখি তা অপছন্দ করল। সুলাইমান (আলাইহিস সালাম)-কে অবিস্মরনীয় রাজত্ব পেয়েছিলেন। রাণী বিলকিস তাঁর দাওয়াত পেয়ে বিচক্ষণতার পরিচয় দেন শাসনভার ন্যস্ত করেন। তদরূপ সর্বপ্রকার নির্যাতন ও ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-কে আল্লাহ তা'আলা রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠান করলেন। নমরূদের নির্মম পতন আর ইব্‌রা-হীম (আলাইহিস সালাম)-এর আবুল 'আম্বিয়াহ্ হয়ে ওঠার দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে দেদীপ্যমান। স্বৈরশাসক ফিরআউনের সলিলসমাধি এবং মূসা ও হারুন (আলাইহিমাস সালাম)-সহ বানী ইস্‌রা-ঈলের পরিত্রাণ। আবূ লাহাব, আবূ জাহালগণদের মর্মান্তিক পরিণতি ও মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মহা বিজয়– এ সব মহান আল্লাহর ইচ্ছার প্রতিফলন। তবে আল্লাহ তা'আলা কোনো জাতির পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না সে জাতি তার পরিবর্তনের চেষ্টা করে।

আলহামদুলিল্লাহ! আমাদের ছাত্র-জনতার প্রচেষ্টায় ৫ আগস্ট, সোমবার গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে নতুন স্বাধীনতার অভূতপূর্ব আমেজ আস্বাদন করলাম। সর্বপ্রকার বৈষম্যের বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলেছিল বাংলাদেশের দামাল ছেলেরা। আবূ সাঈদ-সহ অসংখ্য ছাত্র-জনতা, এমনকি শিশু-কিশোরও এ আন্দোলনে প্রাণ হারায়। দেশের মানুষের মনের গভীরে থাকা ধূমায়িত ক্ষোভ বিস্ফোরিত হয়। নতুন বিপ্লবের এ পর্যায়ে যারা প্রাণ দিয়েছেন, তাঁদের প্রতি আমাদের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা। যারা ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করেছেন, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা শাহাদাতের মর্যাদা দান করুন। আর যারা অমুসলিম তাদেরকে তাঁর বিধান অনুযায়ী পারিতৌষিক প্রদান করুন –আমীন। ❑

আল কুরআনুল হাকীম

মক্কা বিজয়োৎসব আদর্শ হোক বাংলাদেশের ছাত্র-জনতার নতুন বিজয়

–আবু ‘আদেল মুহাম্মদ হারুন হুসাইন*

আল্লাহ তা‘আলার অমিয় বাণী

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

﴿إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ○ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفْوَاجًا ○ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ تَوَّابًا﴾

সরল বাংলা অনুবাদ

পরম করুণাময় অতীব দয়াশীল আল্লাহর নামে ॥

“১. যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে। ২. আর তুমি দেখবে দলে দলে মানুষ আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করছে। ৩. তখন তুমি তোমার রবের প্রসংশাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করো এবং তাঁর নিকট ক্ষমা চাও! নিশ্চয়ই তিনি অধিক তাওবাহ্ ক্ববুলকারী।”[১]

প্রসঙ্গ কথা

গত ৫ আগস্ট’২০২৪ বাংলাদেশের ছাত্র-জনতা নিজেদের আত্মত্যাগ ও কুরবানীর বিনিময়ে দীর্ঘ দিনের বিতর্কিত শাসকের অবসান ঘটিয়ে নতুন সরকার গঠনের উদ্যোগ নেয়। এ বিপ্লবকে আজকের প্রজন্ম বাংলাদেশের দ্বিতীয় বিজয় বা স্বাধীনতা বলছেন।

বিশেষ শব্দাবলীর অর্থ

ٱلْفَتْحُ ‘আল-ফাত্হ’ : অর্থ- বিজয়। এখানে মক্কা বিজয় উদ্দেশ্য। যা অষ্টম হিজরিতে সংঘটিত হয়। **أَفْوَاجًا ‘আফওয়া-জান’ :** এটি فوج-এর বহুবচন। অর্থ- দলে দলে।

সূরাটির নামকরণ

প্রথম আয়াতে উল্লেখিত نصر শব্দের আলোকে এ সূরারনাম রাখা হয় সূরা আন্ নাস্র। অবশ্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রতি বিদায়ী ইঙ্গিত থাকার কারণে এটিকে سورة التوديع ‘সূরাতুদ তাওদী‘আ’ বা বিদায়ী সূরাও বলা হয়।

অবতরণকাল

সূরা আন্ নাস্র রাসূল (ﷺ)-এর শেষ জীবনে অবতীর্ণ হয়। এ সূরাটিতে রাসূল (ﷺ)-এর মহাপ্রয়াণ নিকটবর্তী বলে ইঙ্গত দেওয়া হয়েছিল।

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত– ইবনু ‘আব্বাস (رضي الله عنهما)’র উক্তি দ্বারা জানা যায় যে, পরিপূর্ণ সূরা হিসাবে এটি কুরআনের সর্বশেষ নাযিল হওয়া সূরা।

দারস্ ও সূরাটির বিষয়বস্তু

মহান আল্লাহর সাহায্য ও মক্কা বিজয়ের সু-সংবাদ দিয়ে মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ের নিমিত্তে তাঁর গুণগান ও ইস্তেগফার করার জন্য নবী (ﷺ)-এর প্রতি মহান আল্লাহর নির্দেশ। এ কথা সু-স্পষ্ট যে, বিজয় কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছা ব্যয়িত সকল সাধানার এক চূড়ান্ত ফসল। অভিষ্ট লক্ষ্যে স্থির থেকে দীর্ঘ কর্মযজ্ঞের পর এ বিজয় আসতেও পারে, আবার নাও আসতে পারে। পার্থিব কারণে যারা লড়াই-সংগ্রাম করে, তারা কাঙ্খিত বিজয় অর্জন না করতে পারলে ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে আত্ম বেদনায় ক্লিষ্ট হতে থাকে। তাদেরকে চতুর্দিক থেকে হতাশা গ্রাস করে। ফলে অনেকটা বিমুর্ষ হয়ে পড়ে, যা আমরা বিভিন্ন উপলক্ষ্যে ব্যক্তি, সমাজ কিংবা রাষ্ট্র পর্যায়ে লক্ষ্য করে আসছি। আর এটাই মানবীয় দূর্বলতা।

পক্ষান্তরে মহান আল্লাহর দীন বিজয়ের কাজে নিয়োজিত কোনো বান্দাহ বিজয় দ্বারা দুনিয়াবী সাফল্যকে চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে বিশ্বাস করেন না। তাঁদের চূড়ান্ত সাফল্য বা বিজয় হলো মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি। আর দুনিয়াবী কোনো বিজয় আসলে তাঁরা সেটিকে মহান আল্লাহর একটি নিয়ামত মনে করে

*সিনিয়র যুগ্ম-সেক্রেটারি জেনারেল, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস ও সম্পাদক, সাপ্তাহিক আরাফাত, ঢাকা।

১. সূরা আন্ নাস্র : ১-৩।

কৃতজ্ঞ চিত্তে সাজদাবনত হয়ে দয়াময় মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ে মশগুল হয়ে পড়েন। এখানেই দ্বীন ও দুনিয়াবী বিজয়ার্জনের পার্থক্য।

মক্কা বিজয় প্রসঙ্গে

মক্কা পৃথিবীর নাভি। এ নগরকে উম্মুল কুরা বলা হয়। এখানেই রয়েছে বিশ্ব মুসলিমের ক্বিবলা 'কাবা'। মীনা, আরাফা ও মুযদালিফাসহ অনেক স্মৃতি বিজড়িত পূন্যভূমি। এখানেই জন্ম নেন বিশ্ব নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)। ৪০ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার অব্যবহিত পর এ মক্কায়-ই প্রথম ওয়াহী নাযিল হয়। নবুওয়াত ও রিসালাত পেয়ে দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে নবী (ﷺ) মক্কাবাসীকে ইসলামের দাওয়াত দেন। বেশিরভাগ মক্কাবাসী ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। নবী (ﷺ)-এর দাওয়াত শুধু প্রত্যাখ্যান করেনি; বরং তাঁকে হত্যা করতে চেষ্টার ত্রুটি করেনি। যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথী হয়েছিলেন, তাঁদের উপর নির্মম-নিষ্ঠুর নির্যাতন করেছে এ মক্কাবাসী। অবশেষে ভিটে-মাটি ছাড়তে বাধ্য করেছে। মহান আল্লাহর নির্দেশে মহানবী (ﷺ) যথাসম্ভব সঙ্গি-সাথী নিয়ে সু-দূর ইয়াসরিব-এ হিজরত করেন। এ ইয়াসরিব হয় মদীনাতুন নবী বা নবী (ﷺ)-এর শহর, ঐতিহাসিক সোনার মদীনা।

৬ষ্ট হিজরিতে নিরস্ত্র কাফেলা নিয়ে শুধু আল্লাহ তা'আলার ঘর 'কাবা'য় 'উমরাহ্ করার নিয়তে সফর করেন। কিন্তু মক্কার মুশরিকরা রহমতের নবী, বিশ্ব নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে মক্কায় প্রবেশ করতে দেয়নি। 'উমরাহ্ না করেই ফিরে যেতে হলো মহান আল্লাহর প্রেরিত এ মহাপুরুষকে। তাঁর (ﷺ) সফর সঙ্গীদের মনে মক্কায় প্রবেশ ও 'উমরাহ্ না করতে পারার কি যাতনা, তা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। অবশেষে মহান আল্লাহর দয়ায় ৮ম হিজরিতে বিজয়ী বেশে মক্কায় প্রবেশ –ফালিল্লাহিল হাম্দ। কিন্তু সে বিজয়ে কি কোনো রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়েছিল? মুহাম্মাদ (ﷺ) মক্কাবাসীর বিরুদ্ধে কি প্রতিশোধ নিয়ে ছিলেন? তিনি কি তাদেরকে ক্ষমা করে দেননি? বলেননি : 'তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোনো প্রতিশোধের দাবী নেই।' শুধু কি তা-ই (?) মক্কার মুশরিক-কাফির; অথচ সমাজ নেতা, তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করলেন। তাঁদের কাছে যারা আশ্রয় নেবে, তাদেরও নিরাপত্তা দিলেন। কী আশ্চর্য্য মহানুভবতা, কী মহৎ প্রাণ ব্যক্তিত্ব, কী শান্তির দূত!

বিজয় ও করণীয়

মহান আল্লাহর বাণী :

﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ﴾

"যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে।"

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে কাফিরদের মুকাবেলায় সকল যুদ্ধে বিজয় লাভের জন্য সাহায্য করার প্রতি ইঙ্গিত করেন। আর সাহায্যের পর বিজয় বলতে মক্কা বিজয় উদ্দেশ্য। অর্থাৎ- শিঘ্রই মক্কা নগরী জয় হবে, তখন আর সেটি কাফিরদের রাজ্য থাকবে না; বরং এটা দারুল ইসলামে পরিণত হয়ে যাবে এবং আরবের বিভিন্ন গোত্র দলবেধে এসে ইসলামে প্রবেশ করবে। সে ঘটনা কি ঘটেনি? নিশ্চয়ই। কিন্তু আজকের কোনো ক্ষুদ্রাঞ্চল কোনো মুসলিম দ্বারা বিজিত হলে সেখানকার নাগরিক প্রাণ ভয়ে পালাবে কেন? ইসলামের বিজয় কি কোনো আতংকের নাম, না-কি শান্তির পয়গাম। বিষয়টি কি আমরা কখনও ভেবে দেখেছি? বলুনতো! 'ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর অবতরণের পর যে বিশ্ব বিজয় হবে, সেখান থেকে কালিমা পাঠকারী কোনো মুসলিম পালাবে? ইসলামী রাষ্ট্রতো তা-ই, যেখানে দেশের সকল নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে। অমুসলিম নাগরিকরাও পাবে সমান নিরাপত্তা। তাদের মধ্যে কেউ বিদ্রোহী না হলে তারা পাবে মুসলিমদের নিকট থেকে ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার ও দান-দক্ষিণা। কোনো দেশ বা অঞ্চলের বিজয় মূল্যায়ণ করতে হলে উপর্যুক্ত বিষয়গুলো খতিয়ে দেখা দরকার।

মহান আল্লাহর বাণী :

﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾

"অতঃপর প্রশংসাসহ তোমার রবের তাসবিহ পাঠ করো এবং তাঁর নিকট ক্ষমা চাও! নিশ্চয়ই তিনি তাওবাহ্ কবুলকারী।"

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল (ﷺ)-কে জানিয়ে দেন যে, দুনিয়া থেকে তোমার বিদায়ের সময়

নিকটে এসে গেছে। তাই তুমি তোমার রবের প্রশংসায় গভীর মনোনিবেশ করো। আর ইস্তেরগফার বা ক্ষমা চাওয়া বান্দার নৈতিক দায়িত্ব। বলা যায় এটি উলুহিয়্যাতের একান্ত দাবী। এ কথা ধ্রুব সত্য যে, মহা নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) মহান আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ বান্দাহ ছিলেন। তাই তিনি সবচেয়ে বেশি ইস্তেগফার করতেন। মা 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন : এ সূরাটি নাযিল হওয়ার পর থেকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রত্যেক সালাতে নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করতেন : (দু'আটি এই–)

سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ.

"সুবহা-নাকা রাব্বানা- ওয়া বিহামদিকা আল্লা-হুম্মাগ ফিরলী।।"[২]

অপর বর্ণনায় উল্লেখিত আছে যে, এ সূরাটি নাযিলের পর থেকে রাসূল (ﷺ) রুকূ' ও সাজদায় নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করতেন। (দু'আটি এই–)

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ.

"সুবহা-নাকা আল্লা-হুম্মা রাব্বানা ওয়াবিহামদিকা আল্লাহুম্মাগ ফিরলী।"[৩]

সহীহ মুসলিম-এর অপর এক বর্ণনায় এসেছে– (এ সূরাটি নাযিল হওয়ার পর) রাসূল (ﷺ) বেশি বেশি বলতেন :

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ.

"সুবহা-নাল্লাহি ওয়াবিহাম্‌দিহী, আস্তাগফিরুল্লাহা ওয়া আতূবু ইলাইহি।"[৪]

দারসের শিক্ষাসমূহ

১. নিয়ামতপ্রাপ্ত হলে শুকরিয়া আদায় করা ওয়াজিব। আর এর অন্তর্ভুক্ত হবে সাজদায়ে শুকর আদায় করা।

২. রুকূ' ও সিজদাহ্‌তে "সুবহানাকা আল্লা-হুম্মা ওয়া বিহামদিকা আল্লা-হুম্মাগফিরলী" বলা বিধিসম্মত।

৩. তাওবাহ্-ইস্তেগফারের জন্য ত্রুটি থাকা জরুরি নয়; বরং বান্দাহ হওয়ার দাবী হলো সর্বদা মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা।

৪. নবী (ﷺ)-এর প্রতি ভুল-ত্রুটির অপবাদ দেওয়া ঈমান না থাকার নামান্তর। যেহেতু আল্লাহ তাঁকে মাসূম বা নিষ্পাপ ঘোষণা করেছেন।

৫. বিজয় মানে দুনিয়বী সফলতা নয়; বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যমে পরকালের বিজয় মূখ্য।

উপসংহার

মু'মিনদের বিজয়ে আনন্দ প্রকাশ করা ও খুশী হওয়া ঈমানের দাবী। কিন্তু সে বিজয় যদি হয় প্রশ্নবিদ্ধ! কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ'র বদলে কোনো একটি বিতর্কিত কিংবা ভ্রান্ত আদর্শ বাস্তবায়ন? সেখানে যদি মানবতা বিপন্ন হয়– সত্য পথের অনুসারীগণ যদি নির্বিঘ্নে কুরআন-হাদীস চর্চা করতে না পারেন, তাহলে এ বিজয়কে কি হিসেবে মূল্যায়ণ করবেন? আমরা ছাত্র-জনতার সাম্প্রতিক এ বিজয়কে সাদুবাদ জানাই। এ বিজয় হোক সত্য কথনের, ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠার, মানবতাবোধ ও মনুষ্যত্ব বিকাশের। নীতি ও নৈতিকতার মর্মমূলে গড়ে উঠুক আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ। যেখানে থাকবে না গুম-খুন, হত্যা, দমন-পীড়ন। দেশের প্রত্যেক নাগরিক আত্মমর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার এক আদর্শ নিরাপদ স্বাধীন দেশ। ❑

আল্লামা শাহ মুহাম্মাদ ইসমাঈল শহীদ (র.) বলেন

যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো মাসআলা কুরআন ও হাদীস থেকে সাব্যস্ত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলমান কোনো মুজতাহিদ বা ইমামের অনুসরণ করতে পারে কিন্তু তাকে (এ অবস্থথায়) প্রকৃত সমাধান লাভের প্রচেষ্টায় রত থাকতে হবে, তাকলীদের উপর ভরসা করে নিশ্চিন্তে বসে থাকলে চলবে না। অতঃপর যদি কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী সে মাসআলায় মুজতাহিদ বা ইমামের অভিমত বিরোধী সাব্যস্ত হয় তবে তাকলীদ করা হারাম হবে এবং কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী 'আমল করা ফর্‌য হয়ে পড়বে। আর তাকলীদ হলো কোনো দলিল প্রমাণ ছাড়াই কারও কথা মেনে নেয়া এবং এই কথার পিছনে যুক্তি ও দলিল সমন্ধে জিজ্ঞাসা না করা। *[তাকভিয়াতুল ঈমান]*

---

২. সহীহুল বুখারী- হা. ৪৯৬৭।
৩. সহীহুল বুখারী- হা. ৪৯৬৮।
৪. সহীহ মুসলিম- হা. ৪৮৪।

হাদীসে রাসূল ﷺ

বিজয় উদযাপনের রূপরেখা

–গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক★

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অমিয় বাণী

عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) أَقْبَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ مُرْدِفًا أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَمَعَهُ بِلَالٌ وَمَعَهُ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ مِنَ الْحَجَبَةِ حَتَّى أَنَاخَ فِيْ الْمَسْجِدِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِمِفْتَاحِ الْبَيْتِ فَفَتَحَ وَدَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) وَمَعَهُ أُسَامَةُ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ فَمَكَثَ فِيْهَا نَهَارًا طَوِيْلاً ثُمَّ خَرَجَ فَاسْتَبَقَ النَّاسُ وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ أَوَّلَ مَنْ دَخَلَ فَوَجَدَ بِلَالًا وَرَاءَ الْبَابِ قَائِمًا فَسَأَلَهُ أَيْنَ صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) فَأَشَارَ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِيْ صَلَّى فِيْهِ قَالَ عَبْدُ اللهِ فَنَسِيْتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى مِنْ سَجْدَةٍ.

সরল বাংলা অনুবাদ

‘আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) মক্কা বিজয়ের দিন আপন সাওয়ারীর পিঠে নিজের পেছনে উসামা ইবনু যায়েদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে বসিয়ে মক্কার উঁচু ভূমির দিক থেকে আসলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং চাবি রক্ষণকারী ‘উসমান ইবনু ত্বলহা। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) মসজিদের পার্শ্বে উটটিকে বসালেন। অতঃপর ‘উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে কাবা গৃহের চাবি নিয়ে আসতে আদেশ করলেন। কাবা খুলে দেয়া হলো এবং আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ভেতরে প্রবেশ করলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন উসামাহ্, বিলাল ও ‘উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। দিনের দীর্ঘ সময় তিনি সেখানে অবস্থান করলেন। অতঃপর সেখান হতে বেরিয়ে এলেন। এ সময়ে লোকেরা প্রবেশ করার জন্য দৌড়িয়ে আসল। সকলের আগে ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ভেতরে প্রবেশ করলেন এবং বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে দরজার পেছনে দাঁড়ানো দেখতে পেলেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) কোন স্থানে সালাত আদায় করেছিলেন? ‘আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি তাঁকে একথা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছিলাম যে, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) কত রাকআত সালাত আদায় করেছিলেন?[৫]

বর্ণনাকারীর পরিচয়

নাম ও পরিচিতি : তাঁর নাম ‘আব্দুল্লাহ, উপনাম আবূ ‘আব্দুর রহমান, পিতার নাম ‘উমার ইবনুল খাত্তাব।[৬] যিনি ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ছিলেন। মাতার নাম যয়নব বিনতু মাযউন।

জন্ম ও বংশধারা : তাঁর জন্মের সঠিক তারিখ জানা যায়নি। তবে নবুওয়াতের দ্বিতীয় বা তৃতীয় বৎসর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কেননা বদর যুদ্ধের সময় তাঁর বয়স ছিল ১৩ বছর। আর বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল নবুওয়াতের ১৫ বছর পর।[৭]

তার বংশ পরিক্রমা হলো– ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘উমার ইবনুল খাত্তাব ইবনে নুফাইল ইবনু ‘আব্দুল উযযা ইবনে রাবাহ ইবনুল কুরত ইবনু জারাহ ইবনে আদী ইবনুল কাব ইবনু লুববী।[৮]

ইসলাম গ্রহণ : নবুওয়াতের ছয় বছর পর স্বীয় পিতা ‘উমার ফারূক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে (প্রায়) পাঁচ বছর বয়সে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। ১১ বছর বয়সে তিনি স্বীয় পিতা ও নিজ পরিবারের সাথে মদীনায় হিজরত করেন।

যুদ্ধে অংশগ্রহণ : বয়কনিষ্ঠ হওয়ার কারণে তিনি বদর ও উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। তবে খন্দকসহ

★ *প্রভাষক (আরবী), মহিমাগঞ্জ আলিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, গাইবান্ধা।*

[৫] *সহীহুল বুখারী- হা. ২৯৮৮।*

[৬] *তাকুরীবুত তাহযীব- ইবনু হাজার আল ‘আসক্বালানী, (দেওবন্দ : আল-মাকতাবাতুল আশরাফিয়া, ২য় সংস্করণ, ১৪০৮/১৯৮৮) পৃ. ৩১৫; Encyclopeadia of Islam- (Leiden, New edition : 1979), v- 1, p- 53।*

[৭] *তুহফাতুল আহওয়াযী- হাফেয আবুল আলা মুহাম্মাদ ইবনু আব্দির রহমান আল মুবারকপুরী, (বৈরুত : দারুল কুতুব আল ইলমিইয়াহ, ১ম প্রকাশ-১৪১০ হি./১৯৯০ ইং) ১০ম খণ্ড, ফুটনোট, পৃ. ২২১।*

[৮] *বিশ্বনবীর সাহাবী- তালিবুল হাশেমী, অনুবাদ : আব্দুল কাদের (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ২য় সংস্করণ, ১৪১৪ হি./১৪০০ বাং/১৯৯৪ ইং) ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৮।*

পরবর্তী সকল যুদ্ধে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। বাইয়াতুর রিদওয়ানেও তিনি অংশগ্রহণ করেন।

হাদীসের খিদমত : তিনি সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি সর্বমোট ২৬৩০টি হাদীস বর্ণনা করেন।[৯]

কারো মতে ১৬৩০ হাদীস বর্ণনা করেছেন।[১০]

গুণাবলী : 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ছিলেন তাক্বওয়াবান, প্রাজ্ঞ আলেম, বিনয়ী, কোমলপ্রাণ, ধৈর্যশীল, বদান্য, আত্মত্যাগী, অল্পে তুষ্ট, স্পষ্টবাদী ও অন্যায় বর্জনকারী। তাঁর পরহেযগারি সম্পর্কে মায়মুন ইবনু মিহরান বলেন, আমি ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে সার্বিক ব্যাপারে অধিক পরহেযগার আর কাউকে দেখিনি।

ইন্তেকাল : খলিফা 'আব্দুল মালেকের শাসনামলে ৭৩ হিজরিতে ৮৬ বছর বয়সে মক্কার নিকটবর্তী 'কাখ' নামক স্থানে তিনি ইন্তেকাল করেন।[১১]

তাঁর জানাযায় ইমামতি করেন হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফ। তাঁকে মুহাজিরদের কবরস্থান, যি-তুয়াতে সমাহিত করা হয়।

হাদীসের ব্যাখ্যা

রাসূল (ﷺ) যেদিন মক্কা বিজয় করলেন সেদিন তিনি কাবা ঘরের চাবি রক্ষণকারী 'উসমান ইবনু ত্বালহাহ্কে চাবি নিয়ে আসতে বললেন এবং কাবা ঘর খুলে সেখানে তিনি প্রবেশ করে বিজয় উদযাপনস্বরূপ সালাত আদায় করেছিলেন। এক্ষণে আমরাও কিভাবে বিজয় উদযাপন করবো আলোচ্য হাদীসকে সামনে রেখে তার একটা রূপরেখা নিম্নে পেশ করা হলো–

বিজয় উদযাপন দেশপ্রেমের অবিচ্ছেদ্য অংশ। মুসলমানদের রক্তকণিকায় দেশপ্রেমের শিহরণ জাগ্রত থাকা ঈমানের একান্ত দাবি। দেশপ্রেমের অন্যতম বহিঃপ্রকাশ হলো– দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মক্কা বিজয়ে অনেক খুশি ও আনন্দিত হয়েছিলেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, বিজয়ের আনন্দ উদযাপন করা দোষণীয় নয়। তবে বিজয়ের আনন্দের নামে অশ্লীল গান ও ইসলাম পরিপন্থী আচার-অনুষ্ঠান পরিহার করতে হবে। কল্যাণকর সব কাজে অংশগ্রহণের মাধ্যমে এ বিজয় উদযাপন করতে হবে।

হাদীসে বিজয় উদযাপনে যে কর্মসূচির উল্লেখ পাওয়া যায়। তা হলো–

এক. সালাত আদায় : আলোচ্য হাদীসে রাসূল (ﷺ) বিজয়ের পরে সালাত আদায় করেছেন। তা কত রাকআত ছিল এ সম্পর্কে আল্লামা ইবনুল কাইয়িম বলেন, নবী করীম (ﷺ) মক্কা বিজয়ের দিন শুকরিয়া স্বরূপ আট রাকআত সালাত আদায় করেছিলেন।[১২]

নবীজীর দেখাদেখি অনেক সাহাবিও তার অনুকরণে আট রাকআত নফল সালাত আদায় করেন।

দশম হিজরিতে মক্কা বিজয়ের পর মহানবী (ﷺ) আনন্দ উদযাপন করেছেন। বিজয়ের প্রথম আনন্দে তিনি আদায় করেছেন আট রাকআত নামায। প্রিয় জন্মভূমির স্বাধীনতায় তিনি এত বেশি খুশি হয়েছিলেন যা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। বিজয়ের আনন্দে তিনি সেদিন ঘোষণা করেছিলেন, 'যারা কাবাঘরে আশ্রয় নেবে, তারা নিরাপদ। এভাবে মক্কার সমভ্রান্ত কয়েকটি পরিবারের ঘরে যারা আশ্রয় নেবে, তারা যত অত্যাচার-নির্যাতনকারীই হোক তারাও নিরাপদ। এ ছিল প্রিয়নবীর মক্কা বিজয়ের আনন্দ উৎসবের ঘোষণা।

দুই. দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় এগিয়ে আসা : স্বদেশপ্রেম প্রতিটি মানুষের স্বভাবজাত অভ্যাস। বিশেষত মুসলমানদের প্রতিটি রক্তকণিকায়ই দেশপ্রেমের শিহরণ থাকা বাঞ্ছনীয়। দেশপ্রেমের অন্যতম বহিঃপ্রকাশ হলো– দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা। নবী করীম (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, 'মহান আল্লাহর পথে এক দিন ও এক রাত সীমান্ত পাহারা দেওয়া এক মাস পর্যন্ত সিয়াম পালন ও এক মাস ধরে রাতে সালাত আদায়ের চেয়ে বেশি কল্যাণকর। যদি এ অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে যে কাজ সে করে যাচ্ছিল, মৃত্যুর পরও তা তার জন্য অব্যাহত থাকবে,

---

[৯] *আসমাউস সাহাবাতির রুইয়াত আলা কুল্লি ওয়াহিদিম মিনাল 'আদাদ- ইবনু হাযম, (কলিকাতা : তা. বি.), পৃ. ৪; তাদরীবুর রাবী ফী শারহি তাকরীবিন নববী- জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী, (মিশর : আল খাইরিয়া, ১৩০৭ হি.) পৃ. ২০৫।*

[১০] *হাদীস সংকলনের ইতিহাস- মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ) পৃ. ২৫৯।*

[১১] *তুহফাতুল আহওয়াযী- ১০ম খণ্ড, ফুটনোট, পৃ. ২২১।*

[১২] *যাদুল মা'আদ- আল্লামা ইবনুল কাইয়িম।*

তার রিয্ক অব্যাহত থাকবে, কবর-হাশ্রের ফিতনা থেকে সে নিরাপদ থাকবে।'[১৩]

বিজয়ের পর আরো কিছু করণীয় :

১. এই দিনে বিজয়ের জন্য মহান আল্লাহর মহত্ব, পবিত্রতা ও বড়ত্ব বর্ণনা করা।

২. বিজয়ের আনন্দে বেশি বেশি মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করা।

৩. নামায আদায় করা : আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেন,

﴿اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۭ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ﴾

"আমি এদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে এরা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দিবে এবং সৎকার্যের নির্দেশ দিবে ও অসৎকার্য নিষেধ করবে; আর সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহর ইখতিয়ারে।"[১৪]

৪. ক্ষমা করে দেওয়া : মক্কা বিজয়ের পর নবী করীম (ﷺ) কুরাইশ সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে বলেন, হে কুরাইশ সম্প্রদায়! তোমাদের সঙ্গে আজ আমি কেমন আচরণ করব বলে মনে করো? সকলেই উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতে লাগল– আমরা আপনার কাছ থেকে খুব ভালো আচরণ কামনা করছি। তিনি বললেন, 'তোমাদের প্রতি আজ কোনো অভিযোগ নেই। যাও! তোমরা সবাই মুক্ত।' শুধু তা-ই নয়, কাফির নেতা আবূ সুফ্ইয়ানের ঘরে যে ব্যক্তি আশ্রয় নেবে, তাকেও তিনি ক্ষমা করেন। তিনি ঘোষণা করেন, 'যে ব্যক্তি আবূ সুফ্ইয়ানের বাড়িতে আশ্রয় নেবে, সে নিরাপদ থাকবে।'[১৫]

৫. যুদ্ধের সময় যেসব ভুল-ভ্রান্তি হয়েছে তার জন্য মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা : পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

﴿اِذَا جَاۗءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۭ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا﴾

"যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও বিজয় আসবে। তখন মানুষদেরকে তুমি দেখবে, তারা দলে দলে আল্লাহর দীনে দাখিল হচ্ছে। অতঃপর তুমি তোমার মালিকের প্রশংসা করো এবং তার কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করো; অবশ্যই তিনি তাওবাহ্ কবুলকারী।"[১৬]

৬. বিনয় প্রদর্শন করা : বিজয়ে অহংকার নয়; বরং বিনয় প্রদর্শনই নবীজীর শিক্ষা। দীর্ঘ ১০ বছর পর শত-সহস্র সাহাবায়ে কিরামের বিশাল বহর নিয়ে যখন পবিত্র মক্কা নগরীতে প্রবেশ করলেন, তখন তিনি গর্ব-অহংকার করেননি; বরং একটি উষ্ট্রীর ওপর আরোহণ করে নিম্নগামী চেহারায় খুব বিনয়ের সঙ্গে মক্কায় প্রবেশ করেন।

বিজয় যাদের জন্য : কুরআনে আল্লাহ তা'আলা যাদের জন্য বিজয়ের অঙ্গীকার করেছেন, তারা হলো–

১. ধৈর্যশীল মু'মিনদের জন্য : আল্লাহ তা'আলা ধৈর্যশীল ও দৃঢ় প্রত্যয় মু'মিনদের বিজয়ী করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوا اللّٰهِ ۙ كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةًۢ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۭ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ﴾

"আল্লাহর সাথে তাদের সাক্ষাত করতে হবে তারা বলল, আল্লাহর হুকুমে কত ছোট দল বড় দলকে পরাজিত করেছে। আর ধৈর্যধারণকারীদের সাথে আল্লাহ রয়েছেন।"[১৭]

২. মহান আল্লাহর পথে সংগ্রামরতদের জন্য : যারা মহান আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে আল্লাহ তা'আলা তাদের বিজয়ী করেন। ইরশাদ হয়েছে,

﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ﴾

"হে মু'মিনগণ! তোমরা যদি আল্লাহকে সাহায্য করো তবে তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের কদমকে মযবুত করে দেবেন।"[১৮]

যেভাবে বিজয় ত্বরান্বিত হয় : আল্লাহ তা'আলা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্যের মাধ্যমে মু'মিনদের বিজয় নিশ্চিত করেন। যেমন-

---

[১৩] *সহীহ মুসলিম- হা. ১৯১৩।*
[১৪] *সূরা আল হাজ্জ : ৪১।*
[১৫] *আর রাহিকুল মাখতূম- পৃ. ৪০৫, ৪০১।*
[১৬] *সূরা আন্ নাসর : ১-৩।*
[১৭] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২৪৯।*
[১৮] *সূরা মুহাম্মদ : ৭।*

১. মু'মিনদের মাধ্যমে : আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের মাধ্যমে অপর মু'মিনের বিজয় নিশ্চিত করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَاِنْ يُّرِيْدُوْٓا اَنْ يَّخْدَعُوْكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ ؕ هُوَ الَّذِيْٓ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ ؕ لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّآ اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ ؕ اِنَّهٗ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ﴾

"যদি তারা তোমাকে প্রতারিত করতে চায় তবে তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি তোমাকে স্বীয় সাহায্য ও মু'মিনদের দ্বারা শক্তিশালী করেছেন এবং তিনি তাদের পরস্পরের হৃদয়ের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করেছেন। পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ ব্যয় করলেও তুমি তাদের হৃদয়ে প্রীতি স্থাপন করতে পারতে না; কিন্তু আল্লাহ তাদের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করেছেন; নিশ্চয়ই তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[১৯]

২. ফেরেশ্‌তা ও প্রাকৃতিক শক্তির মাধ্যমে : আল্লাহ তা'আলা প্রাকৃতিক শক্তি ও ফেরেশ্‌তাদের মাধ্যমে মু'মিনের বিজয় ত্বরান্বিত করেন। ইরশাদ হয়েছে,

﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُوْدٌ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا﴾

"হে মু'মিনগণ! তোমরা স্মরণ করো তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহকে যখন শত্রু বাহিনী তাদের উপর আক্রমণ করেছিল, তখন আমি তাদের উপর প্রেরণ করেছিলাম এক প্রচণ্ড বায়ু এবং এমন এক সৈন্য দল যাদেরকে তোমরা দেখতে পাওনি। তোমরা যা করো আল্লাহ তা দেখেন।"[২০]

৩. শত্রুর মনে ভয় সৃষ্টি করে : আল্লাহ তা'আলা শত্রুর মনে ভয় সৃষ্টির মাধ্যমে মু'মিনদের সাহায্য করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿هُوَ الَّذِيْٓ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ ؕ مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَّخْرُجُوْا وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ حُصُوْنُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَاَتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا وَقَذَفَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِاَيْدِيْهِمْ وَاَيْدِى الْمُؤْمِنِيْنَ فَاعْتَبِرُوْا يٰٓاُولِى الْاَبْصَارِ﴾

"তিনিই আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা কাফির তাদেরকে প্রথম সমাবেশেই তাদের আবাসভূমি হতে বিতাড়িত করেছিলেন। তোমরা কল্পনা করনি যে, তারা নির্বাসিত হবে এবং তারা মনে করেছিল যে, তাদের দুর্ভেদ্য দুর্গগুলো তাদেরকে রক্ষা করবে আল্লাহ হতে; কিন্তু আল্লাহ এমন এক দিক হতে তাদের উপর চড়াও হলেন যা ছিল তাদের ধারণাতীত এবং তিনি তাদের অন্তরে ভয় সঞ্চার করলেন। তারা ধ্বংস করে ফেললো তাদের বাড়ী-ঘর নিজেদের হাতে এবং মু'মিনদের হাতেও; অতএব হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ! তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।"[২১]

বিজয়ের সুযোগ সন্ধানী যারা : যাদের ঈমান ঠিক নেই, যারা অবিশ্বাসী ও মুনাফিক তারা সুযোগ অপেক্ষায় থাকে। যে পক্ষই বিজয়ী হোক তারা সুবিধা ভোগ করতে চায়। ইরশাদ হয়েছে,

﴿الَّذِيْنَ يَتَرَبَّصُوْنَ بِكُمْ ۚ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّٰهِ قَالُوْٓا اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ۖ وَاِنْ كَانَ لِلْكٰفِرِيْنَ نَصِيْبٌ ۙ قَالُوْٓا اَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا﴾

"যারা তোমাদের অমঙ্গলের প্রতীক্ষায় থাকে তারা আল্লাহর পক্ষ হতে তোমাদের জয় হলে বলে, 'আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না?' আর যদি কাফিরদের কিছু বিজয় হয়, তবে তারা বলে 'আমরা কি তোমাদের পরিবেষ্টন করে রেখেছিলাম না এবং আমরা কি তোমাদের মু'মিনদের হাত হতে রক্ষা করিনি?' আল্লাহ কিয়ামাতের দিন তোমাদের মধ্যে বিচার মীমাংসা করবেন এবং আল্লাহ কখনই মু'মিনদের বিরুদ্ধে কাফিরদের জন্য কোনো পথ রাখবেন না?"[২২]

---

[১৯] *সূরা আল আনফাল : ৬২-৬৩।*
[২০] *সূরা আল আহ্‌যা-ব : ৯।*
[২১] *সূরা আল হাশ্‌র : ২।*
[২২] *সূরা আন্ নিসা : ১৪১।*

বিজয়ের পর আনুগত্যের মূল্য : যারা সংকটের সময় ঈমান আনে ও মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, যারা দেশ ও উম্মাহর মুক্তির জন্য সংগ্রাম করে তারা এবং যারা বিজয়ের পর আনুগত্যের ঘোষণা দেয় তারা সমান নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا لَكُمْ اَلَّا تُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ لَا يَسْتَوِيْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقٰتَلَ ؕ اُولٰٓئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَقٰتَلُوْا ؕ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ﴾

"তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করছ না? অথচ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মালিকানা আল্লাহরই। তোমাদের মধ্যে যারা (মক্কা) বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও সংগ্রাম করেছে, সমান নয়; তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ তাদের অপেক্ষা যারা পরবর্তীকালে ব্যয় করেছে ও সংগ্রাম করেছে। তবে আল্লাহ উভয়ের কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তোমরা যা করো আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত।"[২৩]

বিজয়ী দলের করণীয় : কুরআন ও হাদীসের আলোকে বিজয়ী দলের কিছু করণীয় তুলে ধরা হলো–

১. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা : সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম শর্ত আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ন্যায়বিচার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে,

﴿اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا ۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন তার আমানত হক্বদারকে প্রত্যর্পণ করতে। তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে বিচার করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে যে উপদেশ দেন তা কত উৎকৃষ্ট! নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা।"[২৪]

২. দেশের কল্যাণে কাজ করা : আল্লাহ তা'আলা যাদের বিজয়ী করেছেন তাদের উচিত দেশ ও জাতির কল্যাণে কাজ করা। এটাই একজন আদর্শ নেতার বৈশিষ্ট্য। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'এমন আমির বা নেতা, যার ওপর মুসলিমদের শাসনক্ষমতা অর্পিত হয় অথচ এরপর সে তাদের কল্যাণ সাধনে চেষ্টা না করে বা তাদের মঙ্গল কামনা না করে; আল্লাহ তা'আলা তাকে তাদের সঙ্গে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না।'[২৫]

৩. দায়িত্বকে আমানত মনে করা : দেশ পরিচালনার যে দায়িত্ব তাদের ওপর অর্পিত হয়েছে বিজয়ী দল তাকে আমানত মনে করবে। আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি আবেদন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমাকে প্রশাসক পদ প্রদান করবেন? বর্ণনাকারী বলেন, তিনি তখন তাঁর হাত দিয়ে আমার কাঁধে আঘাত করে বললেন, হে আবূ যার! তুমি দুর্বল অথচ এটি হচ্ছে একটি আমানত। আর কিয়ামতের দিন এটা হবে লাঞ্ছনা ও অনুশোচনা। তবে যে এর হক্ব সম্পূর্ণ আদায় করবে তার কথা ভিন্ন।[২৬]

৪. পরকালীন জবাবদিহিকে ভয় করা : বিজয়ী দল দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে পরকালীন জবাবদিহিতাকে ভয় করবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

"أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ الَّذِيْ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ".

'তোমাদের প্রত্যেকেই এক একজন দায়িত্ববান এবং প্রত্যেকেই তার অধীনদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। নেতা তার অধীনদের ব্যাপারে দায়িত্ববান এবং সে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।'[২৭]

৫. মহান আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে শাসন করা : মানুষ পৃথিবীতে মহান আল্লাহর প্রতিনিধি। সুতরাং প্রত্যেকে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে প্রতিনিধিত্বের স্বাক্ষর রাখবে। ইরশাদ হয়েছে,

﴿وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ؕ قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ؕ قَالَ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ﴾

---

[২৩] *সূরা আল হাদীদ : ১০।*
[২৪] *সূরা আন্ নিসা : ৫৮।*
[২৫] *সহীহ মুসলিম- হা. ৪৬২৭।*
[২৬] *সহীহ মুসলিম- হা. ৪৬১৩।*
[২৭] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬৬৫৩।*

“আর (স্মরণ করো সেই সময়ের কথা) যখন তোমার রব ফেরেশ্তাগণকে বললেন, নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করব, তারা বলল আপনি কি এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যে, তারা সেখানে বিবাদ করবে এবং রক্তপাত করবে? অথচ আমরাই তো আপনার প্রশংসা-গুণগান করব এবং আপনারই পবিত্রতা বর্ণনা করব। তিনি বললেন, নিশ্চয় আমি যে বিষয়ে জ্ঞান রাখি তোমরা জান না।”[২৮]

৬. দেশ পরিচালনায় যোগ্য লোক নিয়োগ : বিজয়ী দল মন্ত্রিসভা থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পরিচালনার সব ক্ষেত্রে যোগ্য লোক নিয়োগ দেবে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, ‘যে ব্যক্তি কোনো দল থেকে কোনো ব্যক্তিকে কর্মী হিসেবে নিয়োগ দিলো। অথচ সে দলে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তির চেয়ে মহান আল্লাহর অধিক প্রিয় ব্যক্তি ছিল, সে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের সঙ্গে বিশ্বাস ভঙ্গ করল।’[২৯]

৭. পক্ষপাতমূলক আচরণ পরিহার : বিজয়ী দল দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে পক্ষপাতমূলক আচরণ পরিহার করবে। এমনকি রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের ব্যাপারেও। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, যে ব্যক্তি মুসলমানদের কোনো বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত হলো, অতঃপর তাদের ওপর কাউকে পক্ষপাতমূলকভাবে নিয়োগ দেয়, তার প্রতি মহান আল্লাহর অভিশাপ। আল্লাহ তা'আলা তার থেকে কোনো দান ও ন্যায়বিচার গ্রহণ করবেন না এবং তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন।[৩০]

৮. বিশেষজ্ঞ লোকের পরামর্শ গ্রহণ : যারা বিজয়ী এবং যারা দেশ পরিচালনার কাজে নিযুক্ত হয় তাদের দায়িত্ব হলো দেশ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করা এবং সব ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ লোকদের পরামর্শ গ্রহণ করবে। নিম্নোক্ত আয়াত থেকে যেমনটির ধারণা পাওয়া যায়। ইরশাদ হয়েছে,

﴿قَالَ اجْعَلْنِيْ عَلٰى خَزَآئِنِ الْاَرْضِ ۚ اِنِّيْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ﴾

ইউসুফ বলল, ‘আমাকে দেশের ধনভাণ্ডারের উপর কর্তৃত্ব প্রদান করুন; আমি তো উত্তম রক্ষক, সুবিজ্ঞ।’[৩১]

৯. সত্য আড়াল না করা : বিজয়ী দল দেশ পরিচালনার সময় দেশের প্রকৃত অবস্থা মানুষ থেকে আড়াল করবে না; বরং সত্য তুলে ধরবে, যেন তারা আত্মরক্ষার সুযোগ পায় এবং সরকারকে সহযোগিতা করতে পারে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, ‘যে বান্দাকে আল্লাহ তা'আলা প্রজা সাধারণের ওপর দায়িত্বশীল করেন অথচ সে যখন মারা যায় তখনো সে তার প্রজা সাধারণের প্রতি প্রতারণাকারী থাকে, তবে তার জন্য আল্লাহ তা'আলা জান্নাত হারাম করে দেন।’[৩২]

১০. জনকল্যাণ নিশ্চিত করা : হাদীসে এসেছে–

أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا مَرْيَمَ الْأَزْدِيَّ، أَخْبَرَهُ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَقَالَ : مَا أَنْعَمَنَا بِكَ أَبَا فُلَانٍ. وَهِيَ كَلِمَةٌ تَقُولُهَا الْعَرَبُ. فَقُلْتُ : حَدِيْثًا سَمِعْتُهُ أُخْبِرُكَ بِهِ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) يَقُوْلُ : مَنْ وَلَّاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَاحْتَجَبَ دُوْنَ حَاجَتِهِمْ، وَخَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمْ، احْتَجَبَ اللهُ عَنْهُ دُوْنَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ، وَفَقْرِهِ قَالَ : فَجَعَلَ رَجُلًا عَلَى حَوَائِجِ النَّاسِ.

আবূ মারইয়াম আল আযদী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি মু'আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট গেলে তিনি বলেন, হে অমুক! আমার নিকট তোমার আগমন সুস্বাগতম! এটা আরবদের বাকরীতি। আমি বললাম, আমি একটি হাদীস শুনেছি– যা আপনাকে জানাবো। আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, মহান আল্লাহ কোনো ব্যক্তিকে মুসলিমদের কোনো দায়িত্বে নিয়োগ করলে যদি সে তাদের প্রয়োজন পূরণ ও অভাবের সময় দূরে আড়ালে থাকে তখন আল্লাহ তা'আলা তার প্রয়োজন পূরণ ও অভাব-অনটন দূর করা থেকে দূরে থাকবেন। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর মু'আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জনসাধারণের প্রয়োজন পূরণের জন্য এক ব্যক্তিকে নিয়োগ দিলেন।[৩৩]

উপসংহার

দেশপ্রেম, দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় প্রহরা ও বিজয় দিবসে তাসবীহ, ক্ষমাপ্রার্থনা এবং আনন্দ উৎসবও দেশের প্রতিটি নাগরিকের আবশ্যকীয় কাজ। এ বিজয় দিবসে দেশের জন্য আত্মদানকারী সব শহীদের জন্য দু'আ করা ঈমানের একান্ত দাবি। ❑

---

[২৮] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ৩০।*
[২৯] *আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব- ৩/১৯৩।*
[৩০] *আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব- ৩/১৯৩।*
[৩১] *সূরা ইউসুফ : ৫৫।*
[৩২] *সহীহ মুসলিম- হা. ৪৬২৩।*
[৩৩] *সুনান আবূ দাউদ- হা. ২৯৪৮।*

প্রবন্ধ

মুনাফিক্বদের স্বরূপ বিশ্লেষণ এবং আখিরাতে তাদের পরিণতি

–কে. এম আব্দুল জলিল*

[১ম পর্ব]

ভূমিকা : ইসলামী পরিভাষায় মুনাফিক্ব ওই সব লোককে বলা হয়, যারা মুখে মুখে মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, কিন্তু অন্তরে ঘোর অবিশ্বাস পোষণ করে। মুহাম্মদ (ﷺ) মদিনায় হিজরতের পর এক ধরনের কপট গোষ্ঠির মুখোমুখি হন। তাদের নেতা ছিল শ্রেষ্ঠ মুনাফিক্ব 'আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই ইবনে সুলুল। তারা উভয়কুল রক্ষার জন্য ভেতরে এবং বাইরে ভিন্ন ভিন্ন নীতি গ্রহণ করে। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রতিটি সমাজেই এ ধরনের দৈত চরিত্রের কপট ও সুবিধাবাদী লোকদের উপস্থিতি ছিল, আছে এবং থাকবে এটাই স্বাভাবিক। বিশেষকরে, ইসলামের ইতিহাসে এই চরিত্রের লোকের আলোচনা নানাভাবে, নানা প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে গুরুত্ব সহকারে। কারণ মুনাফিক্বরা মদিনার রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে ভয়ানক করেছে। বদর, উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধের মোকাবিলায় তাদের ভূমিকা ছিল বেশি বিপদজ্জনক। এ সময়টায় কাফিররা যতটা না ক্ষতি করেছে, তার চেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে মুনাফিক্বরা। কারণ দৃশ্যত তাদের অবিশ্বাস করা যাচ্ছিল না, আবার তাদের বিশ্বাসও করা যাচ্ছিল না। বিষয়টি মুহাম্মদ (ﷺ) এবং সাহাবীগণের জন্য উভয়সংকট সৃষ্টি করে। তাদের সম্পর্কে কুরআনের বাণী,

﴿الْمُنَافِقُوْنَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ وَيَقْبِضُوْنَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ﴾

অর্থাৎ- "মুনাফিক্ব পুরুষ ও মুনাফিক্ব নারী একে অপরের অংশ, তারা অসৎকাজের নির্দেশ দেয় এবং সৎকাজে নিষেধ করে, তারা তাদের হাতগুটিয়ে রাখে, তারা আল্লাহকে ভুলে গিয়েছে, ফলে তিনিও তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছেন; মুনাফিক্বরা তো ফাসিক।"[৩৪]

মুনাফিক্ব শব্দের অর্থ : মুনাফিক্ব (منافق) : (আ) ব.ব. বহুবচনে মুনাফিক্বুন (منافقون) মূল অক্ষর ن – ق – ف। نفق – نفقا – অর্থ : গর্ত, ছিদ্র, সুড়ঙ্গ, বের হওয়া, খরচ করা, ব্যয় করা। কারো মতে, 'নাফেকুল ইয়ারবু' (পাহাড়ী ইঁদুর) থেকে 'মুনাফিক্বুন' শব্দটি গঠিত। পাহাড়ী ইঁদুরকে 'নাফেকুন ইয়ারবু' বলা হয়। কারণ পাহাড়ী ইঁদুর অত্যন্ত ধূর্ত ও চতুর হয়, এরা পাহাড়ে অনেক গর্ত খনন করে। এদের মারার জন্য এক গর্তে পানি বা অন্য কিছু দিলে অন্য গর্ত দিয়ে বের হয়ে পালিয়ে যায়, ফলে এদের সহজে মারা যায়না। মুনাফিক্বও অনুরূপ ধূর্ত। তাদেরকে সহজে চেনা যায় না।[৩৫] ইংরেজীতে নেফাক শব্দটির অর্থ : Hypocrite, dissembler, double-dealer; hypocritical, insincere, double-faced, two faced, double-tongued. যার অর্থ : ভন্ডামি, কাপট্য, জাল করা, ভান বা ছলনা, মিথ্যা, প্রতারণা, শটতা, প্রকৃত অবস্থা গোপন করে চলা অর্থাৎ- ভিন্ন অবস্থার ভান করা। কুরআনের বর্ণনানুযায়ী যাদের হৃদয়ে ব্যাধি (দুর্বলতা, সন্দেহ) আছে। সাধারণত মু'মিনদের বিপরীত বুঝাতে এটা ব্যবহৃত হয়েছে। কখনও এই শিরোনামটি এরূপ লোকের সম্বন্ধেও উল্লিখিত হয়েছে যারা শুধু এক প্রকার স্বার্থের খ্যাতিরেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও মুসলিমদের সহিত যোগ দিয়েছিল, আবার কখনও এমন লোকদের সাথে খোলা মনেই যোগ দিয়েছিল যারা ঈমানে অবিচাল থাকতে পারেনি। আল্লাহ তা'আলা মুনাফিক্বদের সম্বন্ধে বলেন :

﴿وَإِذَا لَقُوْا الَّذِيْنَ آمَنُوْا قَالُوْا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِيْنِهِمْ قَالُوْا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُوْنَ﴾

অর্থাৎ- "আর যখন তারা মু'মিনদের সাথে সাক্ষাৎ করে, তখন বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি, আর যখন

---

*সভাপতি, ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস ও উপ-গ্রন্থাগারিক, কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

[৩৪] *সূরা আত্ তাওবাহ্ : ৬৭।*

[৩৫] *নয়া দিগন্ত- ১৫ জানুয়ারী-২০২২।*

তারা একান্তে তাদের শয়তানদের সাথে একত্রিত হয়, তখন বলে, নিশ্চয় আমরা তোমাদের সাথে আছি। আমরা তো কেবল উপহাসকারী।"[৩৬]

এ আয়াতে মুনাফিক্বদের কপটতা ও দ্বিমুখী নীতির বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা যখন মুসলিমদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে আমরা মুসলিম হয়েছি; ঈমান এনেছি। আর যখন তাদের দলের মুনাফিক্ব কিংবা কাফির-মুশরিক ও আহলে কিতাব অথবা তাদের নেতৃস্থানীয় লোকদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে, আমরা তোমাদের সাথেই রয়েছি, মুসলিমদের উপহাস এবং বোকা বানাবার উদ্দেশ্যে মিশেছি। ইসলামের ইতিহাসে মুনাফিক্বদের বিশ্বাসঘাতকতার আচরণ পরিস্ফুটিত হয় হিজরি তৃতীয় সনে উহুদ যুদ্ধের প্রাক্কালে। যখন রাসূল (ﷺ) এবং শত্রু বাহিনী একেবারে কাছাকাছি অবস্থানে থেকে একে অপরকে দেখছিল। এখানে পৌঁছতেই মুনাফিক্ব 'আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই বিদ্রোহ বিশ্বাসঘাতকতার পথ অবলম্বন করে এবং তিনশ' লোক সাথে নিয়ে এখান থেকে ফিরে যায়। এ সময় সে বলছিল, আমরা বুঝতে পাচ্ছি না খামাখাই কেন জীবন দিতে যাবো? সে এ বির্তক প্রকাশ করে যে, রাসূল (ﷺ) অন্যদের কথা মেনেছেন, তার কথা মানেননি! সুতরাং মুনাফিক্ব 'আব্দুল্লাহ ইবনু উবাইর কর্মকাণ্ড রাসূল (ﷺ) এবং তাঁর একনিষ্ঠ আন্তরিক সংগী সাথীদের নির্মূল নিশ্চিহ্ন করার এক কার্যকর প্রচেষ্টা ছিল।[৩৭] এ মুনাফিক্বের আশা ছিল, এরপর সে এবং তার সাথী অনুসারীদের নেতৃত্ব কর্তৃত্বের জন্যে ময়দান পরিষ্কার নিষ্কন্টক হয়ে যাবে। এ মুনাফিক্বদের সম্পর্কেই আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করলেন, এবং মুনাফিক্বদের জানাবার জন্যে তাদের বলা হয়েছিল,

﴿تَعَالَوْا قَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَوِ ادْفَعُوْا قَالُوْا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيْمَانِ يَقُوْلُوْنَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُوْنَ﴾

অর্থাৎ- "এসো, তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো অথবা প্রতিরোধ করো। তারা বলেছিল, 'যদি যুদ্ধ জানতাম তাবে নিশ্চিতভাবে তোমাদের অনুসরণ করতাম।' সেদিন তারা ঈমানের চেয়ে কুফ্‌রীর কাছাকাছি ছিল। যা তাদের অন্তরে নেই তারা তা মুখে বলে এবং তারা যা গোপন রাখে আল্লাহ তা অধিক অবগত।"[৩৮]

মুনাফিক্বদের বৈশিষ্ট্য এবং কর্মনীতি : মুনাফিক্ব নামে স্বতন্ত্র কোনো অস্তিত্ব পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেননি। কতিপয় স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমেই মানুষ মুনাফিক্বের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। যদিও সে শিক্ষিত, আলেম, হাফিয, ক্বারী, মাওলানা এবং বুদ্ধিমান যা-ই হোকনা কেন। সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে মুনাফিক্বের অবস্থান প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিম্নমানের। যেহেতু তারা শঠতা, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, পরশ্রীকাতরতা, গীবত, পরচর্চা, পরনিন্দা, দোষত্রুটি সমালোচনা, ক্রোধ, হিংসা, ওয়াদা খেলাফ প্রভৃতির মাধ্যমে সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। মদিনায় মুনাফিক্বরা কু'বার মুকাবিলায় মসজিদে যেরার নামে একটি সমজিদ নির্মাণ করে। মুনাফিক্বরা উক্ত মসজিদে বসে আড্ডা দিতো এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে নানা প্রকার ষড়যন্ত্র করতো। মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ বিশৃংখলা সৃষ্টি, মুসলিম উম্মার ঐক্যে ফাটল ধরানো এবং শত্রুদের সাহায্য করার ক্ষেত্র প্রস্তুতের লক্ষ্যেই মসজিদের নামে এ আড্ডাখানা তৈরি করা হয়েছিল। মসজিদ নামের এ আড্ডাখানায় বসে তারা শুধু ইসলাম বিরোধী কাজে লিপ্ত থেকেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং রাসূল (ﷺ)-কেও সে মসজিদে সালাত আদায়ের জন্যে আবেদন জানিয়েছিল। এর মাধ্যমে মুনাফিক্বরা সরলপ্রাণ মুসলমানদের ধোঁকা দিতে চাচ্ছিলো। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, রাসূল (ﷺ) সেখানে যদি একবার সালাত আদায় করেন, তাহলে সাধারণ মুসলমানরা মুনাফিক্বদের ঘৃণ্য উদ্দেশ্য বুঝতে পারবে না। এ মসজিদ এমনি করে মুনাফিক্ব এবং তাদের বাইরের মিত্রদের ষড়যন্ত্রের একটা আখড়ায় পরিণত হবে, কিন্তু

[৩৬] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৪।*

[৩৭] *আর রাহীকুল মাখতুম- আল্লামা সফিউর রহমান মোবারকপুরী, আল কুরআন একাডেমী, লন্ডন, পৃ. ২৭৫-২৭৬।*

[৩৮] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ১৬৭।*

রাসূল (ﷺ) সেই মসজিদে সাথে সাথে সালাত আদায় করতে রাযি হননি। তিনি বললেন, ইন্শা-আল্লাহ যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে তোমাদের নির্মিত মসজিদে সালাত আদায় করবো। সে সময় তিনি যুদ্ধের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিলেন, তাই মুনাফিক্বরা তাদের উদ্দেশ্যে সফল করতে পারেনি। আল্লাহ তা'আলা তাদের ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দেন। যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে রাসূল (ﷺ) সে মসজিদে সালাত আদায়ের পরিবর্তে ধসিয়ে দেন।[৩৯] এ মুনাফিক্বদের প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّكُفْرًا وَّتَفْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُوْنَ﴾

অর্থাৎ- "আর যারা মসজিদ নির্মাণ করেছে ক্ষতিসাধন, কুফ্রী ও মু'মিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং এর আগে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যে লড়াই করেছে তার গোপন ঘাঁটিস্বরূপ ব্যবহারের উদ্দেশ্য, আর তারা অবশ্যই শপথ করবে, 'আমরা কেবল ভালো চেয়েছি; আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, অবশ্যই তারা মিথ্যাবাদী।"[৪০]

মুনাফিক্বরা সন্দেহ প্রবণ, দ্বিধাগ্রস্ত ও সুবিধাবাদী : মুনাফিক্বরা ব্যক্তিস্বার্থের জন্য ইসলামে অনুপ্রবেশ করে। কিন্তু ইসলামের বিধিবিধান পালন ও ইসলামের আনুগত্যের কষ্ট স্বীকার করতে রাজি নয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

﴿أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيْهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُوْنَ أَصَابِعَهُمْ فِيْ آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللهُ مُحِيْطٌ بِالْكَافِرِيْنَ﴾

"কিংবা আকাশ হতে মুষলধারে বৃষ্টির ন্যায়, যাতে রয়েছে ঘোর অন্ধকার, বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎ চমক। বজ্রধ্বনিতে মৃত্যুভয়ে তারা তাদের কানে আঙুল দেয়। আল্লাহ কাফিরদের পরিবেষ্টন করে রয়েছেন।"[৪১]

তাদের সংশয়, অবিশ্বাস, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আচ্ছন্ন করে রাখে।

দু'মুখো স্বভাব : বাহ্যিকভাবে নিজেরা মু'মিন বলে পরিচয় দেয়, অথচ তাদের ভিতরে ঈমানের কোনো আলামত পরিলক্ষিত হয় না। ঈমান তিনটি জিনিসের সমন্বয়ের নাম। (১) অন্তরের বিশ্বাস, (২) মৌখিক স্বীকৃতি এবং (৩) স্বীকৃতি অনুযায়ী 'আমল করা।[৪২] আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী (ﷺ) বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহর নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ হিসেবে দেখতে পাবে দু'মুখো নীতি ওয়ালাকে। সে এমন লোক, যে একরূপ নিয়ে আসে ওদের নিকট এবং আরেকরূপ ধরে যায় ওদের নিকট।[৪৩] আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِي الْأَرْضِ قَالُوْا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ﴾

অর্থাৎ- আর যখন তোদেরকে বলা হয়, তোমরা যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করো না। তারা বলে, আমরা তো কেবল সংশোধনকারী।[৪৪]

মুনাফিক্বরা প্রতারণামূলক চটকদার কথা বলে মু'মিনদেরকে ভুলিয়ে রাখে এবং মু'মিনদের অভ্যন্তরীন কথা নিয়ে কাফির বন্ধুদের বন্ধুত্ব রক্ষা করে। তারা মনে করছে, আমরা মু'মিন ও কাফিরদের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করছি যেন উভয় দলের মধ্যে আপোস ও শান্তি বজায় রাখতে পারি।

মু'মিনদের নির্বোধ মনে করে : মুনাফিক্বরা নিজেদের বুদ্ধিমান, ধৃত, চতুর ও চালাক মনে করে। অথচ আল্লাহ তা'আলার কাছে তারাই বোকা ও নির্বোধ। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

﴿وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ آمِنُوْا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوْا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُوْنَ﴾

---

[৩৯] *আর রাহীকুল মাখতুম- আল্লামা সফিউর রহমান মোবারকপুরী, আল- কুরআন একাডেমী লন্ডন, পৃ. ৪৬৫-৪৬৬।*

[৪০] *সূরা আত্ তাওবাহ্ : ১০৭।*

[৪১] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৯।*

[৪২] *সুনান ইবনু মাজাহ্।*

[৪৩] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬০৫৮।*

[৪৪] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১১।*

অর্থাৎ- "আর যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা ঈমান আন যেমন লোকেরা ঈমান এনেছে, তারা বলে, নির্বোধ লোকেরা যেরূপ ঈমান এনেছে আমরাও কি সেরূপ ঈমান আনবো? সাবধান! নিশ্চয় এরা নির্বোধ, কিন্তু তারা তা জানেনা।"[৪৫]

যারা ভ্রষ্টতাকে পথ দেখায়, তাদের ভাগ্যে সাধারণতঃ বোকা, অশিক্ষিত, মূর্খ প্রভৃতি আখ্যাই জুটে থাকে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, এমন লোক নিজেরাই বোকা। কেননা, এমন উজ্জ্বল ও প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী থাকা সত্ত্বেও তাতে বিশ্বাস স্থাপন করার মত জ্ঞান-বুদ্ধি তাদের হয়নি। তাদের বোকামীর কারণেই তারা যে কঠিন মূর্খতা ও পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত সেটা বুঝতেই পারছে না। নিঃসন্দেহে বোকামী ও মূর্খতা যারা বুঝতেই পারে না তারা সবচেয়ে বোকা।

বিভ্রান্তিতে ঘোরপাক খেয়ে বেড়ায় : মুনাফিক্বদের তাদের পথভ্রষ্টতার জন্য তৎক্ষণিকভাবে শাস্তি না দেয়ায় এবং দুর্নীতি পরায়ন হয়েও পার্থিব জগতে সুখ-শান্তিতে কালাতিপাত করার সুযোগদানের ফলে তাদের ভ্রষ্টতা আরো গভীরে অনুপ্রবেশ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾

অর্থাৎ- "এরাই তারা, যারা হিদায়েতের বিনিময়ে ভ্রষ্টতা কিনেছে। কাজেই তাদের ব্যবসা লাভজনক হয়নি। আর তারা হিদায়েতপ্রাপ্তও নয়।"[৪৬]

আল্লাহ তা'আলা পাপীদের পাকড়াও করার জন্য অবকাশ দিয়ে থাকেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾

অর্থাৎ- "অবিশ্বাসীরা যেন এ ধারণা না করে যে, আমি তাদেরকে যে অবকাশ দিয়েছি তা তাদের জীবনের জন্য কল্যাণকর; তারা স্বীয় পাপ বর্ধিত করবে এ জন্যই আমি তাদেরকে অবসর প্রদান করি এবং তাদের জন্য অপমানকর শাস্তি রয়েছে।"[৪৭]

এছাড়াও তাদের অবকাশের কারণ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন : সূরা আল আ'রাফ : ৯৪-৯৫; সূরা আল আন'আম : ৪২-৪৪; সূরা আল আ'রাফ : ১৮২-১৮৩; সূরা আল কালাম : ৪৪-৪৫।

মুনাফিক্বরা নিজেকেই ধোঁকা দেয় : কিছু কিছু মানুষ আছে, যারা বলে, আমরা ঈমান এনেছি, অথচ তারা আদৌ ঈমানদার নয়; বরং তারা আল্লাহ তা'আলা ও মু'মিনদের সাথে প্রতারণা করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদেরকে ছাড়া অন্য কাউকেই প্রতারিত করছে না। এতে তাদের ঈমানের দাবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে যে, তাদের এ দাবীও মূলতঃ প্রতারণামূলক। তাদের এ ধোঁকার ক্ষতিকর পরিণতি দুনিয়া ও আখিরাতে উভয় ক্ষেত্রে তাদেরই উপর পতিত হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿يُخَادِعُونَ اللهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾

অর্থাৎ- "আল্লাহ এবং মু'মিনদেরকে তারা প্রতারিত করে। বস্তুতঃ তারা নিজেদেরকেই নিজেরা প্রতারিত করছে, অথচ তারা তা বুঝে না।"[৪৮]

মুনাফিক্বরা হিদায়েতের পরিবর্তে ভ্রষ্টতা ক্রয় করে : মুনাফিক্বরা দুনিয়ার ভোগ বিলাসের লালসায় হিদায়েতের বিনিময়ে ভ্রষ্টতাকে গ্রহণ করে। তারা হিদায়েতের উপর ভ্রষ্টতাকে অগ্রাধিকার দেয়, মানুষ যে জিনিসকে ভালোবাসে ও পছন্দ করে, সে জিনিসই ক্রয় করে। মুনাফিক্বরা ঈমান বিক্রি করে, নিফাককে ক্রয় করে অর্থাৎ- ঈমানের উপর নিফাককে প্রাধান্য দেয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾

---

[৪৫] *সূরা আল বাক্বারাহ : ১৩।*
[৪৬] *সূরা আল বাক্বারাহ : ১৬।*
[৪৭] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ১৭৮।*
[৪৮] *সূরা আল বাক্বারাহ : ৯।*

অর্থাৎ- "এরাই তারা, যারা হিদায়েতের বিনিময়ে ভ্রষ্টতা কিনেছে। কাজেই তাদের ব্যবসা লাভজনক হয়নি। আর তারা হিদায়েতপ্রাপ্তও নয়।"[৪৯]

মোটকথা, তারা হিদায়াত বিমুখ হয়ে ভ্রষ্টতাকে গ্রহণ করেছে।

মুনাফিক্বরা সুসময়ের বন্ধু : মুনাফিক্বরা মুসলমানদের সুখ-শান্তি দেখলে ইসলামের ছায়াতলে আসে। আর মুসলমানরা যখন দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদে পতিত হয়, তখন তারা নীরবে কেটে পড়ে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوْا وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ﴾

অর্থাৎ- "যখনই বিদ্যুতালোক তাদের সামনে উদ্ভাসিত হয় তখনই তারা পথ চলে এবং যখন অন্ধকারে ঢেকে যায় তখন থমকে দাঁড়ায়। আল্লাহ ইচ্ছে করলে তাদের শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি হরণ করতে পারেন। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছুর উপর-ক্ষমতাবান।"[৫০]

﴿يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنَافِقُوْنَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِيْنَ آمَنُوْا انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُوْرِكُمْ قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ﴾

অর্থাৎ- "সেদিন মুনাফিক্ব পুরুষ ও মুনাফিক্ব নারীরা যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে বলবে, তোমরা আমাদের জন্য একটু থামো, যাতে আমরা তোমাদের নূরের কিছু গ্রহণ করতে পারি। বলা হবে, তোমরা তোমাদের পিছনে ফিরে যাও ও নূরের সন্ধান করো। তারপর উভয়ের মাঝামাঝি স্থাপিত হবে একটি প্রাচীর যাতে একটি দরজা থাকবে, যার ভিতরে থাকবে রহমত এবং বাইরে থাকবে শাস্তি।"[৫১]

মুনাফিক্বদের আচরণ ও বৈশিষ্ট্যাবলী কুরআন মাজীদের সূরা ২ : ৭-১৬, ৩ : ১৫২-১৫৮, ১৬১-১৬৭, ১৬৮, ৪ : ৬০-৬৩, ৮১-৮৩, ৮৮, ১৩৮-১৪৩, ১৪৫, ১৪৬, ৫ : ৫২, ৫৩, ৮ : ৪৯, ৯ : ৫৫, ৫৬, ৫৮, ৬১-৬৯, ৭৪-৮০, ৮৫, ১২৪-১২৭, ৩৩ : ১২-১৫, ১৮-২০, ২৪-৬৩; ৪৭ : ২০-২৩, ২৯-৩০; ৪৮ : ৬, ৫৭ : ১৩-১৫; ৫৮ : ৮, ৫৯ : ১১-১৪; ৬৩ : ১-৯ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

মুনাফিক্বের পরিচয় ও আলামত : মুনাফিক্বের পরিচয় ও লক্ষণ সম্পর্কে রাসূল (ﷺ) বলেন,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) : «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا ائْتُمِنَ خَانَ».

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি নবী করীম (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন, মুনাফিক্বের লক্ষণ তিনটি : কথা বলবে তো মিথ্যা বলবে। ওয়াদা করবে তো এটার বিপরীত কাজ করবে এবং কোনো জিনিসের আমানতদার বানানো হবে তো সেটার খিয়ানত করবে।[৫২]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ)، قَالَ : «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا وَإِنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ فِيْهِ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا، مَنْ إِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ».

'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আম্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে এবং তিনি নবী করীম (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন : চারটি চরিত্র যার মধ্যে পাওয়া যাবে সে মুনাফিক্ব হবে; আর যদি এটার মধ্য হতে একটি চরিত্র পাওয়া যায় তবে তার মধ্যে মুনাফিক্বেরও একটি চরিত্র পাওয়া যাবে, যতক্ষণ না সে তা পরিত্যাগ করবে। মুনাফিক্ব সেই যে ওয়াদা করিয়া সেটার খেলাফ করবে, যখন তর্ক করিবে, খারাপ কথা বলবে, যখন কোনো চুক্তি করবে সেটার বিরোধিতা করে বিশ্বাসভঙ্গ করবে।[৫৩]

হাদীসে বর্ণিত উপরোক্ত গুণাবলী বর্তমান সমাজে অপরাধ বা পাপের কাজ বলে ধরা হয় না। তাদের ধারণা ধর্মীয় সমাজে এটা বেশি গুরুত্বের দাবিদার

[৪৯] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৬।*
[৫০] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২০।*
[৫১] *সূরা আল হাদীদ : ১৩।*
[৫২] *সহীহুল বুখারী; জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ২৬৩১।*
[৫৩] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ২৬৩২।*

নয়। যার কারণে এতবড় পাপের কাজ আমাদের সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। মুনাফিক্বের আলামতগুলো পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হলো।

মুনাফিক্বের প্রথম আলামত মিথ্যা বলা : সামাজিক সমস্যার মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ হলো মিথ্যাচার। কেননা সাধারণভাবে সমাজের সকল মানুষই কমবেশি এ অপরাধের সাথে জড়িত। ফলে যে কোনো সমস্যার চেয়ে মিথ্যাচার সাথে সমাজের বেশি সংখ্যক লোক জড়িত থাকে। যে জন্যে এ সমস্যার ব্যাপ্তি ও গভীরতা অন্য যে কোনো সমস্যার চেয়ে বহুগুণ বেশি। অব্যাহতভাবে যে লোক মিথ্যা বলে, যার কাজ-কর্মে, লেনদেন ও সামাজিক মেলামেশায় মিথ্যা প্রবল থাকে তাকে মিথ্যাচারী বলা হয়। প্রকৃত ঘটনা বা অবস্থার বিপরীত বর্ণনা দেয়া, বিকৃত বা পরিবর্তিত তথ্য পরিবেশন হলো মিথ্যাচার। আর যারা মিথ্যাচারের চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে তাকে বলা হয় 'কাযযাব'। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾

অর্থাৎ- "যখন মুনাফিক্বরা আপনার কাছে আসে তখন তারা বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল। আর আল্লাহ জানেন যে, আপনি নিশ্চয় তাঁর রাসূল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিক্বরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।"[৫৪]

যারা মুনাফিক্ব তারা রাসূল (ﷺ)-এর কাছে আসতো এবং তাঁর সামনে তাঁর রিসালাতের পক্ষে মৌখিক সাক্ষ্য দিত। এর দ্বারা সত্যের প্রতি নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা প্রকাশ করা তাদের কাম্য ছিলনা। কেবল চলমান সমাজের ঘৃণ্য ও গণরোষ থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যেই তারা এরূপ করতো। মুসলমানদের কাছ থেকে তাদের প্রকৃত মনোভাব গোপন করাই ছিল তাদের আসল উদ্দেশ্য। এমনিভাবে শেষ জামানায় ইসলামের নামে সওয়াবের আশায় মিথ্যা হাদীসের ছড়াছড়ি হবে, নবী (ﷺ) বলেন :

«يَكُوْنُ فِيْ آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُوْنَ كَذَّابُوْنَ، يَأْتُوْنَكُمْ مِنَ الْأَحَادِيْثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوْا أَنْتُمْ، وَلَا آبَاؤُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، لَا يُضِلُّوْنَكُمْ، وَلَا يَفْتِنُوْنَكُمْ».

অর্থাৎ- "শেষ যুগে কিছু সংখ্যক প্রতারক ও মিথ্যাবাদী লোকের আর্বিভাব ঘটবে, তারা তোমাদের কাছে এমন সব হাদীস বর্ণনা করবে যা কখনো তোমরা শুনোনি এবং তোমাদের পূর্ব পুরুষরাও শুনেনি। সুতরাং তাদের সংসর্গ থেকে সাবধান থাকবে এবং তাদের দূরে রাখবে। তারা যেন তোমাদের গোমরাহ না করে এবং ফিৎনায় না ফেলে।"[৫৫]

অন্য হাদীসে মহানবী (ﷺ) বলেন :

«مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

"যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে সে যেন নিজের বাসস্থান জাহান্নামে নির্ধারিত করে নেয়।"[৫৬]

যুগে যুগে ইসলামের নামে স্বার্থান্বেষী মহলের অপচেষ্টায় মিথ্যা হাদীস রচিত হয়েছে কিন্তু মহান আল্লাহর রহমতে তাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পরিণত হয়েছে। জাল বা মিথ্যা হাদীস রচনা ইসলাম বৈরী লোকদের হীন স্বার্থসিদ্ধির একটি নিষ্ফল অপচেষ্টা মাত্র।

মিথ্যাচারের বিধান ও পরিণতি : মিথ্যাচার অত্যন্ত ব্যাপক একটি সামাজিক সমস্যা। মিথ্যাচারের ফলে সমাজে আস্থাহীনতা, অবিশ্বাস, অবিশ্বস্ততা ও ঘৃণার দুর্বিষহ অবস্থা সৃষ্টি হয়। সাধারণ কোনো নীতি, আদর্শ ও প্রথাসিদ্ধ উপদেশ দিয়ে মিথ্যাচারের মতো সামাজিক সমস্যার সমাধান নয়। মু'মিনদের সত্য বলার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا﴾

অর্থাৎ- "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর তাক্বওয়া অবলম্বন করো এবং সত্য কথা বলো।"[৫৭]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মিথ্যার বিভিন্ন ক্ষতিকর দিক উল্লেখ করে মানুষকে মিথ্যাচার থেকে দূরে রাখার উদ্যোগ

[৫৪] *সূরা আল মুনাফিক্বুন : ১।*

[৫৫] *সহীহ মুসলিম- হা. ৭/৭।*

[৫৬] *সহীহ মুসলিম- হা. ৩/৩।*

[৫৭] *সূরা আল আহ্যা-ব : ৭০।*

নিয়েছেন। সাধারণভাবে মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকার আদেশ দিয়ে তিনি বলেন : "তোমাদের সত্যের অনুশীলন করা উচিত। কেননা, সত্য পূণ্যের পথে পরিচালিত করে আর পূণ্য নিশ্চিতভাবেই জান্নাতের পথে পরিচালিত করে। আর ব্যক্তি যখন সত্য বলতে থাকে এবং সত্য বলা তার অভ্যাসে পরিণত হয় এমনকি মহান আল্লাহর নিকট তার নাম পরম সত্যবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়। তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে মিথ্যা পরিহার করা। কেননা, নিশ্চয় মিথ্যা পরিচালিত করে পাপের আর পাপ পরিচালিত করে জাহান্নামের পথে। আর ব্যক্তি যখন মিথ্যা বলতে থাকে এবং মিথ্যা বলা তার অভ্যাসে পরিণত হয়। এমনকি মহান আল্লাহর নিকট তার নাম চরম মিথ্যাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়।[৫৮] নবী (ﷺ) আরো বলেন : "যখন বান্দা মিথ্যা বলে তখন মিথ্যার দুর্গন্ধে ফেরেশ্‌তা তার কাছ থেকে এক মাইল দূরে চলে যায়।"[৫৯]

সামুরাহ্ ইবনু জুনদুব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "রাসূল (ﷺ) একদিন (ফজর সালাত শেষে) আমাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কেউ আজ কোনো স্বপ্ন দেখেছ কি? আমরা বললাম, না। তিনি বললেন, কিন্তু আমি দেখেছি যে দু'জন ব্যক্তি আমার কাছে এলো। অতঃপর তারা আমাকে পবিত্র ভূমির (শাম বা বায়তুল মুকাদ্দাসের) দিকে নিয়ে গেল। হটাৎ দেখতে পেলাম, এক ব্যক্তি বসে আছে আর এক ব্যক্তি লোহার আঁকড়া হাতে দাঁড়িয়ে। দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তি বসে থাকা ব্যক্তির (এক পাশের) চোয়ালটা এমনভাবে আঁকড়াবিদ্ধ করছিল যে, তা চোয়াল বিদীর্ণ করে মস্তকের পেছনের দিক পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছিল। অতঃপর অপর চোয়ালটিও আগের মতো বিদীর্ণ করল। ততক্ষণ প্রথম চোয়ালটি জোড়া লেগে যাচ্ছিল। আঁকড়াধারী ব্যক্তি পুনরায় সেরূপ করছিল। অতঃপর তারা আমাকে ব্যাখ্যা বলে দিলো যে আপনি যে ব্যক্তির চোয়াল বিদীর্ণ করার দৃশ্য দেখলেন সে মিথ্যাবাদী; মিথ্যা কথা বলে বেড়াত, তার বিবৃত মিথ্যা বর্ণনা ক্রমাগত বর্ণিত হয়ে দূর-দূরান্তে পৌঁছে যেত। ফলে তার সঙ্গে কিয়ামত পর্যন্ত (কবরে) এরূপ আচরণ করা হবে।[৬০] অতএব, যদি কেউ মিথ্যা কথা বলে বা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় কিংবা কারো বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে তার বিরুদ্ধে পৃথিবীতেই শাস্তির বিধান দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً﴾

অর্থাৎ- "আর যারা সচ্চরিত্রা নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারপর তারা চারজন সাক্ষী নিয়ে না আসে, তাদেরকে তোমরা আশিটি বেত্রাঘাত করো এবং তোমরা কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না; এরাই তো ফাসেক।"[৬১]

আর এভাবে আখিরাতের সাথে সাথে পৃথিবীতেও শাস্তি নিশ্চিত করে ইসলামী সমাজব্যবস্থায় মিথ্যাচার নির্মূল করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। *[চলবে ইন্‌শা-আল্লাহ]*

প্রফেসর আল্লামা ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (র.) বলেন

দুনিয়াতে কোনো 'ইজম'ই মানুষকে শান্তি দিতে পারে না। কারণ দুনিয়ার এক এক দেশে এক এক প্রকারের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কায়েম রয়েছে। সবাই দাবী করেন যে, তাঁরা সেবক। অথচ পূর্ব-পশ্চিমের ডিমোক্রেসির মধ্যে কত তফাৎ। মানুষের তৈরি জীবনব্যবস্থা সমস্যার সত্যিকার সমাধান দিতে পারে না, কেননা মানুষের সৃষ্ট ব্যবস্থা পরিবর্তনশীল। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের বিধান অপরিবর্তনীয়। তাকে কোনো কনসটিটুয়েথীকে সন্তুষ্ট করতে হয় না, কোনো ব্যক্তিকে তুষ্ট করতে হয় না, কোনো স্থান-কাল-পাত্রের মধ্যে তিনি আবদ্ধ নন। তাঁর সংবিধানের কোনো এ্যামেন্ডমেন্ট এর প্রয়োজন হয় না। তাঁর দেয়া জীবন বিধান আল কুরআন সকল যুগের, সকল জাতির জন্য শান্তির নিশ্চয়তা প্রদান করতে পারে।

[অভিভাষণ- ৯৬ পৃ.]

---

[৫৮] *সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম।*
[৫৯] *জামে' আত্ তিরমিযী।*
[৬০] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৩৮৬।*
[৬১] *সূরা আন্ নূর : ৪।*

হাদীস শাস্ত্রে সনদের অপরিহার্যতা

–মোহাম্মদ মাযহারুল ইসলাম*

সনদ বলতে হাদীস বর্ণনার সূত্রকে বুঝায়। রাসূল (ﷺ) থেকে সাহাবী, তাবেয়ি ও তৎ পরবর্তীদের হাদীস বর্ণনার ধারাবাহিক সূত্রকে সহজেই বুঝাতে সনদ শব্দটি উসূলে হাদীসের পরিভাষায় ব্যবহার করা হয়। ইসলামী শরিয়তের মৌলিক উৎসের অন্যতম দ্বিতীয় উৎস আল হাদীস। শরিয়ত জানা, মানা এবং বাস্তবায়ন তখনই সম্ভব যখন শরিয়তের উৎস সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকবে নচেৎ বিভ্রান্তের শীকার হয়ে গোমরাহের পথে পা বাড়াবে। ইসলামী শরিয়তে হাদীস সংরক্ষণ, হিফাযত, এর মান মর্যাদাকে চির অক্ষুন্ন রাখার ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে যুগে যুগে অনেক ব্যক্তির আগমন হয়েছে যারা তাঁদের জীবনকে 'ইল্‌মে নববী তথা হাদীসের খিদমতে উৎসর্গ করেছেন। খেয়ে না খেয়ে দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করে, বিভিন্ন দেশ, স্থান সফর করে অসংখ্য জাল, য'ঈফ, অগ্রহণ যোগ্য, ত্রুটিপূর্ণ হাদীসসমূহ থেকে বিশুদ্ধ হাদীসকে পৃথক করণ এবং সেইসাথে হাদীস সম্ভারকে কিয়ামত অবধি সংরক্ষণ, হিফাযতের লক্ষ্যে বেশ কিছু নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন। যার ফলশ্রুতিতে তাঁদের রেখে যাওয়া নীতিমালা ও কর্মের উপর নির্ভর করে আমরা অনায়াসে সহীহ য'ঈফ সম্পর্কে বিনা পরিশ্রমে জানতে পারি, পড়তে পারি এবং সেই সকল ত্রুটিপূর্ণ হাদীস থেকে বিরত থাকতে পারি। হাদীস শাস্ত্র সংরক্ষণের সবচেয়ে বড় বুনিয়াদি শক্তিই হলো– সনদ। কেননা হাদীসের সূত্রই যদি ঠিক না থাকে তাহলে ঐ হাদীসে সমস্যা থাকবেই আর এটাই স্বাভাবিক। এজন্য মুহাদ্দিসগণ সনদের ব্যাপারে খুবই সিরিয়াস ছিলেন। কোনো কিছুই গ্রহণ করতেন না যতক্ষণ না সনদ সম্পর্কে তাঁদের ধারণা সুস্পষ্ট হত। কেননা সনদেই হলো দ্বীন। সনদ বিহীন দ্বীন কলুষিত। সনদ আছে বলেই দ্বীনের বিশুদ্ধ রূপ অক্ষুন্ন আছে। শরিয়তকে যাবতীয় কলুষতা মুক্ত রাখার জন্য আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক যুগেই এমন কিছু ব্যক্তিকে দাঁড় করিয়েছেন যাঁদের সামনে অসৎ উদ্দেশ্য ধারণকারী ধরাশায়ী হয়েছে এবং ইসলামী শরিয়তের উৎস হাদীস শাস্ত্র কলুষতা মুক্ত হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। সনদেই একমাত্র বস্তু যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা উম্মতে মোহাম্মদীর সম্মান, মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বকে অন্যান্য জাতির উপর সমুন্নত করেছেন এবং উম্মতে মোহাম্মদীকে বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন। এটা মহান আল্লাহর পক্ষ হতে উম্মতে মোহাম্মদীর উপর বিশেষ দয়া। সনদেই একমাত্র মাপকাঠি হক্ব এবং বিদআতী, প্রবৃত্তির অনুসারী, গোমরাহ থেকে। যেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর সকল জাতির উপর উম্মতে মোহাম্মদীকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন সনদের মাধ্যমে ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা আহলুস্ সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতকে বিদআতী, প্রবৃত্তির অনুসারী, গোমরাহ থেকে সনদের গুরুত্বারোপ ও তাঁর সুক্ষ্মতার প্রতি মনোনিবেশ দেয়ার কারণে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।[৬২]

'ইল্‌মুল ইসনাদ তথা সনদের জ্ঞানকে আবার উসূলে হাদীসের পরিভাষায় 'ইল্‌মুর রিজালও বলা হয়। ইসলামী শরিয়তে এই বিদ্যার জ্ঞান অর্জন করা মানেই প্রকারন্তরে হাদীসের অর্ধেক জ্ঞান অর্জন করা। কেননা 'ইল্‌মুর রিজাল হলো 'ইল্‌মে হাদীসের জ্ঞানের অর্ধেক। তাই যুগে যুগে মুহাদ্দিসগণ এই জ্ঞানের শাখায় খুবই গুরুত্বারোপ করেছেন এবং সেই সাথে তাঁরা এই শাখায় জ্ঞান অর্জনের জন্য সর্বোচ্চ সতর্কতা, যাচাই বাছাই, পর্যালোচনা গভীর মনোযোগে নিরুপন করেছেন। কেননা যদি তাঁরা এই জ্ঞানের শাখায় এত বেশি সতর্কতা অবলম্বন না করত এবং নীতিমালা প্রণয়ন না করত তাহলে যে কেউ নিজের ইচ্ছে মতো বলে বেড়াত এবং শরিয়তকে বিকৃত করত। তাঁদের এমন অধিক সতর্কতা ও খোঁজ খবর, যাচাই-বাছাই করার দরুন দেখে মনে হত যেন কোনো বিয়ের খোঁজ

*শিক্ষক, হোসেনপুর দারুল হুদা সালাফিয়্যাহ মাদ্‌রাসা খানসামা, দিনাজপুর।

[৬২] আল খুলাসাতু ফি উসুলিল হাদীস- পৃ. ৩০।

খবর নিচ্ছে। প্রখ্যাত পণ্ডিত হাসান ইবনু সালেহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন :

كنا إذا أردنا أن نكتب عن رجل سألنا حتى يقال لنا : أتريدون أن تزوجوه.

আমরা যখন কোনো ব্যক্তি হতে লেখার ইচ্ছা পোষণ করতাম তখন আমরা জিজ্ঞেস করতাম। এমনকি তখন আমাদেরকে বলা হত : তোমরা তাঁকে বিয়ে দিতে চাও (অধিক খোঁজ খবর, যাচাই-বাছাই করার কারণে)।[৬৩]

তাঁরা শরিয়তকে যাবতীয় কলুষতা, মিথ্যার কদর্যতা থেকে মুক্ত রাখার জন্য নির্দ্বিধায় স্পষ্ট ভাষায় কথা বলেছেন। কোনো কথা কার পক্ষে গেল আর কার বিপক্ষে গেল সেগুলো বিবেচনা না শরিয়তের যথার্থ আমানতকে সবচেয়ে বড় আমানত হিসেবে পালন করতে সর্বদা সচেষ্ট ছিল। যেমন- যায়েদ ইবনু আনিসা (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর ভাই ইয়াহইয়া সম্পর্কে বলেন : সে মিথ্যা বলে (অতএব তাঁর থেকে হাদীস নেয়া যাবে না)।[৬৪] প্রখ্যাত পণ্ডিত জারীর ইবনু আব্দুল হুমাইদকে তাঁর ভাই আনাস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, তিনি বলেন– সে হিশাম ইবনু 'উরওয়া থেকে শুনেছে কিন্তু সে মানুষের সাথে কথা বললে মিথ্যা বলে। অতএব তাঁর থেকে হাদীস লিখো না।[৬৫] আবূ দাঊদ (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর ছেলে 'আব্দুল্লাহ সম্পর্কে বলেন : আমার ছেলে 'আব্দুল্লাহ সে মিথ্যা বলে (অতএব হাদীসের ক্ষেত্রে তাঁর থেকে সতর্ক থাকবে)।[৬৬]

'ইল্‌মুল ইসনাদ তথা সনদের জ্ঞান দ্বীনের খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলেই তো হাফিয মুহাম্মদ বিন সিরিন বিনা বাক্যে বলেছেন :

ان هذا العلم دين فانظروا ممن تأخذوا دينكم.

নিশ্চয়ই এটা তথা রিজাল শাস্ত্রের জ্ঞান দ্বীনের অন্যতম অংশ। অতএব তোমরা লক্ষ্য করো তোমরা কাদের থেকে তোমাদের দ্বীন গ্রহণ করছ।[৬৭]

[৬৩] *আল কিফায়া- পৃ. ৯৩।*
[৬৪] *তাহযীবুত তাহযীব- ১১/১৮৪।*
[৬৫] *লিসানুল মিযান- ১/৪৬৯।*
[৬৬] *ঐ- ৩/২৯৪।*
[৬৭] *মুকাদ্দামা সহীহ মুসলিম- ১/৪৪।*

তাবেয়িগণ ফিতনা আবির্ভাবের পূর্বে তেমন বেশি খোঁজ খবর যাচাই-বাছাই ছাড়াই হাদীস বর্ণনা ও বর্ণনাকৃত হাদীস গ্রহণ করত। কিন্তু যখন ফিতনা আবির্ভাবের যুগে হাদীসের উপর বিভিন্ন ধরনের সন্দেহ অনুপ্রবেশ ঘটানোর দূরভিসন্ধি শুরু করলেন বিভিন্ন মহল এবং সেইসাথে তারা সমাজে হাদীসের উপর বিভিন্ন অভিযোগ, মিথ্যাচার, জাল, য'ঈফ হাদীস রটনা শুরু করল তখন তাবেয়িগণ এই বিষয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ শুরু করল যা ইবনু সিরিন (রাহিমাহুল্লাহ)'র বক্তব্যে পাওয়া যায়। তিনি বলেন :

لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالو سموا لنا رجالكم فلينظر إلى أهل السنة فيوخذ حديثهم و ينظر إلى أهل البدع فلا يوخذ حديثهم.

(মানুষেরা) হাদীসের সনদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করত না। কিন্তু যখন ফিতনার আবির্ভাব হলো তখন (তাঁরা) হাদীস বর্ণনাকারীদের বলত– তোমাদের মধ্যে যারা হাদীস বর্ণনা করেছে তাঁদের নাম বলো। অতঃপর লক্ষ্য করা হয় যদি তাঁরা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের তথা সুন্নাহপন্থী হত তাহলে তাঁদের হাদীস গ্রহণ করা হত আর যদি বিদআতী হয় তাহলে তাদের হাদীস গ্রহণ করা হত না।[৬৮]

তিনি এক্ষেত্রে বিশেষ করে যুবকদের উদ্দেশ্য খুবই জোরালোভাবে উপদেশাচ্ছলে বলেন :

اتقوا الله يا معشر الشباب و انظروا عمن تأخذوا هذه الاحاديث فإنها دينكم.

হে যুবক সম্প্রদায়! তোমরা মহান আল্লাহকে ভয় করো ও তোমরা লক্ষ্য করো এই সকল হাদীসসমূহের দিকে। কেননা তা (হাদীসসমূহ) তোমাদের দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত।[৬৯]

'ইল্‌মুল ইসনাদ হলো শরিয়ত জানার নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত মাধ্যম। শরিয়ত জানার সিঁড়ি। সিঁড়ি ছাড়া যেমন কেউ ছাদে আরোহণ করতে পারে না ঠিক সনদ ছাড়াও কেউ শরিয়তের মাকসাদে বিশস্ত, নির্ভরযোগ্য

[৬৮] *মুকাদ্দামা সহীহ মুসলিম- ১/৪৪।*
[৬৯] *মুকাদ্দামা সহীহ মুসলিম- ১/৪৪।*

সূত্রে পৌঁছাতে পারবে না। পক্ষান্তরে সনদকে একজন মু'মিনের জন্য অস্ত্রও বলা যেতে পারে। কেননা অস্ত্রবিহীন যোদ্ধা যেমন নিজেকে আত্মরক্ষা করতে পারে না, ঠিক সনদবিহীন যে কোনো ব্যক্তি শরিয়ত গ্রহণে নিরাপত্তা, বিশ্বস্ততা থেকে নিজেকে হিফাযত করতে সক্ষম হবে না। যোদ্ধার যেমন অস্ত্র মোকাবেলার সম্বল একজন মু'মিনের 'ইল্‌মুল ইসনাদের জ্ঞান যোদ্ধার অস্ত্র সমতুল্য। সুফ্‌ইয়ান সাওরী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন :

الإسناد سلاح المؤمن إذا لم يكن معه سلاح فبأى شيء يقاتل.

ইসনাদ তথা 'ইল্‌মুল রিজাল হলো মু'মিনের অস্ত্র, যদি তাঁর অস্ত্র না থাকে তাহলে সে কি দ্বারা লড়াই করবে।[৭০]

'আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন :

الإسناد من الدين و لو لا الإسناد لقال من شاء ما شاء

"সনদ দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত। যদি সনদ না থাকত তাহলে মানুষ যা ইচ্ছা তাই বলে বেড়াত।"[৭১]

তিনি আরো বলেন : যে ব্যক্তি সনদ ছাড়া দ্বীনের কোনো বিষয় জানতে চায় সে যেন ঐ ব্যক্তির মতো যে সিঁড়ি ছাড়া ছাদে আরোহণ করে।[৭২]

ইমাম শাফে'য়ী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন : যে ব্যক্তি সনদ ছাড়া হাদীস অনুসন্ধান করে সেই ব্যক্তির উদাহরণ তাঁর মত যে রাতের অন্ধকারে লাকড়ির বোঝা বহন করে অথচ এমতাবস্থায় তার লাকড়ির বোঝায় বিষধর সাপ রয়েছে যা সে জানে না।[৭৩]

ইসহাক ইবনু ইব্‌রাহীম আল হানযালী (রাহিমাহুল্লাহ)-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন : সনদ ছাড়া হাদীস বর্ণনা করা রাফেজীদের কাজ। নিশ্চয়ই হাদীসের সনদ উম্মতে মোহাম্মদীর জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ কারামত।[৭৪]

[৭০] *মুকাদ্দামাতু আল মাজরুহীন- ১/২৭।*
[৭১] *মুকাদ্দামা সহীহ মুসলিম।*
[৭২] *তাদরীবুর রাবী- ২/১৬০।*
[৭৩] *ফাতহুল মুগীস- ৩/৪।*
[৭৪] *ঐ- ৫/৩৯৩।*

প্রখ্যাত পণ্ডিত মুহাম্মদ ইবনু ইদরীস আবূ হাতেম আর রাজী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন : আদম (আলাইহিস সালাম) সৃষ্টি অবধি এই উম্মতের মতো এমন কোনো উম্মত নেই যারা তাঁদের নবী ও তাঁদের পূর্ববর্তীদের ধারা হিফাযত করে।[৭৫]

ইয়াযীদ ইবনু যুরাইহ বলেন : প্রত্যেক দ্বীনের জন্য অশ্বারোহী (যোদ্ধা) ছিল আর এই দ্বীনের অশ্বারোহী (যোদ্ধা) হলো সনদের অধিকারীগণ (সনদ নিয়ে যারা যাচাই বাছাই করে)।[৭৬]

'ইল্‌মুল ইসনাদ এতই গুরুত্বের দাবি রাখে যে, এটা ব্যতিরেকে হাদীসের মানদণ্ড তথা হাদীস সহীহ-য'ঈফ নির্ণয় অসম্ভব। আর যদি হাদীস সহীহ য'ঈফ পার্থক্য নির্ধারণ সম্ভব না হয় তাহলে প্রকারন্তে ঈমান, 'আমলের শুদ্ধতা অশুদ্ধতা ও 'ইবাদত গ্রহণযোগ্যতার দোলাচলে পড়ার অধিক বেশি সম্ভবনা রয়েছে। আর যেহেতু ফিতনা আবির্ভাবের পর থেকেই ইসলামের শত্রুরা শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস হাদীস শাস্ত্রের উপর মিথ্যা, সন্দেহের চাদরে আবৃত করার হীন প্রচেষ্টা করেছে। ফলশ্রুতিতে মুহাদ্দিসগণ তাদের এই নোংরা অপচেষ্টাকে রুখতে এবং ইসলামী শরিয়তের উৎস হাদীস শাস্ত্রকে পরিস্কার, পরিস্ফুটিত রাখতে 'ইল্‌মুল ইসনাদ বা 'ইল্‌মুল রিজালকে মৌলিক নীতিমালা ও বিভিন্ন লেখনীর মাধ্যমে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেছেন এবং সেইসাথে তাঁরা তাদের অসৎ উদ্দেশ্যকে শক্ত হাতে দমন করেছেন। এজন্য এই শাস্ত্রের উপর যুগে যুগে মুহাদ্দিসগণ গভীর মনোযোগে সহকারে কাজ করেছেন, পরিক্ষা নিরীক্ষা, যাচাই-বাছাই করে এই শাস্ত্র সংরক্ষণের উপর জোরালো পদক্ষেপ নিয়েছেন। সে ক্ষেত্রে আমরা স্বাভাবিকভাবেই বলতে পারি– এই শাস্ত্র ব্যতিত হাদীস শাস্ত্র কিংবা ইসলামী শরিয়তের উপর 'আমল করা অপূর্ণতা থেকে যায়। কেননা সনদেই দ্বীন অন্যতম অংশ। তাই বিশুদ্ধ ইসলাম অনুসরণে 'ইল্‌মুল ইসনাদ ইসলামী শরিয়তে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের এই বিষয়ে যথার্থ বুৎপত্তি অর্জন করার তাওফীক্ব দান করুক –আমীন। ❑

[৭৫] *শারহুল মাওয়াহেব- ৫/৩৯৪।*
[৭৬] *তাবাকাতুশ শাফিঈয়াহ আল কুবরা- ১/১৬৭।*

যে যিক্‌রে আনন্দ মেলে

লেখক : শায়খ আব্দুর রাযযাক ইবন আব্দুল মুহসিন আল বদর

–মাহফুজুর রহমান বিন আব্দুস সাত্তার*

[তৃতীয় (শেষ) পর্ব]

দ্বিতীয় মূলনীতি– আল্লাহ তা'আলার ফয়সালা ও তাকদীরের প্রতি ঈমান রাখা : এ বিশ্বাস পোষণ করা যে, আল্লাহ তা'আলা যা চান তা-ই হয়, তিনি যা চান না তা হয় না। এ জন্য বান্দা তার দু'আর মাঝে বলবে,

نَاصِيَتِيْ بِيَدِكَ مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ.

অর্থাৎ- "আমি আপনার হাতের মুঠোয়, আপনার হুকুম আমার উপর কার্যকর। আপনার আদেশ আমার পক্ষে ন্যায়সঙ্গত।"[৭৭]

এ বাক্যের মাঝে রয়েছে আল্লাহ তা'আলার ফয়সালা ও তাকদীরের ভালো-মন্দের প্রতি ঈমানের স্বীকৃতি। আরো স্বীকৃতি রয়েছে যে, সকল বিষয় আল্লাহ তা'আলার ফয়সালা ও তাকদীর অনুযায়ী হয়ে থাকে। "আমার নাসিয়াহ আপনার হাতের মুঠোয়" নাসিয়াহ বলা হয় মাথার সামনের অংশ। আর সকল মানুষের নাসিয়াহ রয়েছে আল্লাহ তা'আলার হাতে। তিনি যেভাবে ইচ্ছে সেগুলোকে পরিচালিত করেন। তিনি যা ইচ্ছে তা-ই হুকুম দেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿مَا مِن دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُۢ بِنَاصِيَتِهَآ ۚ إِنَّ رَبِّى عَلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾

"এমন কোনো জীব-জন্তু নেই, যে তাঁর পূর্ণ আয়াত্তাধীন নয়। নিশ্চয় আমার রব আছেন সরল পথে।"[৭৮]

সুতরাং সকল বান্দা আল্লাহ তা'আলার আয়ত্তাধীন। তিনি যেভাবে ইচ্ছে তাদেরকে পরিচালিত করেন। যা ইচ্ছে ফয়সালা দেন। যাকে ইচ্ছে জীবন দান করেন মৃত্যু দান করেন। যাকে ইচ্ছা ধনাঢ্য বানান আবার মিনিটেই পথের ভিখারি বানিয়ে দেন। যাকে ইচ্ছে সম্মানিত করেন বা লাঞ্ছিত করেন। অসুস্থতা দেন বা আরোগ্য দেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلِ ٱللَّٰهُمَّ مَٰلِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِى ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءُ ۖ بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ﴾

"বলুন, 'হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ! আপনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান করেন এবং যার থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নেন; যাকে ইচ্ছা আপনি সম্মানিত করেন আর যাকে ইচ্ছা আপনি হীন করেন। কল্যাণ আপনারই হাতে। নিশ্চয়ই আপনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।"[৭৯]

সুতরাং আগে পরে সর্বদায় সকল বিষয় আল্লাহ তা'আলার আয়ত্তাধীন। সবকিছু ঘটে আল্লাহ তা'আলার ফয়সালা অনুযায়ী। তাই আল্লাহ তা'আলা যা চান তা-ই হয়, তিনি যা চান না তা হয় না। এ জন্য দুশ্চিন্তা ও বিষন্নতার সবচেয়ে বড়ো চিকিৎসা হলো– আল্লাহ তা'আলার ফয়সালা ও তাকদীরের ভালো-মন্দের প্রতি বিশ্বাস করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَمَن يُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ﴾

"আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো বিপদই আপতিত হয় না এবং কেউ আল্লাহর উপর ঈমান রাখলে তিনি তার অন্তরকে সুপথে পরিচালিত করেন। আর আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত।"[৮০]

কতিপয় সালাফ বলেছেন, প্রকৃত মু'মিন বান্দা তো সে, যাকে কোনো বিপদাপদ পেয়ে গেলে সে মনে করে এ বিপদাপদ তো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে। অতঃপর সে তাতে সন্তুষ্ট থাকে ও মহান আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে।

---

* *মাদ্‌রাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, ঢাকা।*

[৭৭] *মুসনাদ আহমাদ- ৬/২৪৭।*

[৭৮] *সূরা হূদ : ৫৬।*

[৭৯] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ৩৬।*

[৮০] *সূরা আত্ তাগা-বুন : ১১।*

তাই অন্তরের প্রশান্তি ও কূলবের আনন্দ অর্জনের ক্ষেত্রে তাকদীরের প্রতি ঈমানের অনেক প্রভাব রয়েছে। এ জন্যে নবী (ﷺ) বলেন,

عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ.

মু'মিনের অবস্থা বিস্ময়কর। সকল কাজই তার জন্য কল্যাণকর। মু'মিন ছাড়া অন্য কেউ এ বৈশিষ্ট্য লাভ করতে পারে না। তারা সুখ-শান্তি লাভ করলে শুকর-গুজার করে আর অস্বচ্ছলতা বা দুঃখ-মুসীবাতে আক্রান্ত হলে সবর করে, প্রত্যেকটাই তার জন্য কল্যাণকর।[৮১]

মু'মিন যখন সুখে থাকে তখন সে জ্ঞাত থাকে যে এটি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে একটি নিয়ামত। এ জন্য আল্লাহ তা'আলার প্রসংশা করে। আর যখন বিপদে থাকে তখনও অবগত থাকে যে, এ বিপদ আল্লাহ তা'আলার ফয়সালা অনুযায়ী এসেছে –আর তিনি তো পূতঃপবিত্র মহামহিম– তিনি যা চান তা-ই হয়, তিনি যা চান না তা হয় না। অতঃপর ধৈর্য ধারণ করে। সুতরাং মু'মিন ব্যক্তি নিয়ামতের মাঝে থাকলে কৃতজ্ঞতা আদায়কারীদের সাওয়াব অর্জন করে এবং বিপদে পড়লে ধৈর্য ধারণকারীদের সাওয়াব অর্জন করে। আর এ সাওয়াব শুধুমাত্র মু'মিন ব্যক্তিরাই লুফে নিতে পারে।

তৃতীয় মূলনীতি– কিতাব সুন্নাহয় বর্ণিত আল্লাহ তা'আলার সুন্দর সুন্দর নাম ও গুণাবলীর প্রতি ঈমান আনয়ন করা এবং তাঁর নিকট দু'আ করার সময় সেগুলোকে ওয়াসিলা হিসেবে গ্রহণ করা : এ জন্য রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ.

অর্থাৎ- "আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি আপনার সেসব নামের ওয়াসীলায় যাতে আপনি নিজেকে অভিহিত করেছেন। অথবা আপনি আপনার কিতাবে নাযিল করেছেন অথবা আপনি সৃষ্টির কাউকেও তা শিক্ষা দিয়েছেন, অথবা আপনি গায়বের পর্দায় তা আপনার কাছে অদৃশ্য রেখেছেন।"[৮২]

সুতরাং যেগুলোর মাধ্যমে দুশ্চিন্তা বিদূরিত হয়, বিষন্নতার মেঘ কেটে যায় সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো বিষয় হলো কিতাব সুন্নাহয় বর্ণিত আল্লাহ তা'আলার নামসমূহ ও গুণাবলীসমূহ জানা ও সেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নিকট ওয়াসিলা করা। এ জন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا۟ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِىٓ أَسْمَٰٓئِهِۦ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ﴾

"আর আল্লাহর জন্যই রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম। অতএব তোমরা তাঁকে সেসব নামেই ডাক। আর যারা তাঁর নাম বিকৃত করে তাদেরকে বর্জন করো। তাদের কৃতকর্মের ফল অচিরেই তাদেরকে দেয়া হবে।"[৮৩]

তিনি আরো বলেন,

﴿قُلِ ٱدْعُوا۟ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُوا۟ ٱلرَّحْمَٰنَ ۖ أَيًّا مَّا تَدْعُوا۟ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ﴾

"বলুন, 'তোমরা 'আল্লাহ' নামে ডাকো বা 'রহমান' নামে ডাকো, তোমরা যে নামেই ডাকো সকল সুন্দর নামই তো তাঁর।"[৮৪]

তিনি অন্যত্রে বলেন,

﴿هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ ۖ هُوَ ٱلرَّحْمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ ○ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَٰمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ○ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَٰلِقُ ٱلْبَارِئُ

[৮১] *সহীহ মুসলিম- হা. ৭৩৯০।*

[৮২] *মুসনাদ আহমাদ- হা. ৪৩১৮।*

[৮৩] *সূরা আল আ'রাফ : ১৮০।*

[৮৪] *সূরা ইস্‌রা : ১১০।*

ٱلْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ﴾

"তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, তিনি গায়েব ও উপস্থিত বিষয়াদির জ্ঞানী, তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু। তিনি আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই। তিনিই অধিপতি, মহাপবিত্র, ত্রুটিমুক্ত, নিরাপত্তা বিধায়ক, রক্ষক, পরাক্রমশালী, প্রবল, অতীব মহিমান্বিত। তারা যা শরীক স্থির করে আল্লাহ তা হতে পবিত্র, মহান। তিনিই আল্লাহ সৃজনকর্তা, উদ্ভাবন কর্তা, তাঁরই সকল উত্তম নাম। আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে, সবকিছুই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[৮৫]

সুতরাং আল্লাহ তা'আলার নিকট তাঁর নাম ও গুণাবলী দ্বারা ওয়াসিলা করাই হল সবচেয়ে মহান ওয়াসিলা। আর তা আল্লাহ তা'আলার বাণীর অর্থজ্ঞাপক। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوٓا۟ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ﴾

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো, তাঁর নৈকট্য অনুসন্ধান করো।"[৮৬]

অর্থাৎ- আল্লাহ তা'আলা যা পছন্দ করেন তা দিয়ে তাঁর নৈকট্য তালাশ করুন। আর আল্লাহ তা'আলার নিকট যা দিয়ে ওয়াসিলা করলে তিনি খুশি হন তন্মধ্যে অন্যতম হলো, তাঁর নামসমূহ দিয়ে তার নিকট ওয়াসিলা করা। এ জন্য নবী (ﷺ) আল্লাহ তা'আলার নিকট তাঁর নাম দিয়ে ওয়াসিলা করতেন। তিনি দু'আ করার সময় বলতেন,

اَللّٰهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ، وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ.

হে আল্লাহ! আমি আপনার গায়বের 'ইলম ও সৃষ্টির উপর আপনার ক্ষমতা রাখার দোহাই দিয়ে বলছি...।[৮৭]

তিনি মহান আল্লাহর কাছে ওয়াসিলা করেছেন তাঁর 'ইলম দ্বারা। ওয়াসিলা করেছেন তাঁর ক্ষমতা দ্বারা।

اَللّٰهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ، وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ، أَحْيِنِيْ مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِيْ، وَتَوَفَّنِيْ إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِيْ.

হে আল্লাহ! আমি আপনার গায়বের 'ইলম ও সৃষ্টির উপর আপনার ক্ষমতা রাখার দোহাই দিয়ে বলছি, আপনি আমাকে ততদিন জীবিত রাখবেন, যতদিন আমার জীবন আমার জন্য কল্যাণকর বলে মনে করবেন। আর আমাকে মৃত্যুদান করবেন, যখন আপনি মৃত্যুকে আমার জন্য কল্যাণকর বলে মনে করবেন।[৮৮]

আল্লাহ তা'আলার রহমত দ্বারা তাঁর নিকট ওয়াসিলা করার কথা পবিত্র কুরআনে এসেছে,

﴿وَأَدْخِلْنِى بِرَحْمَتِكَ فِى عِبَادِكَ ٱلصَّٰلِحِينَ﴾

"আর আপনার অনুগ্রহে আমাকে আপনার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের শামিল করুন।"[৮৯]

ইস্তিখারার দু'আয় আল্লাহ তা'আলার নিকট তাঁর 'ইলম, কুদরত দ্বারা ওয়াসিলা করার কথা এসেছে–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ.

অর্থাৎ- প্রভু হে! আমি আপনার জ্ঞানের ওয়াসিলাতে আপনার অনুমতি কামনা করছি। আপনার কুদরতের ওয়াসিলায় শক্তি চাচ্ছি। আর আপনার অপার করুণা ভিক্ষা করছি। কারণ আপনিই তো সর্বশক্তিমান আর আমি দুর্বল। আপনিই তো জ্ঞানী আর আমি অজ্ঞ এবং আপনিই সর্বজ্ঞ।[৯০]

তাই কোনো মুসলিম যখন আল্লাহ তা'আলার কাছে কোনো কিছু চাইবে তখন তার উচিৎ তাঁর নাম ও গুণাবলী দ্বারা তাঁর নিকট ওয়াসিলা করা। এখানে

[৮৫] *সূরা আল হাশ্‌র : ২২-২৪।*
[৮৬] *সূরা আল মায়িদাহ্ : ৩৫।*
[৮৭] *সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ১৩০৫, সহীহ।*
[৮৮] *সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ১৩০৫; সহীহুল জামে'- ইমাম আলবানী হাদীসটি সহীহ আখ্যা দিয়েছেন।*
[৮৯] *সূরা আন্ নাম্‌ল : ১৯।*
[৯০] *সহীহুল বুখারী- হা. ১১৬২।*

সুযোগ রয়েছে ব্যাপক ওয়াসিলার –আমরা আল্লাহ তা'আলার যেগুলো নাম জানি সেগুলো দ্বারাও যেগুলো জানি না সেগুলো দ্বারও।

এ হাদীসটি থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, আল্লাহ তা'আলার আরো অনেক সুন্দর সুন্দর নাম আছে যেগুলো তিনি গায়েবের পর্দায় তার নিকট রেখেছেন; তার কিতাবে নাযিল করেন নি। তার সৃষ্টির কাউকে শিক্ষাও দেননি। শাফা'আতের বিরাট হাদীসে এসেছে যে, সৃষ্টিরাজী যখন মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর কাছে এসে বলবে... আপনি আমাদের জন্য আপনার রবের কাছে সুপারিশ করুন যেন তিনি বিচারকার্য শুরু করেন। আপনি কি দেখছেন না আমরা কিসের মধ্যে আছি? তখনকার পরিস্থিতি সম্পর্কে রাসূল (ﷺ) বলেন, তখন আমি আরশের নিচে এসে আমার রবের সামনে সাজদাহয় লুটিয়ে পড়ব। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রশংসা ও গুণগানের এমন সুন্দর নিয়ম আমার সামনে খুলে দিবেন, যা এর পূর্বে অন্য কারও জন্য খোলেননি।[৯১]

সুতরাং আল্লাহ তা'আলার আরো নাম আছে যেগুলো তিনি গায়েবের পর্দায় তার নিকট রেখেছেন। আর দু'আর মাঝে আল্লাহ তা'আলার সকল নামের ওয়াসিলা করা হয়েছে যেগুলো দ্বারা তিনি নিজেকে অভিহিত করেছেন বা কিতাবে নাযিল করেছেন বা তাঁর কোনো সৃষ্টিকে শিক্ষা দিয়েছেন কিংবা গায়েবের পর্দায় তার নিকট রেখেছেন। এ দু'আ থেকে আমরা আরো বুঝতে পারি যে, আল্লাহ তা'আলাকে জানা, তাঁর নামসমূহ জানা, তার গুণাবলী জানা দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা অর্জনের সবচেয়ে বড়ো উপায়। এ জন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَٰٓؤُا۟﴾

"আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে তারাই তাঁকে ভয় করে যারা জ্ঞানী।"[৯২]

মানুষ যত বেশি মহান আল্লাহকে জানবে, তাঁর নাম জানবে, তাঁর গুণাবলী জানবে ততো বেশি মহান আল্লাহর প্রতি তাঁর সম্মান বৃদ্ধি পাবে। তাঁর নিকট ফিরে আসতে মন চাইবে। পাপের সাথে দূরত্ব বাড়বে। যেমনটি কতিপয় সালাফ বলেছেন, "যে আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে যতবেশি জানে সে মহান আল্লাহকে ততবেশি ভয় করে, 'ইবাদতের প্রতি আগ্রহী হয় ও পাপ থেকে দূরে থাকে।" সুতরাং আপনিও যখন আল্লাহ তা'আলার সম্পর্কে বেশি জানবেন তখন আপনার মাঝে কল্যাণ বৃদ্ধি পাবে।

চতুর্থ মূলনীতি– পড়া, অনুধাবন করা ও বাস্তবায়ন করার দিক থেকে কুরআনের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া : দুশ্চিন্তা আমাদেরকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরছে। বিষন্নতা, পেরেশানি আমাদের মাঝে প্রসারিত হচ্ছে শুধুমাত্র এ কারণে যে, আমরা কুরআন থেকে বহু দূরে সরে গেছি। নচেৎ আমরা যদি কুরআনকে আঁকড়ে থাকতাম, কুরআনকে জীবনের পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করতাম, যথাযথভাবে তিলাওয়াত করতাম তাহলে আমরা পৃথিবীর সবচেয়ে সুখি মানুষ হতে পারতাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِى هِىَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا﴾

"নিশ্চয়ই এ কুরআন সেই পথ দেখায় যা সোজা ও সুপ্রতিষ্ঠিত, আর যারা সৎ কাজ করে সেই মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার।"[৯৩]

তিনি অন্যত্রে বলেন,

﴿وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى ٱلصُّدُورِ﴾

"আর কুরআন তোমাদের অন্তরে যা আছে তার নিরাময়।"[৯৪]

সুতরাং কুরআন হলো– আরোগ্য, ঔষধ, হিদায়াত, ওয়াজ ও উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য উপদেশ। মানুষ যখন কষ্ট অনুভব করে তখন সে যদি কিতাবুল্লাহ নিয়ে কিছুক্ষণ তিলাওয়াত করে, তাদাব্বুর করে, তাহলে আপনি দেখতে পাবেন যে কিছুক্ষণ পরেই তার বক্ষ

[৯১] *সহীহুল বুখারী- হা. ৪৭১২; সহীহ মুসলিম- হা. ১৯৪।*
[৯২] *সূরা ফা-ত্বির : ২৮।*
[৯৩] *সূরা বানী ইসরা-ঈল : ৯।*
[৯৪] *সূরা ইউনুস : ৫৭।*

স্বস্তির শ্বাস নিচ্ছে। ক্বলব প্রশান্তি অনুভব করছে। এমনকি তার মনে হবে যে, তার কোনো সমস্যাই ছিল না; অথচ তার কাছে একটু আগেই অনেক সমস্যা ছিল। আহলুল কুরআনদেরকে প্রশান্তি ঘিরে নেয়, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত সাকীনাহ তাকে আচ্ছাদিত করে রাখে। বিশেষ করে যখন কুরআন তাদাব্বুর করে, গভীরভাবে গবেষণা করে। রাসূল (ﷺ) বলেন,

مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِيْ بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللهِ تَعَالٰى يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ.

“যখন কোনো সম্প্রদায় মহান আল্লাহর কোনো ঘরে সমবেত হয়ে মহান আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে এবং পরস্পরে তা নিয়ে আলোচনা করে, তখন তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হয়, তাদেরকে রহমত ঢেকে নেয়, ফেরেশ্তাগণ তাদেরকে ঘিরে রাখে এবং আল্লাহ তা‘আলা তাঁর নিকটবর্তী ফেরেশ্তাদের কাছে তাদের প্রশংসা করেন।”[৯৫]

সুতরাং কুরআন হলো আরোগ্য। কেউ কুরআন ক্রয় করে শেলফে রেখে দিলে কিংবা সুন্দর করে গাড়ির সামনে রেখে দিলে সে কুরআন দ্বারা আরোগ্য পাবে না। একই সময় কুরআন না পড়া, তাদাব্বুর না করা ও কুরআনের বিধি-বিধান বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ না করা তো মহান আল্লাহর কিতাবকে পরিত্যক্ত করার নামান্তর। এটা তো কুরআনের মাধ্যমে আরোগ্য তলব নয়।

তিনভাবে কুরআন দ্বারা আরোগ্যলাভ সম্ভব : ১. তা পাঠের মাধ্যমে, ২. তাদাব্বুর করার মাধ্যমে, ৩. তদনুযায়ী ‘আমল করার মাধ্যমে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ٱلَّذِينَ ءَاتَيۡنَٰهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ يَتۡلُونَهُۥ حَقَّ تِلَاوَتِهِۦٓ أُوْلَٰٓئِكَ يُؤۡمِنُونَ بِهِۦ﴾

“যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি, তাদের মধ্যে যারা যথাযথভাবে তা তিলাওয়াত করে তারা তাতে ঈমান আনে।”[৯৬]

যথাযথভাবে তিলাওয়াত করা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো– তারা কুরআন পাঠ করে, অর্থ বুঝে, তদনুযায়ী ‘আমল করে। তিলাওয়াতের মর্মার্থ হলো, ‘আমল করা।[৯৭]

শুধুমাত্র পাঠ করার মাধ্যমেই তিলাওয়াতুল কুরআন হয়ে যায় না; বরং তাতে অবশ্যই প্রয়োজন ‘আমলের। এ জন্য আরবরা বলেন,

تلا فلان فلانا.

অর্থাৎ- অমুক অমুকের অনুসরণ করেছে।

সুতরাং শুধুমাত্র কুরআন পাঠ করলেই হবে না; বরং তার প্রতি ‘আমল করতে হবে। এ জন্য বলা যায় কুরআন পাঠ, তাদাব্বুর ও বাস্তবায়নে গুরুত্ব প্রদান করাই হলো আনন্দ, সফলতা অর্জন ও দুশ্চিন্তা পেরেশানি দুর করার মূলভিত্তি। এ জন্য এ দু‘আটি শেষ করা হয়েছে–

أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي.

“আপনি কুরআনকে আমার অন্তরের বসন্তকালস্বরূপ হৃদয়ের নূরস্বরূপ ও অতীতের দুশ্চিন্তা ও ভবিষ্যতের অনর্থক আশংকা দূর করার উপায়স্বরূপ বানিয়ে দিন”[৯৮] –বাক্য দিয়ে।

যখন কুরআনের অবস্থান আপনার অন্তরে এমন হবে যে তা হবে আপনার অন্তরের আলো, ক্বলবের বসন্ত,

---

[৯৫] *সুনান আবূ দাউদ- হা. ১৪৫৫।*

[৯৬] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১২১।*

[৯৭] *যথাযথভাবে তিলাওয়াতের অর্থ, তিলাওয়াতের হক্ব আদায় করা। ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, এর অর্থ যখন জান্নাতের বর্ণনা আসবে তখন আল্লাহ তা‘আলার কাছে জান্নাত চাওয়া। আর জাহান্নামের বর্ণনা আসলে জাহান্নাম থেকে নিস্কৃতি চাওয়া। ইবনু মাস‘ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, এর অর্থ, এগুলোর হালালকে হালাল হিসেবে নেয়া। আর হারামকে হারাম হিসেবে গ্রহণ করা। যেভাবে নাযিল হয়েছে সেভাবে পড়া। সেগুলোর কোনো অংশকে বিকৃত না করা এবং সঠিক ব্যাখ্যার বিপরীতে কোনো বাজে ব্যাখ্যা উপস্থাপন না করা। মোটকথা, মহান আল্লাহর আয়াতকে পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করাই এর যথাযথ তিলাওয়াত বলে বিবেচিত হবে। (তাফসীর ইবনু কাসীর)*

[৯৮] *সিলসিলাহ সহীহাহ্- হা. ১৯৮।*

চিন্তার উপশম, দুশ্চিন্তা পেরেশানি দূরকারী তখন কি দুশ্চিন্তা পেরেশানি আপনার অন্তরে যাওয়ার পথ খুঁজে পাবে? আপনার হৃদয়ে ঠাঁই পাওয়ার কোনো সুযোগ থাকবে? না, কোনোই সুযোগ নেই। আল্লাহর কসম কোনো ঠাঁই হবে না। কেননা অন্তর কল্যাণ দ্বারা আবাদকৃত। ক্বলব হলো পাত্রস্বরূপ। যখন আপনি তা যিক্‌র, কুরআন ও মহান আল্লাহর বড়ত্ব স্মরণ দ্বারা পরিপূর্ণ করবেন তখন এ দুশ্চিন্তা পেরেশানির সেখানে কোনোই ঠাঁই হবে না কিন্তু; যদি ঈমান দুর্বল হয়ে যায়, মহান আল্লাহর যিক্‌র হ্রাস পায়, মহান আল্লাহর সাথে সম্পর্কের মাঝে ঘুন ধরে যায় তখন এ দুশ্চিন্তা পেরেশানি অন্তরে পৌঁছার পথ পেয়ে যায়।

রাসূল (ﷺ) দু'আর মাঝে বলেছেন, "আপনি কুরআনকে আমার অন্তরের বসন্তকাল ও হৃদয়ের নূরস্বরূপ বানিয়ে দিন। রাসূল (ﷺ) যখন ক্বলবের উল্লেখ করেছেন তখন বসন্তকালের উল্লেখ করেছেন। আর যখন সদর বা হৃদয়ের কথা উল্লেখ করেছেন তখন বলেছেন নূর। কেননা হৃদয়ে যা থাকে নূর। আর রাবী' হলো এমন পানি যা পৌঁছে যায় এবং তার খাদ্য যোগায়। তারপর তাতে ফলফলাদি হয়।

সুতরাং আপনার অন্তরে যখন কুরআন ঢুকে যাবে তখন আপনিও রাবী''র মতো হয়ে যাবেন। বিভিন্ন ধরণের ফুল ফুটবে, বিভিন্ন বাগান হবে, নানা রকম ফলফলাদি হবে যার থেকে সুন্দর সুস্বাদু ও উত্তম হয় না। আর যখন আপনার অন্তরে নূর ছড়িয়ে পড়বে তখন আপনার পুরো জীবনই নূর আলো হয়ে যাবে।

রাসূল (ﷺ) বলেছেন, "আপনি কুরআনকে আমার অন্তরের দুশ্চিন্তার উপশম বানিয়ে দিন। যেন আমার দুশ্চিন্তা দূরীভূত হয়ে যায়, চলে যায়। কেননা কুরআনের সাথে, কুরআনের আরোগ্যের সাথে কোনো কিছু যেন বাকি না থাকে।"

যদি কোনো ব্যক্তি উপরোক্ত দু'আটি পড়ে তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার দুশ্চিন্তা পেরেশানি দূর করে দেবেন এবং তার পরিবর্তে মনে দেবেন আনন্দ। এটিই হলো, এ দু'আ পাঠের ফলাফল।

পরিশিষ্ট : এই হলো বরকতময় যিক্‌র ও মহান দু'আ নিয়ে সংক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা। আমি আমার নিজেকে ও আমার ভাইদেরকে আল্লাহ ভীতির অসীয়ত করছি। আসুন আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হই যে, আমরা নবী (ﷺ) থেকে বর্ণিত দু'আ ও যিক্‌র আযকারগুলো শিখবো, মুখস্থ করবো ও তদনুযায়ী 'আমল করব। আল্লাহ তা'আলার নিকট তাঁর সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলীর অসীলায় চাইছি তিনি যেন আমাদের সকলের দুশ্চিন্তা দূর করে দেন। বিপদগুলো দূর করে দেন। আমাদের সকল অবস্থা সংশোধন করে দেন। এক মুহূর্তের জন্যও আমাদেরকে আমাদের নিজেদের ওপর ছেড়ে না দেন। আমাদের সকলকে সঠিক পথ দেখান। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত।

ওয়া সল্লাল্লাহু 'আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ ওয়া আলিহী ওয়া আসহাবিহী আজমাঈন ॥

আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী আল কুরায়শী (র.) বলেন

দা'ওয়াত ব্যতীত সংস্কার সম্ভব নয়, আবার প্রামাণ্য দলিল ব্যতীত দা'ওয়াত সম্ভব নয়, আর তাকলীদের পাশাপাশি দলিল অকার্যকর। সুতরাং অন্ধ তাকলীদের দ্বার রুদ্ধ এবং ইজতিহাদের দ্বার উন্মুক্ত করাই হবে সকল সংস্কার আন্দোলনের গোড়ার কথা।

আহলে হাদীস নির্দিষ্ট কোনো দল বা ফির্কার নাম নয়, প্রত্যুত ফির্কাপরস্তী ও দলবন্দীর নিরসনকল্পে এবং বিচ্ছিন্ন মুসলিম সমাজকে এক ও অভিন্ন মহাজাতিতে পরিণত করার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম পরিচালনা করার জন্যই এর উত্থান হয়েছে। *[আহলে হাদীস পরিচিতি]*

আলোকিত জীবন

শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রাহিমাহুল্লা-হ)

–এম. শরিফুল ইসলাম

জন্ম ও বংশ পরিচয়

শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস (রাহিমাহুল্লা-হ) ১৭০৩ সালে বৃহস্পতিবার সকাল বেলা উত্তর ভারতে অবস্থিত তার নানা বাড়ি মুজাফ্ফর নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। তার মূল নাম হলো– আহমাদ, উপাধী আবুল ফয়েজ, তার ঐতিহাসিক নাম আযীমুদ্দীন। তবে তিনি ওয়ালিউল্লাহ নামেই পৃথিবীর মানুষের কাছে পরিচিত হন। তার পিতা শাইখ 'আব্দুর রহিম (রাহিমাহুল্লা-হ) বংশগত দিক দিয়ে 'উসমান গণী মতান্তরে 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর বংশের ছিলেন। আর তার মাতা ইমাম মূসা কাযিমের বংশধর ছিলেন।

শিক্ষাকাল

ছোট বেলার আচার আচরণেই তার মাঝে ভবিষ্যত মাহাত্ম্যের আভাস পাওয়া যায়। জযবে লতীফ নামক কিতাবে তিনি নিজেই বর্ণনা করেন যে, যখন আমার পাঁচ বছর বয়স, তখনই আমাকে মক্তবে ভর্তি করে দেয়া হয়, যখন আমার বয়স সাত হয়, তখন আমার পিতা আমাকে নামায পড়ার আদেশ দেন। আর এই সময়েই আমি হিফজ শেষ করি এবং পনের বছর বয়সেই আমি তাফসীর, হাদীস, ফিকাহ, উসুলে ফিকাহ, তর্কশাস্ত্র, কালাম, চিকিৎসা বিজ্ঞান, জ্যামিতি ইত্যাদি বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করি। আমার বয়স যখন চৌদ্দে পৌঁছে তখন আমি আমার পিতার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করি এবং এর পরই আমি বিবাহ করি। আমার বিবাহের মাত্র দুই বছর পরই আমার শ্রদ্ধেয় পিতা এই পৃথিবীর সকল মায়া ত্যাগ করে মহান প্রভুর ডাকে সাড়া দেন "انا لله وانا اليه راجعون"।

কর্ম জীবন

শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রাহিমাহুল্লা-হ) স্বীয় পিতার ইন্তেকালের পর মাদ্‌রাসায়ে রহীমিয়াতে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হন। এ সময় তিনি দীর্ঘ বার বছর তার পরিবার ও সমাজকে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং সমাজের অনেক উত্থান-পতন দেখার পর উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, মুসলিম জাতিকে সমাজের চলমান গোমরাহী থেকে বাঁচাতে হলে তিনটি বিষয় একান্ত প্রয়োজন।

যুক্তি দর্শন

শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (রাহিমাহুল্লা-হ) বর্ণনা করেন যে, তৎকালে মুসলমানেরা গ্রীক দর্শনের প্রতি ঝুঁকে পড়েছিল। আর এই দর্শনের মূল ভিত্তি হলো তর্কশাস্ত্র। যার কারণে মুসলিম সমাজে তখন অনেক প্রকার ফিতনা-ফাসাদের অনুপ্রবেশ ঘটে। সুতরাং সমাজকে এহেন অবস্থা থেকে মুক্ত করতে হলে প্রথমেই যুক্তি-দর্শন শিক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন।

আধ্যাত্মিক দর্শন বা তত্ত্বদর্শন

সে যুগের মুসলমানেরা কুরআন-সুন্নাহকে উপেক্ষা করে শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক সাধনাকে সাফল্যের চাবিকাঠি মনে করত। তাদের অবস্থা এমন ছিল যে, সূফী-সাধকদের অনুমোদন ছাড়া তারা কোনো কিছুকেই সত্য বলে বিশ্বাস করত না। যার কারণে যুগের প্রেক্ষাপটে আধ্যাত্মিক সাধনা তৎকালীন শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অংশ বলে বিবেচিত হত।

'ইল্‌ম বির রিওয়ায়াহ

অর্থাৎ- রাসূলে কারীম (ﷺ)-এর মাধ্যমে যে জ্ঞান অর্জন হয়েছিল, এর মধ্যে কুরআনই প্রধান।

শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস (রাহিমাহুল্লা-হ) বর্ণনা করেন যে, তৎকালীন যুগের শিক্ষিত ব্যক্তিরা উক্ত তিনটি বিষয় ছাড়াও তারা আত্মকেন্দ্রিকতার রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। তারা কখনো কোনো প্রকার জটিল সমস্যার সম্মুখীন হলে কেউ কারো সাথে কোনো প্রকার আলাপ আলোচনার প্রয়োজন মনে করত না; বরং ছোট বড় সকলেই নিজ নিজ ধারণা অনুযায়ী শরিয়ত সংক্রান্ত বিষয়ে কোনো একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত। ফলে এ অবস্থার প্রেক্ষিতে তাকে উপযুক্ত তিনটি বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ করতে হয়েছে। বার বছর যাবৎ আলোচনা, পর্যালোচনা ও গবেষণার পর সংস্কার দ্বারা তার বিপ্লবী আন্দোলনের কর্মসূচী হিসেবে গ্রহণ করেন এবং এব্যাপারে তিনি মৌলিকভাবে দু'টি বিষয়ের প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করেন।

১. মানুষের ব্যবহারিক জীবন সম্পর্কে কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গিই প্রকৃতপক্ষে কুরআনের অলৌকিকত্ব। পবিত্র

কুরআনের এ ব্যবহারিক মূল্যায়নের প্রতিষ্ঠাকে তিনি তার শিক্ষা সংস্কারের বুনিয়াদ রূপে গ্রহণ করেছিলেন।

২. অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ভারসাম্যের অভাবকে সমাজ-রাষ্ট্র ও জাতীয় জীবনের নৈতিক ব্যবহারিক বিপর্যয় ও বিশৃংখলার কারণ বলে তিনি নির্দেশ করেছিলেন। শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস (রাহিমাহুল্লা-হ) এই দু'টি বস্তুকে সামনে রেখেই তার আন্দোলনের পথে যাত্রা শুরু করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, যদি কুরআনের অলৌকিকত্ব একমাত্র তার ভাষাগত অলংকারেই সীমাবদ্ধ হয়, সেক্ষেত্রে কেবল নির্দিষ্ট সংখ্যক লোক ব্যতীত আর সকলেই কুরআনের মাধুর্য থেকে বঞ্চিত থাকবে। তাই তিনি কুরআনের ব্যবহারিক দিক ও অর্থনৈতিক সমতাকেও তার সংস্কারমূলক কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। সাধারণত নৈতিক জীবনবোধই হচ্ছে আধ্যাত্মিকতার ভিত্তি। আর নৈতিকতার বিকাশতো তখনই ঘটবে যখন অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া যাবে। কিন্তু মানব জীবনের সাথে অর্থের সম্পর্কটা এতটা ওতপ্রোতভাবে জড়িত এটা কেউ কোনোদিন উপলব্ধিও করতে পারেনি। যার ফলে অবস্থা এমন হয়েছে যে, আমাদের রাষ্ট্র হয়েছে সার শূণ্য। আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরা আদর্শ রাষ্ট্র গঠনে রাজনীতি থেকে মুক্ত থাকাকেই জীবনের জন্য বড় সাফল্য মনে করত। পক্ষান্তরে শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (রাহিমাহুল্লা-হ) এই বাস্তবতাকে হক্বের নিরিখে বিচার করেছেন। তার লিখিত গ্রন্থ "হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা"-তে তিনি এ বিষয়ের প্রতি বার বার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছেন।

মোটকথা ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রিয় জীবন পর্যন্ত সবখানেই অর্থনৈতিক ভারসাম্য বিধান একান্ত জরুরি। কেননা মানুষতো তখনই নীতি, আদর্শের প্রতি মনোযোগ দিতে পারে যখন সে জীবীকা সংস্থানের দুশ্চিন্তা থেকে অবকাশ লাভ করে। নচেৎ মানব জীবন পশুজীবনে পরিণত হয়ে যাবে। শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস (রাহিমাহুল্লা-হ) এই সত্যকে উপলব্ধি করতে পেরে মুসলিম মিল্লাতকে এ ঘোর অমানিশা থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে এ বিষয়ে সুষ্ঠ ও তত্ত্বমূলক গবেষণা করার জন্য তৈরি হয়ে যান। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন ছিল হাদীস শাস্ত্রে পূর্ণ পাণ্ডিত্য অর্জন করা। অথচ দিল্লিতে তখনও আশানুরূপ হাদীস গ্রন্থ ছিল না বিধায় তাকে হিজাযে সফর করতে হলো।

হিজায সফর

শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস (রাহিমাহুল্লা-হ) বর্ণনা করেন, দীর্ঘ বার বছর পর্যন্ত এ বিষয়ে গবেষণা করার পর আমার মন আমাকে মক্কা-মদীনার দিকে সফর করার জন্য উদ্বুদ্ধ করল। আমি আমার মনের তাকাদায় ১১৪৩ হিজরিতে পবিত্র মক্কায় চলে যাই এবং সেখানে দু' বছর অবস্থান করে প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস শায়খ আবূ তাহির (রাহিমাহুল্লা-হ) এবং অন্যান্য 'আলেমগণের নিকট হাদীস চর্চা করি। এভাবে তিনি তাসাউফের ক্ষেত্রেও কঠিন মেহনত করে শায়খ আবূ তাহির (রাহিমাহুল্লা-হ) থেকে তাসাউফের খিরকা লাভ করেন।

সংস্কার আন্দোলন

অতঃপর ১১৪৫ হিজরিতে দিল্লিতে ফিরে এসে তার কাঙ্ক্ষিত সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন। সংস্কার আন্দোলনের জন্য ফিকাহ ও 'ইল্‌মে হাদীস শাস্ত্রে স্বাধীনভাবে ইজতেহাদ করার যোগ্যতা থাকা আবশ্যক। মক্কা-মদীনায় অবস্থানকালে শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস (রাহিমাহুল্লা-হ) এ বিষয়ে পরিপূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হন। তার দাবি ছিল যে, বাদশা আকবর কর্তৃক প্রণিত দ্বীনে এলাহীর উদার নীতিতে যে সকল নিয়ম নীতি ছিল, তা পরিবর্তন করে নতুন করে শাসন ব্যবস্থা তৈরি করা একান্ত প্রয়োজন। এ দাবিকে সামনে রেখেই তিনি তার আন্দোলনের কর্মসূচী পেশ করেন। তার কর্মসূচীকে মোট আটটি ধারায় বিভক্ত করা যায়।

১) মুসলিম জাতির 'আক্বীদা সংশোধন ও কুরআনের প্রতি আহ্বান : প্রকৃতপক্ষে শুধুমাত্র সংস্থার আন্দোলন দ্বারা কোনো দেশের মানুষের আত্মশুদ্ধি করা অত্যান্ত কঠিন ব্যাপার। এর জন্য প্রয়োজন আম্বিয়ায়ে কিরামের সংস্কার ধারা ঠিক রেখে দ্বীনের পরিপূর্ণ জাগরণ সৃষ্টি করা। তৎকালীন সম্রাট আকবরের প্রবর্তিত দ্বীনে এলাহীর উদার নীতির ফলে মুসলমানদের ঈমান-'আক্বীদার ক্ষেত্রে যে বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছিল তা সকলেরই জানা। সহজ-সরল মুসলিম জাতি বিভিন্ন ভাবধারা ও দর্শনপন্থিদের সাথে উঠা-বসা, চলা-ফেরার কারণে, বিশেষ করে সম্রাট আকবরের আমলে হিন্দু সংস্কৃতির একক প্রাধান্যতার কারণে ভারতবর্ষে শুধুমাত্র নামধারী মুসলমানেরই অস্তিত্ব বাকি ছিল। ইসলামী ধ্যান-ধারণা, ইসলামী 'আক্বীদাহ্, ইসলামী অনুশাসনের সাথে তাদের পার্থক্য ছিল আকাশ পাতালের ন্যায়।

শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস (রাহিমাহুল্লাহ) এ সত্যকে উপলব্ধি করতে পেরে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এ বিপর্যয় থেকে মুসলিম জাতীকে উদ্ধার করতে হলে ব্যাপকভাবে কুরআনের দা'ওয়াত প্রচার করতে হবে। মহাগ্রন্থ আল কুরআন সার্বজনিন ও আন্তর্জাতিক। যে কোনো যুগে যে কোনো স্থানে এর বৈপ্লবিক নীতিকে অনুসরণ করলে ইসলামের স্বর্ণ যুগের (সাহাবাদের যুগের) ন্যায় নব জাগরণের সূচনা ঘটবে। এ কাজকে তিনি আঞ্জাম দিতে সর্বপ্রথম ফার্সী ভাষায় কুরআনের অনুবাদ করেন যার নাম করণ করেন, "ফুতুহুর রহমান"। এ কাজ করতে গিয়ে তাকে অনেক গাল-মন্দ ও বিপদের সম্মুখিন হতে হয়েছে। এক দল 'আলেম তো বলেই ফেলেছে যে, ফার্সী ভাষায় কুরআনের অনুবাদ করলে কুরআনের অলৌকিকত্ব ও তার মাধুর্যতা নষ্ট হয়ে যাবে। সুতরাং এ রকম কাজ করা কুফ্‌রী তুল্য। শুধু এতটুকুই নয়; বরং এক পর্যায়ে তার ব্যাপারে কুফ্‌রীর ফাতাওয়াও দেয়া হয়। কিন্তু এ কথা চিরন্তন সত্য যে, "কুকুরের ঘেউ ঘেউ চন্দ্রের আলোকে ম্লান করতে পারে না। তাই তার অবদান পৃথিবীতে বিরজমান রইল।

২. (ক) জনসাধারণের মাঝে হাদীস ও সুন্নাহ ব্যাপকভাবে প্রচার ও প্রসার ঘটানো : এ বিষয়ে আমাদের জানতে হলে প্রথমেই আমাদের জানতে হবে যে, ইসলামের মধ্যে হাদীসের গুরুত্ব কতটুকু। হাদীসের প্রচার ও তার সংরক্ষণ কেন প্রয়োজন? হাদীস সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা বা অবহেলা করলে ক্ষতি কী? প্রকৃতপক্ষে হাদীস হলো উম্মাতের ঈমান-'আক্বীদার জন্য মানদণ্ডস্বরূপ। শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (রাহিমাহুল্লাহ) এর প্রথম কর্মসূচী ছিল আল কুরআনের প্রতি দা'ওয়াত। এই কাজের জন্য হাদীসের প্রয়োজন কতটুকু তা আর আলোচনার অপেক্ষা রাখে না। তার কারণ হলো পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যাই যে, হাদীসে নব্বী। যেমন- কুরআনের মাঝে আছে, اسوة حسنة রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মাঝে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ। ভারতের মাঝে যে শির্ক- বিদআতের সয়লাব দেখা দিয়েছিল। তার এও একটা কারণ ছিল যে, হাদীসে নব্বীর প্রতি অবজ্ঞা ও অবহেলা প্রদর্শন করা। রাসূলে কারীম (ﷺ) বর্ণনা করেন, যখন কোনো সম্প্রদায় একটি বিদআতে লিপ্ত হয়, তখন তাদের থেকে একটি সুন্নাত উঠিয়ে নেয়া হয়।[৯৯]

[৯৯] *মিশকা-তুল মাসা-বীহ।*

শাহ সাহেব সমাজ থেকে শির্ক-বিদআতের অন্ধকারকে দূর করার লক্ষ্যে সুন্নাতে নব্বীর প্রচার প্রসারে মনোযোগী হলেন। মূলতঃ তিনিই প্রথম মানুষ যিনি ভারত উপমহাদেশে সর্বপ্রথম হাদীসের দর্‌স চালু করেন। হাদীসের ক্ষেত্রে শাহ সাহেবের অনেক অবদান রয়েছে। তার লিখিত হাদীস গ্রন্থসমূহ থেকে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি : মুসাফ্‌ফা, মুসাওয়া, শরহে তরজমায়ে সহীহুল বুখারী, আল-ফসলুল মুবীন মিন হাদীসিন নাবিয়্যিল আমীন।

(খ) ফিকাহ ও হাদীসের মাঝে সমন্বয় : অনেককাল আগে থেকেই মুসলমানগণ ফিকাহ ও হাদীস নিয়ে চর্চা করে আসছেন। তবে তা ছিল নিতান্তই বিচ্ছিন্ন। শাহ সাহেবই সর্বপ্রথম 'ইল্‌মে হাদীস ও 'ইল্‌মে ফিকার মাঝে সমন্বয় ঘটান।

৩. যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যার আলোকে আল কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন ও সুন্নাতে নব্বীর রহস্য উদঘাটন : অনেকের ধারণা যে, শরিয়তের কোনো হুকুম-আহকাম কোনো উদ্দেশ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। কাজের সাথে তার কোনো প্রকার ফলাফলের সম্পর্ক নেই। এই ধারণা ভুল। ইজমা, ক্বিয়াস ও খাইরুল কুরুন উক্ত মতবাদকে খণ্ডন করে যেমন- নামায। এই হুকুমটি আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করা ও তাঁর কাছে মুনাজাত করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গরীব ও অসহায়দের দুঃখ দূর্দশা ও অভাব অনটনকে অনুভব করার জন্য আল্লাহ তা'আলা যাকাতের বিধান দান করেছেন। মানুষের অন্তরকে কুপ্রবৃত্তির প্রভাব থেকে দূর করার জন্য আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য রোযাকে ফর্‌য করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলার মহাগ্রন্থ আল কুরআনের প্রচার প্রসার ও সুজলা সুফলা সুন্দর এই পৃথিবী থেকে সকল প্রকার ফিতনা-ফাসাদ দূর করার লক্ষ্যে আল্লাহ তা'আলা জিহাদকে ফর্‌য করেছেন। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আদেশ-নিষেধের মাঝেও অনেক রহস্য লুকায়িত রয়েছে। যেমন- যোহরের পূর্বে চার রাকআত নামায সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, ঐ সময় আকাশের দরজা উন্মুক্ত করা হয়, আমার ইচ্ছে হয় এ সময় যেন আমার নেক 'আমল উর্ধারোহন হয়। এভাবেই প্রত্যেক হুকুমের মাঝেই কোনো না কোনো রহস্য লুকায়িত রয়েছে। এক শ্রেণীর মানুষ মনে করে যে, ইসলামী হুকুম-আহকাম যুক্তির আলোকে বিশ্লেষণ করা এবং এগুলোর রহস্য উদঘাটন করা ইসলামের জন্য ক্ষতিকারক। শাহ সাহেব বলেন যে, এই

ধারণা ভুল। কারণ ইসলামী হুকুম-আহকামকে যুক্তির আলোকে বিশ্লেষণ করলে কোনো প্রকার ক্ষতি নয়; বরং উপকার হবে। যেমন- 'আমলের প্রতি আগ্রহ বাড়বে। এছাড়াও ফিকহি ইজতেহাদের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হবে। এদিকে লক্ষ্য করেই শাহ সাহেব এ কাজকে তার বিপ্লবী কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করেন।

৪. ইসলামী খিলাফতের ব্যাখ্যা ও তার সত্যতা প্রমাণ এবং বিরুদ্ধবাদীদের সমুচিত জবাব : আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর দাসত্বের জন্য। সাথে সাথে পৃথিবীর সুষ্ঠু পরিচালনায় আঞ্জাম দেয়ার জন্য যে দায়িত্ব দিয়েছেন, তা হলো 'খিলাফত'। এই খিলাফত মানব জীবনের একটি মৌলিক বিষয়। এর মধ্যে নিহিত রয়েছে অনেক অনেক কল্যাণকর দিক। শাহ সাহেব এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা জনসাধরণের মাঝে এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন, যার নজীর নেই। তিনি তার 'ইযালাতুল খিফা' নামক গ্রন্থে খিলাফতের ব্যাখ্যা এভাবে দিয়েছেন।

খিলাফত অর্থ সাধারণের ক্ষমতা লাভ করায় 'ইল্‌মে দ্বীনকে জিন্দা করার মাধ্যমে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার জন্য, ইসলামের নীতি-বিধান ও জিহাদ এবং তার সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি যেমন সৈন্য বিন্যাস, যোদ্ধা তৈরি ইত্যাদি সংস্থাপনের জন্য এবং দণ্ডবিধি প্রয়োগ করা, যুল্‌ম-শোষন বিনাশ করা, সুপথের আদেশ ও কুপথের নিষেধ প্রভৃতিকে কায়েম করা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর স্থলাভিষিক্ত রূপে।

এ সময় আরো একটি বিষয় মুসলমানদের মাঝে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল, তা হলো– খিলাফতে রাশেদা সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের সন্দেহ প্রকাশ। শাহ সাহেব বিরুদ্ধবাদিদের এ সকল ভ্রান্ত ধারণাকে এমনভাবে খণ্ডন করেন, যা যথাযথই যুক্তিযুক্ত ছিল। তার সবগুলো যুক্তিই ছিল কুরআন-হাদীসের ভিত্তিতে প্রণীত। তিনি এ ব্যাপারে একটি গ্রন্থও রচনা করেন, তার নাম 'ইযালাতুল খিফা আন-খিলাফাতিল খুলাফা'।

৫. শ্রমজীবীদের উপর থেকে অত্যাধিক চাপ রহিত করা এবং শ্রমিক শ্রেণীর শ্রমের যথাযথ মূল্যায়ন দান : শাহ সাহেব বলেন যে, শ্রমিকদের উপর থেকে শ্রমের অতিরিক্ত চাপ রহিত করা ছাড়া সমাজের মাঝে ভার সাম্য সৃষ্টি হতে পারে না। (বাস্তব প্রমাণ সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন) অতীতে রোম, পারস্যে যে নৈতিক অধঃপতন নেমে এসেছিল তারও মূল কারণ ছিল শ্রমিক নিপীড়ন। সুতরাং সমাজের মাঝে ভারসাম্যতা ফিরিয়ে আনতে হলে কুরআনের সেই বৈপ্লবিক চেতনা ফিরিয়ে আনতে হবে। শাহ সাহেব কুরআনের সেই বৈপ্লবিক চেতনাকে ফিরিয়ে আনার জন্য যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

৬. উম্মাতে মুহাম্মাদীর সর্বস্তরের জনগণের প্রতি সংশোধনের আহ্বান : শাহ সাহেব দরস ও তাদরিসের পাশা-পাশি সমাজের সকল প্রকার অনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে অবগত ছিলেন। তিনি সমাজের এহেন সকল প্রকার রোগ থেকে মুক্তির জন্য সমাজের সর্বস্তরের জনগণের প্রতি বিশেষ আহ্বান জানান।

৭. শিক্ষা ও তারবিয়্যাতের মাধ্যমে যোগ্য উত্তরসূরী তৈরি করা : তার এই বৈপ্লবিক আন্দোলনের একটি অংশ এও ছিল যে, এমন কিছু মর্দে মু'মিন তৈরি করা যারা ভবিষ্যতে তার এই বৈপ্লবিক আন্দোলনকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। এরই প্রতিফলন হলো শাহ 'আবদুল 'আযীয (রাহিমাহুল্লাহ) শাহ মুহাম্মাদ ইসহাক (রাহিমাহুল্লাহ) শাহ মুহাম্মাদ বেলায়েত 'আলী (রাহিমাহুল্লাহ) সৈয়দ আহমাদ বেরলভী (রাহিমাহুল্লাহ) শাইখুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দি (রাহিমাহুল্লাহ) শাইখুল ইসলাম হুসাইন আহমাদ মাদানি (রাহিমাহুল্লাহ) প্রমুখ।

৮. সমকালীন রাজনৈতিক অস্থিরতা ও দুর্যোগের কবল থেকে মুসলিম জাতিকে উদ্ধার করা : পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সম্রাট আলমগীরের মৃত্যুর পর ভারতে যে রাজনৈতিক বিশৃংখলা দেখা দিয়েছিল, তা মুসলমানদের জন্য খুবই বিপদজনক ছিল। শাহ সাহেব মুসলিম জাতিকে এ দুর্যোগ থেকে উদ্ধারের লক্ষ্যে জনসাধরণের মাঝে জিহাদী প্রেরণা সৃষ্টি করেন।

ইন্তিকাল

১১৭৬ হিজরির ২৯ মুহার্‌রম যোহরের সময় শাহ সাহেব এই অস্থায়ী পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে চিরস্থায়ী আবাসের প্রতি যাত্রা শুরু করেন। মৃত্যুর সময় তার বয়স হয়েছিল ৬১ বৎসর। মৃত্যুর সময় তিনি চার জন যোগ্য সন্তান রেখে যান । তারা হলেন, শাহ 'আব্দুল 'আযীয, শাহ বদিউদ্দীন, শাহ 'আব্দুল কাদির, শাহ 'আব্দুল গণী।

রচনাবলী

বিশেষজ্ঞদের মতে তার রচনাবলী দুইশতের অধিক। হাদীস, তাফসীর, ফিকাহ, উসূলে ফিকাহ, রাষ্ট্রনীতি, তাসাউফ নির্বিশেষে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই তার অবদান রয়েছে। ❑

ক্বাসাসুল হাদীস

বানী ইস্‌রা-ঈলের এক বৃদ্ধার সাথে মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর ঘটনা

–আবূ তাহসীন মুহাম্মদ★

আবূ মূসা আল আশ'আরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) একজন বেদুঈনের কাছে আসলে, বেদুঈন তাঁকে খুব সম্মান করেন। তখন রাসূল (ﷺ) তাকে বললেন, তুমি আমাদের কাছে আসিও। অতঃপর তিনি তাঁর কাছে আসলে রাসূল (ﷺ) তাকে বললেন, "তুমি তোমার প্রয়োজনীয় জিনিস চাও।"

তখন সে বলে, "আমাকে একটি উষ্ট্র দিন, আমরা তার উপর আরোহন করবো আর কয়েকটি ছাগল দিন, আমার পরিবার সেসবের দুধ দোহন করবে।"

তখন রাসূল (ﷺ) বলেন, "তোমরা কী বানী ইস্‌রা-ঈলের বৃদ্ধার মতোও হতে পারলে না?"

সাহাবী বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ), বানী ইস্‌রা-ঈলের বৃদ্ধার কী বৃত্তান্ত?"

রাসূল (ﷺ) বলেন, "মূসা (আলাইহিস সালাম) যখন বানী ইস্‌রা-ঈলদের নিয়ে মিসর থেকে রওয়ানা হন, তখন তারা পথ হারিয়ে ফেলেন। তখন মূসা (আলাইহিস সালাম) বলেন, "কী ব্যাপার (এমন কেন হচ্ছে)?"

তখন বানী ইসরা-ঈলের উলামাগণ বললেন, "যখন ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) মুমূর্ষ উপনীত হন, তখন তিনি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের থেকে প্রতিজ্ঞা নেন যে, আমরা যেন মিসর ত্যাগ করার সময় তাঁর হাড় সাথে নিয়ে যাই।"

মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেন, "তাঁর কবরের স্থানটি কে জানেন?"

তিনি বললেন, "বানী ইসরা-ঈলের এক বৃদ্ধা নারী।"

অতঃপর মূসা (আলাইহিস সালাম) বৃদ্ধার কাছে লোক পাঠালে তিনি তাঁর কাছে আসেন।

তখন মূসা (আলাইহিস সালাম) বলেন, "আপনি আমাকে ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর কবর স্থানের সন্ধান দিন।" জবাবে বৃদ্ধা বলেন, "(আমি কবরের সন্ধান দিব না) যতক্ষন না আপনি আমাকে আমার বিনিময় দিবেন!"

তিনি বললেন, "আপনার বিনিময় কী?"

বৃদ্ধা বলেন, "আমি আপনার সাথে জান্নাতে থাকব!"

অতঃপর মূসা (আলাইহিস সালাম) তাকে এমনটা দিতে অপছন্দ করলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর প্রতি প্রত্যাদেশ করলেন, "আপনি তাকে তার বিনিময় দান করুন।" অতঃপর বৃদ্ধা তাঁদের নিয়ে হলুদ বর্ণের হ্রদের কাছে আসলেন এবং বললেন, "এই পানি আপনারা সেচ দিয়ে শুকিয়ে ফেলুন।" অতঃপর তাঁরা সেই সেচ দিয়ে পানি নিঃশেষ করে ফেললো।

আবার বললেন, "আপনারা এখানে খনন করুন।" অতঃপর তাঁরা খনন করলেন এবং সেখান থেকে ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর দেহ বের করলেন। অতঃপর যখন তাঁরা সেটা নিয়ে (সমতল) জমিতে আসলেন, তখন তাঁরা দিনের আলোর ন্যায় রাস্তা পেয়ে গেলেন!"[১০০]

হাদীসের শিক্ষা

কারো কাছে কিছু চাইলে উত্তম জিনিসটাই চাওয়া উচিত যেমনটি মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর কাছে বৃদ্ধা দুনিয়ার কিছু না চেয়ে জান্নাতে একসাথে থাকতে চেয়েছেন। রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَاسْأَلُوْهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ.

তোমরা আল্লাহর নিকট চাইলে ফিরদাউস চাইবে। কেননা এটাই হলো সবচেয়ে উত্তম ও সর্বোচ্চ জান্নাত।[১০১] ❑

জ্ঞাতব্য

আপনার জেলার কর্মতৎপরতা ও সাংগঠনিক কার্যক্রমের রিপোর্ট অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পাঁচ দিনের মধ্যে সাপ্তাহিক আরাফাত দফতরে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অথবা ই-মেইল করুন :

weeklyarafat@gmail.com

উল্লেখ্য যে, রিপোর্ট লিখবেন– সাদা কাগজের একদিকে এবং স্পষ্টাক্ষরে ও সংক্ষেপে। এছাড়াও প্রোগ্রামের ধরণ, স্থান, উপস্থিত অতিথিবৃন্দের পূর্ণ নাম ও পদবী উল্লেখ করতে হবে। রিপোর্ট প্রেরণকারীর নাম ও মোবাইল নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। প্রেরিত খামের উপর **'সাংগঠনিক রিপোর্ট'** কথাটি উল্লেখ করতে হবে। *–সহযোগী সম্পাদক*

★ *আটমুল, শিবগঞ্জ, বগুড়া।*

[১০০] *সহীহ ইবনু হিব্বান- হা. ৭২১।*
[১০১] *সহীহুল বুখারী- হা. ২৭৯০।*

বিশেষ মাসায়িল

খারাপ স্বপ্ন দেখলে কী করণীয়?

“রাসূল (ﷺ) তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো, আর যা কিছু নিষেধ করেছেন তা বর্জন করো।” *(সূরা আল হাশর : ৭)*

আরাফাত ডেস্ক : আমরা অনেকেই ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখি। কখনো ভালো স্বপ্ন আবার কখনো খারাপ স্বপ্ন। এখন জেনে নেয়া যাক খারাপ স্বপ্ন দেখলে কী কী করণীয়- হাদীসের আলোকে সেগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো–

১. বামপাশে তিনবার থুথু নিক্ষেপ করা।

২. মহান আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা (তথা ‘আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বানির রাজীম’) পাঠ করা : আবূ ক্বাতাদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। নবী (ﷺ) বলেছেন :

اَلرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللهِ، وَالحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ حُلُمًا يَخَافُهُ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ شَر فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ.

“ভালো স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে আর খারাপ স্বপ্ন হয় শয়তানের পক্ষ থেকে। সুতরাং কেউ যদি ভীতিকর দুঃস্বপ্ন দেখে তাহলে সে যেনো বাম পাশে থুথু নিক্ষেপ করে এবং আল্লাহর নিকট শয়তানের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চায়। তাহলে এই দুঃস্বপ্ন তার কোনো ক্ষতি করবে না।”[১০২]

৩) পার্শ্ব পরিবর্তন করা : জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يَكْرَهُهَا، فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا، وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِيْ كَانَ عَلَيْهِ.

“যদি তোমাদের কেউ এমন স্বপ্ন দেখে যা সে পছন্দ করে না, তাহলে তিনবার বাম দিকে থুথু দেবে। আর তিন বার শয়তান থেকে আল্লাহ তা‘আলার কাছে আশ্রয় চাবে (অর্থাৎ- আউজুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম পাঠ করবে।) আর যে পার্শ্বে শুয়েছিল, তা পরিবর্তন করবে। (অর্থাৎ- পার্শ্ব পরিবর্তন করে শুবে)।”[১০৩]

৪) ঘুম থেকে উঠে সালাত আদায় করা : আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন :

فَإِنْ رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا النَّاسَ.

“তোমাদের কেউ যদি অপছন্দনীয় কিছু স্বপ্ন দেখে তাহলে সে যেনো উঠে সালাত আদায় করে আর মানুষের নিকট সে (স্বপ্নের) কথা গোপন রাখে।”[১০৪]

৫. খারাপ স্বপ্নের কথা কাউকে না বলা : আবূ সা‘ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يُحِبُّهَا، فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ اللهِ فَلْيَحْمَدِ اللهَ عَلَيْهَا، وَلْيُحَدِّثْ بِهَا، فَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذٰلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا، وَلَا يَذْكُرْهَا لِأَحَدٍ فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ.

“যখন কেউ ভালো স্বপ্ন দেখে-যা সে পছন্দ করে-তাহলে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে। সুতরাং সে যেন এ ব্যাপারে মহান আল্লাহর প্রশংসা করে (অর্থাৎ- আল-হামদুলিল্লাহ পাঠ করে) এবং তা মানুষকে বলে। আর যদি অন্য কিছু দেখে-যা সে অপছন্দ করে-তাহলে তা শয়তানের পক্ষ থেকে। সুতরাং সে যেন এর অনিষ্ট থেকে মহান আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং এটি কারো নিকট আলোচনা না করে। তাহলে তা তার কোনো ক্ষতি করবে না।”[১০৫]

উপরোক্ত হাদীসসমূহের আলোকে খারাপ স্বপ্ন দেখলে যা করতে হবে সেগুলো হলো–

এক. শয়তানের অনিষ্ট ও কুমন্ত্রণা থেকে মহান আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে এবং এর জন্য তিনবার আউজুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বানির রাজীম পড়তে হবে। কারণ খারাপ স্বপ্ন শয়তানের কুপ্রভাবে হয়ে থাকে।

দুই. বাঁ দিকে তিনবার থুথু নিক্ষেপ করতে হবে। এটা করতে হবে শয়তানের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ ও তার চক্রান্তকে অপমান করার জন্য।

তিন. যে পাশে ঘুমিয়ে খারাপ স্বপ্ন দেখেছে তা পরিবর্তন করে অন্য পাশে শুতে হবে। অবস্থা বদলে দেয়ার ইঙ্গিত স্বরূপ এটা করা হয়ে থাকে।

চার. ঘুম থেকে উঠে দু’ দু/চার রাকআত সালাত আদায় করা।

পাঁচ. খারাপ স্বপ্ন দেখলে কারো কাছে বলবে না। আর নিজেও এর ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করবে না। ❑

---

[১০২] *সহীহুল বুখারী- হা. ৩২৯২ ও সহীহ মুসলিম।*
[১০৩] *সহীহ মুসলিম- হা. ৫/২২৬২।*
[১০৪] *সহীহ মুসলিম- হা. ৫৭৯৮, অধ্যায় : كتاب الرؤيا।*
[১০৫] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬৯৮৫ ও ৭০৪৫।*

সমাজচিন্তা

দুর্নীতির কড়চা : অনপেক্ষ চিন্ত্য

–আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী*

সম্প্রতি দুর্নীতি হট কেকের মতো আলাপ-আলোচনায় জায়গা করে নিয়েছে। দেশবাসীও দ্বন্দ্বে পড়ে গেছে। কী হলো, কী হবে? এ যেন কেঁচো খুড়তে সাপ বেরোনোর যো। পুলিশ ও সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাদের দুর্নীতি ও সম্পদের পাহাড় দেখে মানুষে হতবম্ভ হয়ে পড়েছে। শত শত বিঘা জমি, দালান, রিসোর্ট, বিদেশি ফিটিংসের প্রাসাদ, ব্যাংক ভর্তি টাকা! আরও কত কী?

পত্রিকা খুললেই অন্তত ২/৫টি দুর্নীতির খবর তো থাকছেই। আমি একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করি। কার্যকাল অর্ধযুগ অতিক্রান্ত হতে চলেছে। তো বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবিশাল বিল্ডিং-এর সামনে রাস্তা। নাম বঙ্গবন্ধু সড়ক। দারুণ বেহাল অবস্থা। গাড়ি চলে না। আমার কলিগ আ. মতিন সাহেব, সৌখিন ও সজ্জন ব্যক্তি। বিদ্বানও বটে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরের দায়িত্ব পালন করছেন। তার রয়েছে দামি গাড়ি। বললেন, 'ভাই! গাড়ি তো চালানো যাচ্ছে না, রাস্তার যে অবস্থা!' কাকতালীয়ভাবে একদিন ওই গাড়িতে চড়া অবস্থায় আশুলিয়া বাজার অতিক্রম করতেই বিব্রত হয়ে গেল। জাপানের মসৃণ রাস্তায় চলা গাড়ি এ রাস্তায় চলবে কেমনে? অবশেষে মিটিং থাকার কারণে বিব্রত হয়ে তাঁকে ছেড়ে অন্য গাড়িতে উঠলাম। পরে জেনেছি, ফোকলা রাস্তার এবড়ো থেবড়ো দাঁত কি জানি একটা পাইপে আঘাত করে ভেঙ্গে দিয়েছে। বিশ হাজার টাকা খরচ করে সেবারের মতো রক্ষা পান। জেনেছি রাস্তাটি যিনি তৈরি করছেন, তিনি বড়ো মাপের ঠিকাদার। সর্বোচ্চ পর্যায়ে আছে চলাফেরা। রিসিডিউল বার তিনেক হয়েছে। আরও কতবার হলে রাস্তা শেষ হবে, মহান আল্লাহই জানেন।

সীমাহীন দুর্নীতির রাশ দেশকে ধরে টানছে। রক্ষক যদি ভক্ষক হয়, তবে? এনবিআর এর কর্তা ব্যক্তি কিংবা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কেউ যদি দুর্নীতি করে তো ধরবে কে? কার এতবড় সাহস! বখ্‌রা দিয়ে দুর্নীতি চালু রাখা ও বিস্তার সাধনের প্রতিযোগিতায় মানুষ আজ নাজেহাল। এনবিআর কর্মকর্তা ব্যক্তির তালাশ সাধন করে দুদক আবিষ্কার করেছেন ওয়ান্ডার ইকো রিসোর্ট ও পিকনিক স্পট 'আপন ভুবন'। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নির্বাহী প্রধানের পিয়নও না-কি চারশো কোটি টাকার মালিক। তিনি বিমান, হেলিপ্টার ছাড়া চলেন না!

হালে গাড়ি চালকের সম্পদ গড়ার তেলেসমাতি আলাদিনের চেরাগকে নিভিয়ে ফেলেছে। অর্ধশত কোটি টাকার স্থাবর সম্পত্তির মালিক তিনি। প্রথম আলোয় (১০ জুলাই ২০২৪) অন্তত সতেরজনের আবক্ষ ছবি মানুষকে অবাক করে তুলেছে। চাকরির প্রশ্নপত্র ফাঁসে এরা জড়িত। লিখা আছে, পিএসসি বিষয়টি জানত। সিআইডি বলছে, ৫ জুলাইয়ের নিয়োগ পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় অন্তত ৫০ জন জড়িত।

এতো দেখছি, 'ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়'। শ্রীপান্থ তার সুলিখিত 'ঠগি' গ্রন্থে এ প্রসঙ্গের অবতারণা করেছে। ঠগীরা ছিল অত্যন্ত নিষ্ঠুর। হত্যা, খুন, গুম, জীবন্ত কবর দেয়া ছিল তাদের পেশা। সামান্য বিনিময়ে তারা কাজগুলো করতো। একটা দল বারোজন মানুষকে খুন করার জন্য দু'শ মাইল হেঁটেছিল। আঠারো শতকের ম্যাজিস্ট্রেট স্যার উইলিয়াম হেনরি সীম্যান হাজার হাজার ঠগি ধরে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছিলেন। দেশের দুর্নীতির ফিরিস্তি দেখে মনে হয় ঠগিদের ছাড়িয়ে গেছে। পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড এর উপকর্তা-দুর্নীতি করে কোটিপতি। বুদ্ধিমান হুজ্জত আলী গ্রামে কিছু করেননি, ঢাকাতেই গড়েছেন ফ্ল্যাট আর জমি। চট্টগ্রামের জনৈক পুলিশ কর্মকর্তার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ দুদক আমলে নিয়েছেন। আপাতত ১১ কোটি ৩৪ লাখ টাকা ক্রোকের নির্দেশ দিয়েছেন দুর্নীতি দমন কমিশন। এনবিআর রাষ্ট্রযন্ত্রকে সচল রাখার অন্যতম অধিক্ষেত্র। এনবিআর-এর প্রধান দায়িত্ব হলো কাস্টমস, আয়কর ও মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত বিধি-বিধান তৈরি এবং তার আলোকে যথাযথ কর ও রাজস্ব আদায় করা। আরও কাজ আছে, যেমন- চোরাচালান প্রতিরোধ শুল্ক-কর সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদন

* **প্রফেসর,** ইসলামের ইতিহাস ও সভ্যতা বিভাগ এবং **সাবেক ডিন, স্কুল অব আর্টস,** এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

ও সরকারের রাজস্ব নীতি সংক্রান্ত যে কোনো বিষয়ে প্রতিনিধিত্ব করা। তারা আয় করেন, বিধি তৈরি করেন। সুতরাং তারা তো নেবেনই, যেন এমনটি অবস্থা। এনবিআর-এর জনৈক সচিবের স্ত্রী, শ্বশুর, শাশুড়ি, শ্যালক, খালা-শাশুড়ি, মামা-শ্বশুরসহ ১১ স্বজনের নামে ব্যাংক হিসাবে টাকা রাখতেন; দুদকের নথি অনুযায়ী তিনি ১৯টি ব্যাংক ও একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ৮৭টি হিসাবে কোটি কোটি টাকা লেনদেন করেছেন। অপরাধ লব্ধ আয় লুকানোর জন্য স্বজনের নামে আরও ৬৮৯টির মতো ব্যাংক হিসাব খুলেছিলেন। দিজেন্দ্র লাল রায়ের সাথে সহমত পোষণ করে বলতে হয়– "সত্যিই সেলুকাস, কি বিচিত্র এই দেশ"!

বছর সাতেক আগে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরি হয়। সুইফট ব্যবস্থা কাজে লাগিয়ে ৩৫টি ভুয়া বার্তার মাধ্যমে ফেডারেল রিজার্ভের নিউ ইয়র্ক শাখায় বাংলাদেশ ব্যাংকের ১০০ কোটি ডলার চুরির চেষ্টা চালান অপরাধীরা। এর মধ্যে ১০ কোটি ১০ লাখ ডলার লোপাট করতে সক্ষম হয়। সিআইডি তদন্তে অন্তত ১৩ জনের গাফিলতি, অবহেলা ও দায় ছিল। হালে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রকল্পের আওতাধীন নগর স্বাস্থ্য সেবায় নিয়োজিত ১১ কর্মকর্তাকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। উন্নয়নের জিকির তুলে ২৭টি ডকইয়ার্ড গড়ে উঠেছে। জমি দখল হয়েছে। দূষণের শিকার হয়েছে নদী। কে দেখে? হুণ্ডি ব্যবসার জেরে প্রাণ হারাতে হলো এমপি আনোয়ারুল আজিমকে।

রূপপুর প্রকল্পে 'বালিশ কাণ্ডে' সারা দেশে হাস্যরোল পড়ে যায়। সেখানে প্রতিটি বালিশ কিনতে খরচ দেখানো হয়েছে ৫ হাজার ৯৫৭ টাকা। আর প্রতিটি বালিশ আবাসিক ভবনের খাটে তোলার মজুরী দেখানো হয়েছে ৭৬০/- টাকা। কভারসহ কমফোর্টারের দাম ধরা হয়েছে ১৬,৮০০/- টাকা। সুপ্রিয় পাঠক! শুধু তাই না, আরও দেখানো হয়েছে কেনার পর দোকান হতে প্রকল্প এলাকায় পৌঁছাতে আলাদা ট্রাক ব্যবহার করা হয়েছে মাত্র ৩০টি কমফোর্টারের জন্য ৩০ হাজার টাকা ট্রাক ভাড়া দেখানো হয়েছে। আর একেকটি কমফোর্টারের খাট পর্যন্ত তুলতে ব্যয় দেখানো হয়েছে ২,১৪৭/- টাকা। কমফোর্টার ঠিকমতো খাটে তোলা হচ্ছে কি-না, তা দেখার জন্য তত্ত্বাবধানকারীর পারিশ্রমিক দেখানো হয়েছে প্রতিটির ক্ষেত্রে ১৪৩/- টাকা। ঠিকাদারকে ১০ শতাংশ লাভ ধরে সঞ্চালক শুল্কসহ সব মিলিয়ে প্রতিটি কমফোর্টারের জন্য খরচ দেখানো হয়েছে ২২,৫৮৭/- টাকা। শুধু কমফোর্টার নয়, চাদরের ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটেছে। ৩০টি চাদর আনতে ৩০,০০০/- টাকা ব্যয়ে একটি ট্রাক ভাড়া করা হয়েছে। আর ভবনের নীচ থেকে খাট পর্যন্ত তুলতে প্রতিটি চাদরের জন্য মজুরি দেখানো হয়েছে ৯৩১ টাকা। (দেখুন : প্রথম আলো, ১২ ডিসেম্বর ২০১৯) দুর্নীতির অশ্রাব্য ও সীমাহীন পরিণতি রাষ্ট্রকে খুবলে খাচ্ছে।

সম্প্রতি প্রশ্ন ফাঁসের খবর চাউড় হয়ে দেশবাসীকে স্তম্ভিত করে তুলেছে। জনৈক আবেদ আলী। গাড়ির ড্রাইভার, প্রশ্নফাঁস করে টাকার পাহাড় বানিয়েছেন। ঢাকায় ছয়তলা বাড়ি, তিনটি ফ্ল্যাট ও একটি গাড়ি রয়েছে। গ্রামের বাড়িতে ডুপ্লেক্স ভবন। বিচিত্র প্রক্রিয়ায় কর্তাব্যক্তিদের যোগসাজসে এমন ধরনের অপরাধ করেছেন। ভোরের কাগজ ১২ জুলাই ২০২৪ সূত্রে জানা যায় প্রশ্ন ফাঁসে জড়িত আরও একজন চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারিকে ১০ কোটি টাকার চেকসহ গ্রেপ্তার করেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। উক্ত তারিখের কাগজ ডেস্কের প্রতিবেদনে অভিমত পেশ করা হয়েছে যে, এখন সরকারি প্রায় সব পর্যায়ে দুর্নীতি, অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনা বিরাজ করার নেপথ্যে রয়েছে ফাঁস হওয়া প্রশ্নের মাধ্যমে বিসিএস ক্যাডার হওয়া। তারা চাকরিতে প্রবেশ করেছে দুর্নীতির মাধ্যমে, এ কারণে তারা যেখানে দায়িত্ব পালন করে, সব জায়গায় দুর্নীতি করতেই থাকে। মন্ত্রণালয় থেকে উপজেলা পর্যন্ত দুর্নীতিবাজদের চেইন অব কমান্ড আছে। এজন্য দুর্নীতি বৃদ্ধি পেয়েছে, জবাবদিহিতা নেই বললেই চলে।

সুপ্রিয় পাঠক! দুর্নীতি নিয়ে কিছু লেখা বড়ো ঝুঁকির কাজ। এমন দুঃসাহস আমার নেই। তবে পত্রিকান্তরে প্রকাশিত সংবাদের তথ্যসূত্রে শুধু আপনাদের সদয় অবগতি ও সতর্ক থাকার জন্য লিখছি মাত্র। প্রকাশের ভাষা নেই। আমি নির্বাক।

দেশমাতৃকা রক্ষায় যাদের যাচাইতে বড় অবদান তারা হলেন আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা। যাদের রক্তের বিনিময়ে আমরা লাল-সবুজের দেশটাকে পেয়েছি। আজকে সে সকল মুক্তিযোদ্ধাদের নাম ব্যবহার করে মুক্তিযুদ্ধের প্লাটফর্মটিকে অপবিত্র করে তুলেছে। আমরা জানি

মুক্তিযুদ্ধের প্রথম তালিকায় মাত্র ৭০ হাজার জনের নাম ছিল। (সূত্র : আসিফ নজরুল, কোটা বিতর্ক : সমাধান সরকারের হাতে) শুরুতে এ সংখ্যা ছিল মাত্র ত্রিশ হাজার।

এখন প্রায় পৌনে দুই লাখ। সর্বোচ্চ পর্যায়ে সচিব থেকে শুরু করে প্রায় সকল স্তরে মুক্তিযোদ্ধা নন এমন ব্যক্তিরা ভুয়া সনদ প্রদর্শন করে সুবিধা নিচ্ছেন। সম্প্রতি ডেইলি ক্যাম্পাস পত্রিকার ডেস্ক সংবাদে প্রকাশিত হয়েছে, ১২ জুলাই, ২৪ এক বিরল পিতৃত্ব : ৭ ভুয়া সন্তানের ৫ জন মুক্তিযোদ্ধা কোটায় চাকরি! বগুড়ার সোনাতোলা উপজেলায় ক্ষিতাবের পাড়ার বীর মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল ইসলামের ঔরসজাত সন্তান দু'জন। কিন্তু কাগজ-কলমে সংখ্যা ৯। ভুয়া সাত সন্তানের মধ্যে ৫ জনকে সরকারি বিভিন্ন দপ্তরে চাকরি দিয়েছেন। অন্য দু'জনের একজনকে কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে সনদ ব্যবহার করেছেন। আর একজন নিয়েছেন ব্যবসায়িক সুবিধা। বিনিময়ে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নেন এই মুক্তিযোদ্ধা।

সুখবর এই যে, মুক্তিযোদ্ধা নন এমন ব্যক্তিদের শনাক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছেন সরকার। ইতোমধ্যে ৮,০০০ মতো সনদ বাতিলও হয়েছে। জামুকা সূত্রে জানা যায়, স্বাধীনতার পর থেকে এখন পর্যন্ত অন্তত সাতবার মুক্তিযোদ্ধা তালিকা সংযোজন-বিয়োজন হয়েছে। আর বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তালিকায় অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে বয়স সংজ্ঞা ও মানদণ্ড পাল্টেছে ১১ বার। বর্তমানে 'লাল মুক্তি বার্তা' ভারতীয় তালিকা ও গেজেট-এর মাধ্যমে সমন্বিত তালিকায় মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা স্ফীত হয়ে প্রায় দুই লাখ পাঁচ হাজার। খেয়াল রাখতে হবে এ দেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটি জনযুদ্ধ।

তালিকাভুক্ত দুই লাখ পাঁচ হাজার ছাড়াও কোটি কোটি মানুষ মুক্তিযুদ্ধে নানাভাবে সহায়তা ও সাহায্য করেছেন। এ জন্য লাখও মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছে। কোটি কোটি মানুষকে পোহাতে হয়েছে অবর্ণনীয় দুর্ভোগ।

সম্প্রতি কোটা বিতর্কে চাকরি প্রত্যাশী ছাত্র/ছাত্রীদের আন্দোলন দেশবাসীকে চিন্তিত করেছে। অবস্থাদৃষ্টে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, দু'লাখ পাঁচ হাজার মুক্তিযোদ্ধার জন্য ৩০ শতাংশ কোটা রাখা এই কোটি কোটি মানুষ ও তাদের পরিবারের জন্য চরম বৈষম্যমূলক ও অবমাননাকর। সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আমরা কিন্তু কোটা বিরোধী নই। তবে এর বিভাজনটা যৌক্তিক পর্যায়ে নেয়ার জন্য সংস্কার প্রয়োজন।

এই সংস্কারের গাইড লাইন সংবিধানের ২৮ ও ২৯ অনুচ্ছেদ বিবেচনায় নিতে হবে। ২৮ অনুচ্ছেদে নির্দিষ্টভাবে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে বৈষম্য না করার কথা বলা আছে। অনুচ্ছেদ দু'টি অসাধারণ। অন্তত বৈষম্যহীনতার ক্ষেত্রে। তবে পৃথিবীর অন্যান্য সংবিধানের মতো কিছু ব্যতিক্রম লক্ষণীয়। যেমন সরকার মনে করলে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা (কোটা প্রথা) করতে পারবে। উল্লিখিত অনুচ্ছেদের আলোকে কোটার ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়, কিন্তু বাধ্যতামূলক নয়।

কোটা বিতর্কে দেশময় তুলকালাম কাণ্ড চলছে। কোটার ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধা কোটা সবচাইতে আলোচিত। বিতর্ক মুক্তিযোদ্ধাদের তৃতীয় প্রজন্ম পর্যন্ত এই কোটার বিস্তৃতি। গণপরিষদে বিতর্ককালে সংবিধানের কোনো অনুচ্ছেদে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সরকারি চাকরিতে কোটা দেয়ার কথা বলা হয়নি। তবে ১৫ অনুচ্ছেদের আলোচনাকালে পঙ্গু ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের কথা আলোচিত হয়েছে। সে আলোকে তাদের জন্য বিদ্যমান মুক্তিযোদ্ধা ভাতা ও অন্যান্য ভাতা সংবিধান সম্মত। কিন্তু ঢালাওভাবে সব বীরমুক্তিযোদ্ধাকে 'অনগ্রসর' ধরে নিয়ে সরকারি চাকরিতে অনাদিকাল ধরে কোটা প্রদান সংবিধানসম্মত নয়। (আসিফ নজরুল, ঐ) অপরাধও বটে।

সংবিধান প্রণয়নকালে ১৯৭২ সালে সেপ্টেম্বরের ইন্টেরিম রিক্রুটমেন্ট রুলসে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সরকারি চাকরিতে ৩০ শতাংশ কোটা দেয়া হয়। এ আলোকে ১৯৭৩ সালে কয়েকশ মুক্তিযোদ্ধাকে নিয়োগ দেয়া হয়। বস্তুত এটি ছিল একটি অস্থায়ী ব্যবস্থা। তার প্রমাণ হচ্ছে রুলসটি ছিল ইন্টিরিম অস্থায়ী বা অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা। এটি যে সংবিধানের ২৯ অনুচ্ছেদের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, তার প্রমাণ হচ্ছে ১৫০ অনুচ্ছেদে এ ধরনের অস্থায়ী ব্যবস্থাকে আলাদাভাবে প্রটেকশন দেয়ার জন্য অনুভব করা।

সুতরাং যে, ইন্টেরিম বা অস্থায়ী রুলসে শুধুমাত্র বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কোটার কথা বলা হয়েছিল, তাদের সন্তান বা নাতি-নাতনিদের জন্য নয়। কাজেই ১৯৯৭

সালে ও ২০১১ সালে মুক্তিযোদ্ধা কোটাকে যথাক্রমে সন্তান ও নাতি-নাতনিদের জন্য বর্ধিত করা ইন্টেরিম রুলস এবং একই সঙ্গে সংবিধানের ২৯ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী। তাছাড়া দেশের মোট জনসংখ্যার মধ্যে ০.১ শতাংশ তালিকাভূক্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ৩০ শতাংশ কোটা রাখা 'উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব' নিশ্চিত করার সাংবিধানিক নীতির সঙ্গেও সংগতিপূর্ণ নয়।

আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, এ দেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটি জনযুদ্ধ। তালিকাভূক্ত দুই লাখ পাঁচ হাজার ছাড়াও কোটি কোটি মানুষ মুক্তিযুদ্ধে নানাভাবে সহায়তা ও সাহায্য করেছেন, এজন্য লাখ লাখ মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছে। কোটি কোটি মানুষকে অসহনীয় দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। আমরাও আমাদের পরিবার সীমাহীন দুঃখ-কষ্ট ও যাতনা সহ্য করেছি। হারিয়েছি সহায়-সম্পদ। হারিয়েছি আমার মমতাময়ী নানি, খালামনি ও খালাতো ভাইকে। ভগ্নিপতি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তার পুরো পরিবারকে আমার বৃদ্ধ পিতা কাঁধে করে ধরে রেখেছিলেন। তালিকাভুক্ত ২ লাখ ৫ হাজার মুক্তিযোদ্ধার জন্য ৩০ শতাংশ কোটা রাখা এই কোটি কোটি মানুষ ও তাঁদের পরিবারের জন্য চরম বৈষম্য মূলক ও অবমাননাকর।

আমরা মনে করি, সরকারি চাকরিতে কোটা রাখা যেতে পারে কেবল মুক্তিযুদ্ধে পঙ্গু ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারগুলোর জন্য। তবে তাদের পরিবারের কোনো একজন কোটায় নিয়োগ পেলে আর কাউকে সুযোগ দেয়া যাবে না। কোটার পদ শূন্য থাকলে এটি মেধাবীদের দিয়ে পূরণ না করার কোনো যুক্তি ধোপে টিকবে না।

সার্বিক বিবেচনায় পঙ্গু ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের জন্য সর্বোচ্চ ৫ শতাংশের মতো কোটা (উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার শর্তে) রাখলে তা সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। সব মিলিয়ে (যেমন ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী ও ০.৮ শতাংশ শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধীসহ) কোটায় নিয়োগ সর্বোচ্চ ১০ শতাংশের মতো হলে তা সমাজে গৃহীত হবে। গড়ে উঠবে মেধানির্ভর রাষ্ট্র। অন্যথায় কিন্তু তা হবে রাষ্ট্রীয় অনাচার; দুর্নীতির শামিল। *[তারিখ : ১৮ জুলাই ২০২৪ ।]*

ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে ইসলাম যা বলে

–মুহাম্মদ সাব্বির বিন জাব্বির*

"আমানতদার, সত্যবাদী মুসলিম ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন নবী, সিদ্দিক ও শহীদগণের সাথে অবস্থান করবেন।"

উল্লেখিত কথাটি সাধারণত কোনো ব্যক্তি বা ভূতপূর্ব কোনো মনীষীর কথা নয় বা কোনো গালগল্পও নয়। উক্তিটি বিশ্বনবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর অন্যতম একটি হাদীস। হাদীস বিশেষজ্ঞদের মতে, হাদীসটি সহীহ অর্থাৎ- বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়ে আমাদের পর্যন্ত এসেছে। কিয়দাংশ লোক ছাড়া আমরা জীবনের পেশা হিসেবে ব্যবসাকে অধিকতর পছন্দ করি। ব্যবসা একটি স্বাধীন ও মুক্ত পেশা বটে, কিন্তু তার ফযীলত যে, কিয়ামতের দিন ব্যবসায়ীগণ নবী, সিদ্দিক ও শহীদদের সাথে থাকবেন– আমরা হয়তো এটা অনেকেই ধারণাও করতে পারি না।

মহানবী (ﷺ) আমাদের জীবনের প্রতিটি স্তরে সর্বোত্তম আদর্শ। তেমনি ব্যবসায়িক কাজেও তার ব্যতিক্রম নয়। আমরা ইতিহাস পাঠ করলেই হরহামেশাই দেখতে পাবো, নবীজী (ﷺ)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনের সাথে ব্যবসা ব্যাপকভাবে জড়িত ছিল। তিনি বিভিন্নসময় বাণিজ্যিক কাজে সিরিয়া, ইয়ামান, ইওয়থুপিয়াসহ আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে গমন করেছেন। তিনি একজন সফল উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়িক হিসিবে ছিলেন সকলের মাঝে সমাদৃত। খুলাফায়ে রাশেদাদের প্রায় সকলেরই ব্যবসার সাথে মিতালী ছিল ঢের। মুহাজির সাহাবিদের অনেকেই ব্যবসা করতেন। বরেণ্য ইমামদেরও ব্যবসা ছিল। কিংবদন্তি ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ) ব্যবসা করতেন। যুগেযুগে বহু স্বনামধন্য ধনকুবের আলেম এ পেশার সাথে জড়িত ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করে বলেন :

* *মাদ্‌রাসাতুল হাদীস, নাজির বাজার, ঢাকা।*

"এমন বহু লোক রয়েছে, ব্যবসা ও কেনাবেচা যাদের আল্লাহর স্মরণ, সালাত কায়েম ও জাকাত আদায় থেকে বিরত রাখতে পারে না।"[১০৬]

আমাদের প্রিয় নবীজী (ﷺ) বলেন– রিয্‌কের ১০ অংশের ৯ অংশই ব্যবসায়-বাণিজ্যের মধ্যে এবং এক অংশ গবাদি পশুর কাজে নিহিত।[১০৭]

নবীজী আরো বলেন, উত্তম উপার্জন হলো– একজন মানুষের তার নিজের হাতের উপার্জন এবং সব ধরনের বৈধ ব্যবসা-বাণিজ্যের উপার্জন।

অতএব আমরা কোনো দুর্বোধ্যতা ছাড়াই বুঝতে পারি, ইসলামী শরিয়তে ব্যবসার গুরুত্ব অপরিসীম ও তার একটি উঁচু স্থান রয়েছে। তবে, প্রতিটি শরয়ী বিধানের যেমন ইতিবাচক-নেতিবাচক দিক আছে, ঠিক এ ক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় ঘটে নি। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে পৃথিবীতে তাঁর একমাত্র 'ইবাদত ও আনুগত্য করার জন্য প্রেরণ করেছেন। তাই, মু'মিন জীবনের প্রতিটি কাজ তাঁর সন্তুষ্টির নিমিত্তেই হতে হবে এবং তাই হওয়া উচিত। ব্যবসাও শরিয়তের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটাও শরয়ীসিদ্ধ পদ্ধতিতে হওয়া আবশ্যক। ব্যবসা-বাণিজ্য মূলত মৌলিকভাবে দু'টি মূলনীতির উপর নির্ভর করে–

প্রথমতঃ ব্যবসায়িক পণ্য, উপাদান ও তার সাথে সম্পর্কিত বিষয় বৈধ হতে হবে। অর্থাৎ- মদ, জুয়া, সুদ-ঘোষ ও ইত্যাদির সাথে জড়িত হওয়া বৈধ নয়।

দ্বিতীয়তঃ ব্যবসা-বাণিজ্যের পন্থা বা পদ্ধতি বৈধ হওয়া। অর্থাৎ- একাজে ধোঁকা, মিথ্যা শপথ, ভেজাল ইত্যাদি থাকতে পারবে না। পদ্ধতি যদি ইসলাম পরিপন্থী হয় তাহলে সে ব্যবসা শরীয়তসিদ্ধ ব্যবসা হিসেবে গণ্য হবে না। এ সংক্রান্ত বেশকিছু দিক আছে নিচে তা উল্লেখ করা হলো–

(ক) ব্যবসা-বাণিজ্যে ধোঁকা, প্রতারণা ও ফাঁকিবাজি সম্পূর্ণ হারাম : অর্থাৎ- পণ্যদ্রব্যে ভেজাল, ভালো পণ্যের সঙ্গে খারাপ পণ্যের মিশ্রণ, পণ্যের দোষত্রুটি গোপন করা ইত্যাদি যাবতীয় ধরনের প্রতারণা ইসলামে হারাম। জগতবিখ্যাত গ্রন্থ সহীহ মুসলিমের ১০২ নং হাদীসে এ ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে–

"একদিন নবীজী (ﷺ) বাজারে গিয়ে একজন খাদ্য বিক্রেতার (ব্যবসায়ী) পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তিনি খাদ্যের ভিতরে হাত প্রবেশ করে দেখলেন ভিতরের খাদ্যগুলো ভিজা বা নিম্নমান। এ অবস্থা দেখে রাসূল (ﷺ) বললেন, হে খাবারের পন্যের মালিক এটা কী? লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এতে বৃষ্টি পড়েছিল। রাসূল (ﷺ) বললেন, তুমি সেটাকে খাবারের উপরে রাখলে না কেন; যাতে লোকেরা দেখতে পেত? যে ধোকা দেয় সে আমার উম্মত নয়।"

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় যে, রাসূল (ﷺ) ধোকাবাজকে তার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত মনে করেননি। অবিসংবাদিত বরেণ্য ইমাম আল্লামা নববী (রহিমাহুল্লাহ) বিখ্যাত গ্রন্থ সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যায় বলেন, বিশেষজ্ঞদের মতে, রাসূল (ﷺ)-এর বাণী– "যে ধোকা দেয় সে আমার উম্মত নয়" দ্বারা বুঝানো হয়েছে– আমরা যে হিদায়েত পেয়েছি, যে জ্ঞান ও 'আমল অনুসরণ করি তারা তা করে না। এখানে আমরা সহজেই বুঝতে পারলাম, ব্যবসা বাণিজ্যে ধোকা দেওয়া হারাম।

(খ) রিবা বা সুদ মেশানো যাবে না : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"আল্লাহ ব্যবসা-বাণিজ্যকে বৈধ করেছেন, আর সুদকে করেছেন নিষিদ্ধ।"[১০৮]

সুতরাং ব্যবসা বাণিজ্যের সাথে সুদের বিন্দু পরিমাণ সম্পর্ক থাকা শরিয়ত পরিপন্থী এবং তা হারাম। সুদের ব্যাপারে ইসলামী শরিয়তে কঠোর হুঁশিয়ারি ও ভয়ঙ্কর শাস্তির কথা এসেছে। এমনকি আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেছেন–

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহর তাক্বওয়া অবলম্বন করো এবং সুদের যা অবশিষ্ট আছে, তা পরিত্যাগ করো যদি তোমরা ঈমানদার হও। আর যদি তোমরা তা না করো, তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনো।"[১০৯]

---

[১০৬] *সূরা আন্ নূর : ৩৭।*
[১০৭] *আল জামিউস সাগির- হা. ৩২৮১।*
[১০৮] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২৭৫।*
[১০৯] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২৭৮-২৭৯।*

তাই ব্যবসাকে হালাল রাখার জন্য সুদ বর্জন করা আবশ্যক।

(গ) মজুদদারির ব্যাপারেও বারণ করা হয়েছে : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

'যে ব্যবসায়ী পণ্য আবদ্ধ ও স্তূপ করে সে গুনাহগার।'[১১০]

(ঘ) ওজনে কম দেওয়া বৈধ নয় : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা ওজনে কম দেয়। তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে কিয়ামতের দিবসে, যে দিন সব মানুষ দাঁড়াবে মহান প্রতিপালকের সামনে?"[১১১]

ওজনে কম দিয়ে ক্রেতাকে ঠকানো যেন আমাদের দেশে একটি ঐতিহ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ ইসলামে বিভিন্নভাবে সতর্ক করা হয়েছে ও কঠিন শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। একটু ভাবুন, মানুষকে ঠকিয়ে, মানুষের সাথে প্রতারণা করে কিভাবে আপনি কিয়ামতের মাঠে আল্লাহ তা'আলার সামনে দাঁড়াবেন, যেখানে দুনিয়াতে আপনি অনু পরিমাণ ভালো কাজ করে থাকলেও দেখানো হবে পক্ষান্তরে অণু পরিমাণ খারাপ কাজ করে থাকলেও তা প্রকাশ করা হবে!

(ঙ) ব্যবসা-বাণিজ্যে মিথ্যা শপথ করা অবৈধ : আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, তিন ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিবসে রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না। তাদেরকে ক্ষমাও করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! তারা কারা? তারা তো বড় বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, তারা হলো অনুগ্রহ করর পর তা প্রকাশকারী, টাখনুর নিচে কাপড় পরিধানকারী, মিথ্যা শপথের মাধ্যমে পণ্য বিক্রয়কারী।[১১২]

(চ) সংশয়পূর্ণ লেনদেন থেকেও বিরত থাকা : যদি কোনো ব্যবসার ক্ষেত্রে এমনটা হয় যে, হারামের কোনো সম্ভাবনা ভবিষ্যতে হতে পারে তাহলে সেটা থেকেও বিরত থাকতে হবে। রাসূল (ﷺ) বলেছেন–

হালাল সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট। আর এ উভয়ের মধ্যে এমন অনেক সন্দেহভাজন বিষয় আছে, যে ব্যাপারে অনেক মানুষই এগুলো হালাল, কি হারাম- এ বিষয়ে অবগত নয়। এক্ষেত্রে যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বিষয় হতে বিরত থাকবে, তার দীন ও মান-মর্যাদা পূতঃপবিত্র থাকবে। আর যে ব্যক্তি সন্দেহে পতিত থাকবে, সে সহসাই হারামে জড়িয়ে পড়বে।[১১৩]

(ছ) ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কারো ক্ষতি করাও বৈধ নয় : রাসূল (ﷺ) বলেন–

"নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া এবং অন্যের ক্ষতি করা কোনোটিই উচিত নয়।"

(জ) নিজে ঠকা অথবা অন্যকে ঠকানো যাবে না : রাসূল (ﷺ) বলেন,

"যখন তুমি ক্রয়-বিক্রয় করবে, তখন তুমি বলে দিবে যে কোনো প্রতারণা বা ঠকানোর দায়িত্ব আমি নেব না। তোমার জন্য তিনদিন পর্যন্ত পণ্য ফেরত দেওয়ার অধিকার রয়েছে।"

প্রতিটি ব্যবসায়ির উচিত ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইসলামের মূলনীতি ও বিধি-বিধান অনুযায়ী সামনের দিকে অগ্রসর হওয়া। যেহেতু মু'মিনের প্রতিটি কাজে আল্লাহ তা'আলার জন্য হওয়া উচিত সেহেতু এ ক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় ঘটা কাম্য নয়। এ পথ থেকে পদস্খলন ঘটলে মহান আল্লাহর আদালতে আসামি হিসেবে দাঁড়াতে হবে এবং শাস্তির আওতায় পড়তে হবে। রাসূল (ﷺ) বলেন,

"অবশ্যই ব্যবসায়ীদের কিয়ামতের দিন পাপী হিসেবেই উপস্থিত করা হবে। তবে যে মহান আল্লাহর তাক্বওয়া অবলম্বন করে, সৎ কর্ম করে ও সত্য কথা বলে, তাকে ছাড়া।"[১১৪]

আমাদের প্রতিটি কাজ মহান রবের জন্য হওয়া উচিত এবং তাই হোক বিতৌফী কিল্লাহ। ❑

---

[১১০] *সহীহ মুসলিম- হা. ১৬০৫।*
[১১১] *সূরা আল মুতাফ্ফিফীন : ১-৬।*
[১১২] *সহীহ মুসলিম- হা. ২৪৩।*
[১১৩] *সহীহুল বুখারী- হা. ৫২; সহীহ মুসলিম- হা. ১৫৯৯।*
[১১৪] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ১২১০।*

আলোকিত ভুবন

প্রশ্নোত্তরে কুরআন জানি

সংকলনে– মো. আব্দুল হাই*

প্রশ্ন– ৫৬. আদম (আলাইহিস সালাম)-কে সিজদার কথা বললে ইবলিশ কী করলো?

উত্তর : অমান্য করলো ও অহংকার করলো। *(সূরা আল বাক্বারাহ : ৩৪)*

প্রশ্ন– ৫৭. আদম (আলাইহিস সালাম)-কে সিজদাহ্ না দেয়ার ফলে ইবলিশের কী শাস্তি হলো?

উত্তর : কাফিরদের অন্তর্ভূক্ত হলো। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ৩৪)*

প্রশ্ন– ৫৮. মহান আল্লাহর ঘোষণা অনুযায়ী নিষিদ্ধ গাছের কাছে গেলে কী হবে?

উত্তর : জালিম বলে সাব্যস্ত হবে। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ৩৫)*

প্রশ্ন– ৫৯. ইবলিশ কেনো আদম (আলাইহিস সালাম)-কে সিজদাহ্ করেনি?

উত্তর : অহংকারবশত। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ৩৪)*

প্রশ্ন– ৬০. আদম (আলাইহিস সালাম) ও হাওয়া (আলাইহাস সালাম)-কে কি হতে নিষেধ করা হয়েছে?

উত্তর : গাছের কাছেও যেও না। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ৩৫)*

প্রশ্ন– ৬১. শয়তানের পদস্খলনের ফলে আদম (আলাইহিস সালাম) ও হাওয়া (আলাইহাস সালাম) কি থেকে বের হলো?

উত্তর : সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও বা শান্তি ও সম্মান। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ৩৬)*

প্রশ্ন– ৬২. শয়তান কখন থেকে আদম (আলাইহিস সালাম) ও হাওয়া (আলাইহাস সালাম)-এর শত্রুতে পরিণত হলো?

উত্তর : জান্নাত থেকে বের হওয়ার সময়ই। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ৩৬)*

প্রশ্ন– ৬৩. পৃথিবী মানুষের জন্য কেমন আবাসস্থল?

উত্তর : কিছুকালের আবাস, উপার্জনের জায়গা। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ৩৬)*

প্রশ্ন– ৬৪. যারা মহান আল্লাহর দেয়া হিদায়েতের উপর চলে, তাদের...?

উত্তর : কোনো ভয়ও থাকবে না, দুঃখিতও হবে না। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ৩৮)*

প্রশ্ন– ৬৫. ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে মহান আল্লাহর সাহায্য চাওয়া কাদের জন্য কঠিন?

উত্তর : শুধুমাত্র বিনীতগণ ছাড়া। *[চলবে ইন্‌শা-আল্লাহ]*

---

* *কুপতলা, ধর্মতলা থানা ও জেলা গাইবান্ধা। সাবেক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক- জমঈয়ত শুব্বানে আহলে বাংলাদেশ।*

প্রশ্নোত্তরে হাদীস জানি

সহীহুল বুখারী ১ম খণ্ড থেকে ওয়াহীর সূচনা, পর্ব– ১

প্রশ্ন– ২৩. সরিষা পরিমান ঈমানদারদের জাহান্নাম থেকে কিভাবে বের করা হবে?

উত্তর : পুরে কালো বর্ণ হয়ে যাওয়া অবস্থায়। *(বুখারী- ২২)*

প্রশ্ন– ২৪. বৃষ্টি বা হায়াতের নদীতে নিক্ষেপের পর জাহান্নামীরা কেমন সতেজ হয়ে উঠবে?

উত্তর : নদীর তীরে ঘাসের বীজ গজিয়ে উঠার ন্যায়। *(সহীহুল বুখারী- হা. ২২)*

প্রশ্ন– ২৫. বৃষ্টি বা হায়াতের নদীতে থেকে গজানো ঘাস কেমন হবে?

উত্তর : হলুদ বর্ণের ও ঘন হয়ে। *(সহীহুল বুখারী- হা. ২২)*

প্রশ্ন– ২৬. রাসূল (ﷺ) স্বপ্নে দেখলেন, অনেকের ন্যায় 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) দীর্ঘ জামা টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন। এটা কোন অর্থ প্রকাশ করেছিল?

উত্তর : দ্বীন অর্থে। *(সহীহুল বুখারী- হা. ২৩)*

প্রশ্ন– ২৭. আল্লাহর রাসূল (ﷺ) কতক্ষণ পর্যন্ত লোকদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার নির্দেশ পেয়েছেন বলে মন্তব্য করেছেন?

উত্তর : যতক্ষণ পর্যন্ত না, তারা সাক্ষ্য দেয়, সালাত কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে। *(সহীহুল বুখারী- হা. ২৫)*

প্রশ্ন– ২৮. আল্লাহ ও রাসূল (ﷺ)-এর উপর বিশ্বাস স্থাপনের পর সবচেয়ে উত্তম 'আমল কোনটি?

উত্তর : মহান আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা, হজ্জ সম্পাদন করা। *(সহীহুল বুখারী- হা. ২৬)*

প্রশ্ন– ২৯. কোন সম্প্রদায়ের নিকট শুধু অন্তরে বিশ্বাসের নামই হলো 'ঈমান'?

উত্তর : মুরজিয়াহ সম্প্রদায়। *(সহীহুল বুখারী- হা. ২৬, টীকা)*

প্রশ্ন– ৩০. ঈমান আনার পর গুনাহ ক্ষতিকর নয়, এমনকি কবিরা গুনাহও –কাদের বিশ্বাস?

উত্তর : মুরজিয়াহ সম্প্রদায়। *(সহীহুল বুখারী- হা. ২৬, টীকা)*

প্রশ্ন– ৩১. অনেক সময় কোনো একজন প্রিয় হওয়া সত্ত্বেও রাসূল (ﷺ) অন্যদের দান করতেন। কেনো?

উত্তর : ঈমান থেকে ফিরে যেতে পারে এই আশঙ্কায়। *(সহীহুল বুখারী- হা. ২৭)*

প্রশ্ন– ৩২. আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামীদেরকে কিভাবে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন?

উত্তর : অধোঃমুখে। *(সহীহুল বুখারী- হা. ২৭)*

প্রশ্ন– ৩৩. আম্মার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র বর্ণনায়, পূর্ণ ঈমান লাভকারীর তিনটি গুণ কী?

উত্তর : নিজ হতে ইনসাফ করা, বিশ্বে সালামের প্রচলন করা, অভাবের মধ্যেও দান করা। *(সহীহুল বুখারী- হা. ২৮)*

[চলবে ইন্‌শা-আল্লাহ]

কবিতা

জান্নাতি সুখ

মোল্লা মাজেদ*

তোমার আলোয় দাও ভরে দাও প্রাণ
নিত্য দোলাও তোমার হাওয়ায় চিত্ত
ধীর পবনে ছড়াও খোশবু ঘ্রাণ
দাও ভেঙে দাও রক্তলোলুপ বৃত্ত
শান্ত ভাষায় দীপ্ত আশায়
তোমার কাছেই চাওয়া।

প্রশান্তি চাই নিথর নিখিল মাঝে
দোলাও বিশ্ব সত্য ন্যায়ের কাজে
আর চাহিনা রক্ত লেলিহান
চলুক বিশ্বে তোমারি ফরমান
হাল জীবনে সংগোপনে
এটাই পরম পাওয়া।

দূর করে দাও ভয় ভীতি
আর জীর্ণ জরা লাজ
নিষ্ঠা মনে করতে পারি
তোমার দেওয়া কাজ,
হয় যেন এই কণ্ঠে আমার
তোমারি গান গাওয়া
তবেই হবে বিশ্ব ভবে
জান্নাতি সুখ পাওয়া।

* *বরেণ্য কবি, রঘুনাথপুর, পাংশা, রাজবাড়ি-৭৭২০।*

যাবে যেদিন প্রাণ

শেখ শান্ত বিন আব্দুর রাজ্জাক*

মানুষ হয়েও ভুলে গেছি
আল্লাহ তা'আলার নাম
স্রষ্টা যিনি দেই না তাকেও
পাঁচ পয়সা দাম!
বুঝবো সেদিন যাবে যেদিন
দেহ থেকে প্রাণ
দুনিয়াটা রঙ্গমঞ্চ
নয় রে মুসলমান।
মুখে মুখে দাবি করো
পাক্কা ঈমানদার
লাভ হবে না ঐ জগতে
পাবে না তো ছাড়।
রঙ তামাশায় মত্ত বিভোর
মরার কথা ভুলে
মধু খুঁজতে পাগলপারা
টাকা নামক ফুলে-
সময় থাকতে তালাশ করো
কেমনে পাবে ত্রাণ।
কেঁদে কেটে লাভ হবে না
যাবে যেদিন প্রাণ।

সমাপ্ত

* *বামনাছড়া, উলিপুর, কুড়িগ্রাম।*

الفتاوى و المسائل ❖ ফাতাওয়া ও মাসায়িল

জিজ্ঞাসা ও জবাব

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আর তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন সংযোজন করা হতে সাবধান থেকো। নিশ্চয়ই (দ্বীনের মধ্যে) প্রত্যেক নতুন সংযোজন বিদ্‌'আত, প্রত্যেকটি বিদ্‌'আতই ভ্রষ্টতা, আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।

(সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ১৫৭৮, সহীহ)

জিজ্ঞাসা (০১) : *আমরা সাপ, বিচ্ছু, ইঁদুর ইত্যাদি প্রাণী হত্যা করতে দেখি। এভাবে কোনো প্রাণী হত্যা করার কোনো হুকুম ইসলামী শরিয়তে আছে কি? যদি থেকে থাকে, তাহলে দলিল উল্লেখ করে জবাব দিতে অনুরোধ করছি।*

জগতি, কুষ্টিয়া।

জবাব : ইসলাম বাস্তববাদী এবং মানব কল্যাণের দীন। যে সকল প্রাণী মানুষের ক্ষতি করে, তা হত্যা করার নির্দেশ ইসলামে রয়েছে– *(সহীহুল বুখারী- হা. ১৬২৯, সহীহ মুসলিম- হা. ৬৯/১১৯৮)*। এমনকি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সালাত অবস্থায়ও সাপ-বিচ্ছু মারতে নির্দেশ দিয়েছেন– *(সুনান আবূ দাঊদ- হা. ৯২১, জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ৩৯০, সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ১২৪৫ ও সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ১২০৩)*।

জিজ্ঞাসা (০২) : *ফরয সালাতে শেষ বৈঠকে বসে সালামের পূর্বে নির্ধারিত দু'আ পাঠের পর কুরআনের দু'আ পাঠ করা যাবে কী? জানিয়ে বাধিত করবেন।*

রায়হান আহমেদ
সিক্কাটুলী, ঢাকা।

জবাব : কোনো অসুবিধা নেই। সাহাবী 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন :

"ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ، فَيَدْعُوْ".

"অতঃপর তোমাদের কারো নিকট পছন্দনীয় বিষয় রয়েছে, তা দ্বারা দু'আ করবে।" *(বুখারী- হা. ৮৩৫)*

জিজ্ঞাসা (০৩) : *আমরা জানি যে, 'ইল্‌ম গোপন করা হারাম। কিন্তু 'ইল্‌ম প্রকাশের নামে যে জালিয়াতি হচ্ছে, তা কুরআন ও সহীহ হাদীসের দৃষ্টিকোণ থেকে কতখানি বৈধ?*

ইয়ামিন হুসাইন
পিরোজপুর।

জবাব : একথা ধ্রুব সত্য 'ইল্‌ম গোপন করা হারাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ﴾

"আর হক্বকে বাত্বিলের সাথে মিশিয়ে না। আর জেনে-বুঝে তোমরা সত্য গোপন করো না"– *(সূরা আল বাক্বারাহ : ৪২)*। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) 'ইল্‌ম গোপন করার ভয়াবহতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেন :

«مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ عَلِمَهُ ثُمَّ كَتَمَهُ أُلْجِمَ يَوْمَ القِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ».

"যে ব্যক্তি কোনো 'ইল্‌ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে তা জানার পরও গোপন করল, ক্বিয়ামতের দিন তার মুখে জান্নামের লাগামসমূহের একটি পরিয়ে দেওয়া হবে"– *(সুনান আত্ তিরমিযী- হা. ২৬৪৯, সহীহ)*। 'ইল্‌ম গোপন করা যে বড় অপরাধ এটি বুঝার জন্য উপরোক্ত দলিলদ্বয়-ই যথেষ্ট।

জিজ্ঞাসা (০৪) : *হারাম মাল অমুসলিমের কাছে বিক্রি করে টাকা উপার্জন করলে তা হালাল হবে কি? এ ব্যাপারে শরিয়তের হুকুম জানতে চাই।*

মোস্তাকিম আহমেদ
কাহেৎটুলী, ঢাকা।

জবাব : আল্লাহ তা'আলা কোনো বস্তুকে হারাম করলে তার মূল্যও হারাম করেন। কাজেই হারাম বস্তু অমুসলিমের কাছে বিক্রি করে উপার্জন করলেও তা হারাম হবে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন :

«لَعَنَ اللهُ الْيَهُوْدَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُوْمُ فَبَاعُوْهَا، وَأَكَلُوْا أَثْمَانَهَا إِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ».

"ইয়াহূদীদের প্রতি মহান আল্লাহর লানত। তাদের উপর চর্বি হারাম করা হয়েছিল। অথচ তারা তা বিক্রি

করল এবং এর মূল্য খাইল। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো বস্তুকে হারাম করেন, তখন তার মূল্যও হারাম করেন।" *(গায়াতুল মারাম ফী তাখরীজি আহাদিসিল হালা-লি ওয়াল হারাম- আলবানী, হা. ৩১৮, সহীহ)*

জিজ্ঞাসা (০৫) : ***সালাতুল বিত্‌র কি ওয়াজিব? আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে– বিত্‌র না পড়লে 'ইশার সালাত না-কি আদায় হয় না। তাদের এ বক্তব্য কি ঠিক? মেহেরবানী করে উত্তর দিয়ে বাধিত করবেন।***

নূর হোসেন
মানিকগঞ্জ।

জবাব : সালাতুল বিত্‌র সুন্নাতে মুআক্কাদাহ, ওয়াজিব নয়। ওয়াজিব ঐ সালাতকে বলা হয়, যা অলসতাবশতঃ ছেড়ে দেয়া গর্হিত অপরাধ। আর এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, এ গুরুতর অপরাধ নিয়ে সহজে কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। অথচ জনৈক সাহাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি জানান– দিবারাত্র মোট পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফর্‌য। এ ফর্‌য সালাতের পর আর কোনো সালাত ফর্‌য কি-না জানতে চাইলে নবী (ﷺ) বলেন : না। তবে যদি তুমি নফল সালাত আদায় করো, (তাহলে স্বতন্ত্র কথা)। তখন লোকটি বলল : মহান আল্লাহর কসম! এই ফর্‌যের উপর আমি কিছু বাড়াব না এবং তা থেকে কোনো কিছু কমও করব না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন : যদি সে তার কথায় সত্যবাদী হয়, তাহলে নাজাত পেয়ে গেল।" *(সহীহুল বুখারী- হা. ৪৬, সহীহ মুসলিম- হা. ১১)*

উক্ত হাদীসে কিন্তু বিত্‌র সালাতের কথা বলা হয়নি। কাজেই এ সালাত ওয়াজিব নয়। তাছাড়া বিত্‌র সালাত ওয়াজিব-এর পক্ষে উল্লিখিত হাদীসসমূহ কোনোটি য'ঈফ আবার কোনটি মাওকূফ– *(ইরওয়া- হা. ৪১৭)*। আর যে কয়টি হাদীস মারফূ'সূত্রে বর্ণিত, তা দ্বারা বিত্‌র একটি সুন্নাত সালাত সাব্যস্ত হয় মাত্র। তাই তো দেখা যায়, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উটের পিঠে বসে বিত্‌র আদায় করেছেন– *(সহীহুল বুখারী- হা. ৯৯৯; সহীহ মুসলিম- হা. ৭০০)*। সাভাবিক অবস্থায় কোনো ফর্‌য বা ওয়াজিব সালাত আরোহীর উপর পড়েছেন বলে কোনো প্রমাণ নেই। কাজেই বিত্‌র সালাত সুন্নাতে মুআক্কাদাহ, ওয়াজিব নয়।

জিজ্ঞাসা (০৬) : ***নতুন বাড়ী-ঘরে প্রবেশ করতে হলে মীলাদ পড়ানো কি শরিয়ত সম্মত? মেহেরবানী করে সঠিক ফায়সালা জানাবেন।***

ইশরাত পারভীন, জুরাইন, ঢাকা।

জবাব : নতুন বাড়ী-ঘরে প্রবেশের সময় মীলাদ পড়ানোর কোনো ভিত্তি ইসলামে নেই; বরং এটি বিদআত। আর কালো মুরগীর রক্ত দেয়া কুসংস্কার। এমনকি শির্‌কী 'আমল। কেননা, এর দ্বারা কোনো দুষ্ট জিন্‌কে খুশী করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। আর এটা প্রকাশ্য শির্‌ক। বিপদ-মুসীবতে আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কোনো উদ্ধারকারী নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ﴾

"আর যদি আল্লাহ তোমার কোনো ক্ষতি করতে চান, তা হলে তিনি ছাড়া এটা দূরকারী কেউ নেই"– *(সূরা আল আন'আম : ১৭ ও সূরা ইউনূস : ১০৭)*। যদি আপনি দুষ্ট জিন্নের আশঙ্কা করেন, তাহলে আপনি ঘরে কুরআন পড়ুন। কমপক্ষে সূরা আল বাক্বারাহ্ তিলাওয়াত করুন! এতে দুষ্ট জিন্ পালাবে। প্রিয় নবী (ﷺ) বলেন :

«لَا تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ مَقَابِرَ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِىْ تُقْرَأُ فِيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ».

"তোমরা তোমাদের ঘরসমূহকে কবরস্থানে পরিণত করো না। নিশ্চয়ই যে ঘরে সূরা আল বাক্বারাহ্ পড়া হয়, তা থেকে শয়তান পালায়"– *(সহীহ মুসলিম- হা. ৭৮০)*। অতএব, বিদআত ও কুসংস্কার হতে বিরত হোন এবং সুন্নাহ অনুযায়ী 'আমল করুন। আল্লাহ তা'আলা সর্বোত্তম হিফাজতকারী।

জিজ্ঞাসা (০৭) : ***ওযূতে মাথা মাসেহ করার সময় কাউকে দেখি– তিন তিন বার মাসেহ করে থাকেন। আসলে বিশুদ্ধ সুন্নাহর আলোকে মাথা কয়বার মাসেহ করতে হয়? দয়া করে জানালে উপকৃত হব।***

সাইরুল সেলিম, রাজশাহী।

জবাব : ওযূতে মাথা একবার মাসেহ করতে হয়। একবারের বেশি মাসেহ করা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। প্রিয় নবী (ﷺ)-এর মাসেহ পদ্ধতি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি (ﷺ) মাথা একবার মাসেহ করতেন। ইরশাদ হচ্ছে–

«فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً».

"অতঃপর তাঁর মাথা একবার মাসেহ করলেন"– *(সুনান আবূ দাঊদ- 'তাহক্বীক্ব আল-বানী', হা. ১১১)*। অতএব, মাথা মাত্র একবার মাসেহ করতে হবে। এর বেশি করলে তা সুন্নাত বিরোধী 'আমল হবে। আর ওযূর ন্যায় অতি গুরুত্বপূর্ণ 'আমল নিজেদের খেয়াল-খুশি মতো করা অদৌ ঠিক হবে না।

জিজ্ঞাসা (০৮) : *আমার চেহারা ভালো নয় বলে আমার স্ত্রী আমাকে ত্বালাক্ব দেয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করে। কিন্তু আমি তাকে ত্বালাক্ব দিতে চাই না। এ ব্যাপারে তাকে অনেকভাবে বুঝানোর পরেও কোন সমাধান হয়নি; বরং সে আদালতে যৌতুকের মামলা করেছে এবং বলেছে তাকে মোহরানাসহ ত্বালাক্ব দিলে সে মামলা উঠিয়ে নেবে। এক্ষণে আমার প্রশ্ন, আমাকে উক্ত মোহরানা দিতে হবে কি-না। দয়া করে কুরআন ও সহীহ হাদীসের দলিল-প্রমাণসহ বিষয়টি জানালে বাধিত থাকব।*

জুয়েল আহমেদ
জামালপুর।

জবাব : স্ত্রীর অপছন্দ হলে স্বামীর কাছে ত্বালাক্ব চাইতে পারে। তবে চেহারায় সামান্য অসুন্দরের কারণে ত্বালাক্ব চাওয়া উচিৎ হবে না। একান্ত ত্বালাক্ব হলে অবশ্যই নির্ধারিত মোহরানা স্ত্রীকে দিয়ে দিতে হবে। তবে যৌতুকের মামলা ও তা নিয়ে আদালত পর্যন্ত গড়ানো স্ত্রীর বাড়াবাড়ি ছাড়া আর কিছু না। মিথ্যা মামলা না দিয়ে আপনার কাছে কিছু অর্থ প্রদানের মাধ্যমে খোলা ত্বালাক্ব চাইতে পারত। আর তা ছিল উভয়ের জন্য মঙ্গল। ঐ মহিলাকে বলব– সে যেন মহান আল্লাহকে ভয় করে এবং নিজ স্বামীকে ঘৃণা না করে। নতুবা তাকে মহান আল্লাহর নিকট কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। উল্লেখ্য যে, মোহরানা পরিশোধ করা মহান আল্লাহর নির্দেশ– *(সূরা আন্ নিসা : ২০)*। তাই আপনি ত্বালা-ক্ব দিলে অবশ্যই স্ত্রীর মোহরানা পরিশোধ করতে হবে। পক্ষান্তরে শর'ঈ ওজর ছাড়া স্ত্রী খোলা ত্বালাক্ব চাইলে স্বামীকে এর বিনিময়ে সমঝোতারভিত্তিতে কিছু অর্থ-সম্পদ প্রদান পূর্বক স্বামীর নিকট থেকে ত্বালাক্ব নিতে হবে– *(সহীহুল বুখারী; জামে' আত্ তিরমিযী)*।

জিজ্ঞাসা (০৯) : *আমরা সালাতের মধ্যে সাব্বি হিসমা রব্বিকাল আ'লা শুনলে বলি– সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা। অন্য কিছু সূরাতেও এভাবে জবাব দিয়ে থাকি। এ সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন।*

মাহবুবুর রহমান, দিনাজপুর।

জবাব : সালাতে সূরা আল 'আলা'র প্রথম আয়াত "সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা" পড়ার পর "সুবহানা রাব্বিয়ালা 'আলা" বলার ব্যাপারে কোনো মারফূ' হাদীস নেই। ইবনু 'আব্বাস থেকে বর্ণিত হাদীসটি মাওকুফ যা সাহাবীদের 'আমল। আর ক্বাতাদাহ্ হতে বর্ণিত হাদীসটি মুরসাল। আবার কোনো কোনো বর্ণনায় তাদলীস রয়েছে। কাজেই সার্বিক বিবেচনায় এরূপ না বলাই ভালো। তবে ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বর্ণনাটির ধারাবাহিকসূত্র সহীহ হওয়ায় মাওকুফ হওয়া সত্ত্বেও কেউ চাইলে 'আমল করতে পারেন– *(সহীহ আবূ দাঊদ- হা. ৪/৩৯; আত্ তাকরীব- ইবনু হাজার, ১; আদ্ দুররুল মানসুর- ৬/৩২৬ পৃ.)*। আর সূরা আর্ রহ্মান-এর ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ আয়াতখানা পড়ার পর তার জবাবে বর্ণিত বাক্যটি একাধিক সূত্রে 'আমলযোগ্য প্রমাণিত হয়। তাছাড়া অন্যান্য আয়াতের জবাবে কোনো কিছু বলার সঠিক কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

জিজ্ঞাসা (১০) : *আমরা কোনো কোনো আলোচনায় শুনতে পাই- অমুক সাহিত্যিক বা লেখক ভাষার রূপকার বা স্রষ্টা। আসলে ভাষার স্রষ্টা কে? আর কোনো লেখক বা ভাষাবিদকে ভাষার স্রষ্টা বলা যাবে কি?*

হুমায়ূন আহমেদ, সেন্ট মার্টিন।

জবাব : পৃথিবীর সকল মানুষের স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। তিনি তাদেরকে নিজ নিজ মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য ভাষাজ্ঞান দান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ﴾

"আর তার নিদর্শনসমূহের অন্যতম হচ্ছে– আসমানসমূহ ও যমীনসমূহের সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র। নিশ্চয়ই এতে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে"– *(সূরা আর্ রূম : ২২)*। ❑

প্রচ্ছদ রচনা

পোপের দেশে পশ্চিম ইউরোপের বৃহত্তম মসজিদ

–আবু ফাইয়ায

রোমের মধ্যে ভ্যাটিকান সিটি হলো মাত্র ১১০ একরের আলাদা একটা দেশ যা পোপ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এটি খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে পবিত্র স্থান। তাই রোম বলতে মানসপটে ভেসে ওঠে রোমান ক্যাথলিকদের তীর্থ স্থান, ভ্যাটিকান সিটি, পোপ, সেন্ট পিটার ও সান্তা মারিয়া গীর্জা ইত্যাদি খ্রিষ্টানদের গৌরব। সেই রোমেই তৈরি হয়েছে পশ্চিম ইউরোপের সবচেয়ে বড় মসজিদ। ইতালীয় ভাষায় এটা Moschea Di Roma নামে সমধিক পরিচিত। প্রায় ৩০ হাজার বর্গমিটার আয়তনের এই মসজিদের ভিতরে-বাইরে ২০ হাজার মুসল্লি একসাথে সালাত আদায় করতে পারে। ১৯৬৯ সালে ২৪টি মুসলিম দেশ ইতালী সরকারের কাছে রোমে একটি ইসলামিক কালচারাল সেন্টার খোলার আহ্বান জানান, তখন অনুমতি পাওয়া যায়নি। সে সময় রোমে এত মুসলিম ছিল না। বর্তমানে ইতালীতে ১.৫ মিলিয়ন বা প্রায় ১৫ লক্ষ মুসলিম বসবাস করে। তাই সময়ের কথা বিবেচনা করে ইতালী সরকার এই মসজিদ নির্মাণের অনুমতি দেয় এবং ইউরোপের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও বৃহত্তম মসজিদ এখন রোমে অবস্থিত।

রোম নগরীর উত্তরাঞ্চলের Acqua Acestosa নামক এলাকায় সারিবদ্ধ বৃক্ষের সবুজ বেষ্টনীতে অবস্থিত এ মসজিদ কমপ্লেক্সে রয়েছে প্রশস্ত সালাতের জায়গা, ওযূখানা, শৌচাগার, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, মিলনায়তন, পাঠদান কক্ষ, উন্মুক্ত মাঠ, লাশ ধৌতকরণ ও জানাযার ব্যবস্থা। মসজিদ কমপ্লেক্সটি নির্মাণ করতে সময় লেগেছে ১০ বছর। রোমান সিটি কাউন্সিল ১৯৭৪ সালে কমপ্লেক্সের জন্য ভূমি দান করেন। ১৯৯৫ সালের ২১ জানুয়ারী ইতালীয় প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট Sandro Pertini-এর উপস্থিতিতে মসজিদ উদ্বোধন করা হয়। কমপ্লেক্সটি নির্মাণের উল্লেখযোগ্য ব্যয়ভার বহন করেন তৎকালীন সৌদি আরবের বাদশাহ ফয়সাল বিন ‘আব্দুল ‘আযীয, আফগানিস্তানের প্রিন্স মুহাম্মদ হাসান ও তদীয় স্ত্রী প্রিন্সেস রাজিয়া বেগম। একদা সৌদি আরবের বাদশাহ ফয়সাল ইবনু ‘আব্দুল ‘আযীয রাষ্ট্রীয় সফরে রোম আসলে জামা‘আতে সালাত আদায়ের জন্য কোনো মসজিদ পাননি। রোমে কোনো মসজিদ নেই একথা জেনে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন। তখন থেকে একটি মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে থাকেন।

ইরাকী স্থপতি সামী মুসাভী ও ইতালীয় স্থপতি Paolo Portoghesi কর্তৃক ডিজাইনকৃত নকশা অনুযায়ী মসজিদ কমপ্লেক্স নির্মাণ চূড়ান্ত করা হয়। খ্যাতনামা ৪০ জন্য স্থপতির মধ্যে এ দু’জনের লে-আউট শ্রেষ্ঠতার বিচারে কর্তৃপক্ষ তাদের নকশা অনুমোদন করেন। মসজিদ স্থাপত্যের অন্যতম অনুষঙ্গ ১২৮ ফুট/মিটার উঁচু মিনারটিও বেশ দৃষ্টিনন্দন। সেন্ট পিটার্স গীর্জার গম্বুজের চাইতে

এর উচ্চতা ২ ফুট কম। ইসলামী ঐতিহ্য ও আধুনিক ইউরোপীয় স্থাপত্য শৈলীর সমন্বয়ে এটি তৈরি করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ স্তম্ভগুলো উত্তর আফ্রিকার (মাগরিব) পাম বৃক্ষের আদলে তৈরি। মসজিদের ভেতরে-বাইরে এমনভাবে আলোক প্রক্ষেপনের ব্যবস্থা করা হয়েছে যে, রাতের বেলা মনে হয় যেন মসজিদের চারপাশে প্রস্রবণের ফল্গুধারা প্রবাহিত।

খ্রিষ্টীয় নবম শতাব্দীতে ইসলামের আগমন ইতালীতে। অষ্টম শতাব্দীতে ইতালীর বিভিন্ন দ্বীপ বিশেষত পেন্টেলেরিয়া, সিসিলি, আপেলিয়া বিভিন্ন এলাকা মুসলমানদের অভিযানের ফলে ইতালীতে ইসলাম প্রচার সহজতর হয়। ১৫ শতাব্দীতে ভূমধ্যসাগরীয় বিভিন্ন দ্বীপে উসমানীয় বংশের বহু মুসলিম পরিবার ইতালীতে বসতি স্থাপন করে। মূলত মরক্কো, তিউনিশিয়া ও মিশর হতে আগত মুসলমানরা রোমসহ ইতালীতে বসবাস করতে থাকে। রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি না দিলেও ক্যাথলিকদের পর ইসলাম হচ্ছে ইতালীতে দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্ম।

২০০১ সালে সৌদি আরবে নিযুক্ত রোমের রাষ্ট্রদূত : orquato Cardilli আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি দক্ষিণ ইতালীর নেপলস বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রাচ্য ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। ইসলাম বিষয়ে তার অধ্যয়ন ছিল ব্যাপক। ৩৩ বছর ধরে আরব বিশ্বের ইরাক, সুদান, লিবিয়া, রিয়াদ, সিরিয়া, আলবেনীয়া ও তানজেনিয়ায় রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালনকালীন ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শের প্রতি তিনি অনুরক্ত হয়ে পড়েন। এর পূর্বে ১১৯৪-৯৫ সালে সৌদি আরবে নিযুক্ত Mario Scialoja নামক আরেকজন ইতালীয় রাষ্ট্রদূত ইসলাম কবূল করে সরকারী চাকরি পরিত্যাগ করেন। দু'জন দায়িত্বশীল সরকারী কর্মকর্তার ইসলাম গ্রহণের কারণে ইতালীতে ইসলামের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ৫ হাজার মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ইসলামের শান্তিময় ছায়াতলে আসেন।

মুসলিম দেশে মসজিদ নির্মাণ যতটা সহজ, খ্রিষ্টান জন অধ্যুষিত কোনো দেশে মসজিদ নির্মাণ ততটাই কঠিন। গোটা পৃথিবীর ক্যাথলিক খ্রিষ্টানদের তীর্থভূমিতে মসজিদের চিন্তা করতেও গা শিউরে ওঠে। অথচ মুসলিম দেশে গির্জা নির্মাণ মোটেই অসম্ভব নয়; বরং ঐতিহাসিক বাস্তবতা। ৫৭টি মুসলিম দেশে কমবেশি গির্জা রয়েছে এবং লাখ লাখ খ্রিষ্টান অন্যান্য ধর্মের লোক বিনা বাধায় ধর্মকর্ম পালন করতে পারেন। মুসলিমদের তীর্থভূমি সৌদি আরবে বর্তমান ১০ লাখ ক্যাথলিক খ্রিষ্টান রয়েছে। ইরাকে খ্রিষ্টানদের সংখ্যা ৬ লাখ ৩৬ হাজার। ইরাকের বাগদাদ, মসুল, বসরা, আরাবিল, কিরকুকসহ সব গুরুত্বপূর্ণ শহরে গির্জা রয়েছে। নবী-রাসূলদের দেশ সিরিয়ায় ২ লাখ খ্রিষ্টান নির্বিঘ্নে ধর্ম পালন করে আসছেন এবং রীতিমত গির্জায় গিয়ে প্রার্থনা করে থাকেন। গোটা মধ্যপ্রাচ্যে ক্যাথলিক খ্রিষ্টান রয়েছে ১,৯০,০০,০০০ জন। *[The Jakarta Post অবলম্বনে]*

কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ'র আলোকে এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, সালাত টাইম ও ইসলামিক ফাইন্ডার-এর সময় সমন্বয়ে ২০২৪ ইং অনুযায়ী দৈনন্দিন সালাতের সময়সূচি (আগস্ট-২০২৪)

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আসর	মাগরিব	'ঈশা
০১	০৪ : ০৭	০৫ : ২৮	১২ : ০৫	০৩ : ২৯	০৬ : ৪১	০৮ : ০৪
০২	০৪ : ০৭	০৫ : ২৮	১২ : ০৫	০৩ : ২৯	০৬ : ৪১	০৮ : ০৩
০৩	০৪ : ০৮	০৫ : ২৮	১২ : ০৫	০৩ : ২৯	০৬ : ৪০	০৮ : ০২
০৪	০৪ : ০৮	০৫ : ২৯	১২ : ০৫	০৩ : ৩০	০৬ : ৪০	০৮ : ০১
০৫	০৪ : ০৯	০৫ : ২৯	১২ : ০৫	০৩ : ৩০	০৬ : ৩৯	০৮ : ০১
০৬	০৪ : ১০	০৫ : ৩০	১২ : ০৫	০৩ : ৩০	০৬ : ৩৮	০৮ : ০০
০৭	০৪ : ১০	০৫ : ৩০	১২ : ০৫	০৩ : ৩০	০৬ : ৩৮	০৭ : ৫৯
০৮	০৪ : ১১	০৫ : ৩১	১২ : ০৪	০৩ : ৩০	০৬ : ৩৭	০৭ : ৫৮
০৯	০৪ : ১২	০৫ : ৩১	১২ : ০৪	০৩ : ৩০	০৬ : ৩৬	০৭ : ৫৭
১০	০৪ : ১২	০৫ : ৩১	১২ : ০৪	০৩ : ৩০	০৬ : ৩৬	০৭ : ৫৬
১১	০৪ : ১৩	০৫ : ৩২	১২ : ০৪	০৩ : ৩০	০৬ : ৩৫	০৭ : ৫৫
১২	০৪ : ১৩	০৫ : ৩২	১২ : ০৪	০৩ : ৩০	০৬ : ৩৪	০৭ : ৫৪
১৩	০৪ : ১৪	০৫ : ৩৩	১২ : ০৪	০৩ : ৩০	০৬ : ৩৩	০৭ : ৫৩
১৪	০৪ : ১৫	০৫ : ৩৩	১২ : ০৩	০৩ : ৩০	০৬ : ৩৩	০৭ : ৫২
১৫	০৪ : ১৫	০৫ : ৩৩	১২ : ০৩	০৩ : ৩০	০৬ : ৩২	০৭ : ৫১
১৬	০৪ : ১৬	০৫ : ৩৪	১২ : ০৩	০৩ : ৩০	০৬ : ৩১	০৭ : ৫০
১৭	০৪ : ১৬	০৫ : ৩৪	১২ : ০৩	০৩ : ৩০	০৬ : ৩০	০৭ : ৪৯
১৮	০৪ : ১৭	০৫ : ৩৫	১২ : ০৩	০৩ : ২৯	০৬ : ২৯	০৭ : ৪৮
১৯	০৪ : ১৭	০৫ : ৩৫	১২ : ০২	০৩ : ২৯	০৬ : ২৮	০৭ : ৪৭
২০	০৪ : ১৮	০৫ : ৩৫	১২ : ০২	০৩ : ২৯	০৬ : ২৮	০৭ : ৪৬
২১	০৪ : ১৮	০৫ : ৩৬	১২ : ০২	০৩ : ২৯	০৬ : ২৭	০৭ : ৪৫
২২	০৪ : ১৯	০৫ : ৩৬	১২ : ০২	০৩ : ২৯	০৬ : ২৬	০৭ : ৪৪
২৩	০৪ : ২০	০৫ : ৩৭	১২ : ০১	০৩ : ২৯	০৬ : ২৫	০৭ : ৪৩
২৪	০৪ : ২০	০৫ : ৩৭	১২ : ০১	০৩ : ২৮	০৬ : ২৪	০৭ : ৪২
২৫	০৪ : ২১	০৫ : ৩৭	১২ : ০১	০৩ : ২৮	০৬ : ২৩	০৭ : ৪১
২৬	০৪ : ২১	০৫ : ৩৮	১২ : ০১	০৩ : ২৮	০৬ : ২২	০৭ : ৪০
২৭	০৪ : ২২	০৫ : ৩৮	১২ : ০০	০৩ : ২৮	০৬ : ২১	০৭ : ৩৯
২৮	০৪ : ২২	০৫ : ৩৮	১২ : ০০	০৩ : ২৮	০৬ : ২০	০৭ : ৩৮
২৯	০৪ : ২৩	০৫ : ৩৯	১২ : ০০	০৩ : ২৭	০৬ : ১৯	০৭ : ৩৭
৩০	০৪ : ২৩	০৫ : ৩৯	১২ : ৫৯	০৩ : ২৭	০৬ : ১৮	০৭ : ৩৬
৩১	০৪ : ২৪	০৫ : ৩৯	১১ : ৫৯	০৩ : ২৭	০৬ : ১৭	০৭ : ৩৫

লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক
লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক
ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক
লা-শারীকা লাক

হজ্জ বুকিং চলছে...

ব্যবসা নয় সর্বোত্তম সেবা প্রদানের মানসিকতা নিয়ে আপনার কাঙ্খিত স্বপ্ন হজ্ব পালনে আমরা আন্তরিকভাবে আপনার পাশে আছি সবসময়

অভিজ্ঞতা আর হাজীদের ভালোবাসায় আমরা সফলতা ও সুনামের সাথে পথ চলছি অবিরত

আমাদের বৈশিষ্ট্য:

- রাসুলের (সা:) শিখানো পদ্ধতিতে সহীহভাবে হজ্ব পালন।
- সার্বক্ষণিক দেশবরেণ্য আলেমগণের সান্নিধ্য লাভ এবং হজ্জ, ওমরাহ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব।
- হজ্ব ফ্লাইট চালু হওয়ার তিনদিনের মধ্যে হজ্ব ফ্লাইট নিশ্চিতকরণ।
- প্রতি বছর অভিজ্ঞ আলেমগণকে হজ্ব গাইড হিসেবে হাজীদের সাথে প্রেরণ ।
- হারাম শরীফের সন্নিকটে প্যাকেজ অনুযায়ী ফাইভ স্টার, ফোর স্টার ও থ্রী স্টার হোটেলে থাকার সুব্যবস্থা।
- মক্কা ও মদিনার ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানসমূহ যিয়ারতের সুব্যবস্থা।
- হাজীদের চাহিদামত প্যাকেজের সুব্যবস্থা।
- খিদমাত, সততা, দক্ষতা ও জবাবদিহিতার এক অনন্য প্রতিষ্ঠান।

স্বত্বাধিকারী
মুহাম্মাদ এহসান উল্লাহ
কামিল (ডাবল), দাওরায়ে হাদীস।
খতীব, পেয়ালাওয়ালা জামে মসজিদ, বংশাল, ঢাকা
০১৭১১-৫৯১৫৭৫

মেসার্স হলি এয়ার সার্ভিস

MEMBER
ATAB
MEMBER

সরকার অনুমোদিত হজ্ব, ওমরাহ ও ট্রাভেল এজেন্ট, হজ্ব লাইসেন্স নং- ৯৩৮

হেড অফিস: ৭০ নয়াপল্টন (৩য় তলা), ঢাকা-১০০০, ফোন: ৯৩৩৪২৮০, ৯৩৩৩৫৮৬, মোবা: ০১৭১১-৫৯১৫৭৫
চাঁপাই নবাবগঞ্জ অফিস: বড় ইন্দারা মোড়, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, মোবাইল: ০১৭১১-৫৯১৫৭৫

www.holyairservice.com holyairservice@yahoo.com
www.facebook.com/holyairservice

THE WEEKLY ARAFAT, REG. DA.60 ■ PRICE Tk. 25.00

الجامعة الإسلامية العالمية للعلوم والتقنية ببنغلاديش

ইন্টারন্যাশনাল ইসলামী ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বাংলাদেশ

ভর্তি চলছে

সরকার এবং ইউজিসি অনুমোদিত

অনার্স প্রোগ্রাম

মেধাবৃত্তির সুবিধা

- B.A in Al Quran and Islamic Studies
- B.Sc in Computer Science & Engineering
- B.Sc in Electrical & Electronic Engineering
- Bachelor of Business Administration

মাস্টার্স প্রোগ্রাম

- M.A in Al Quran and Islamic Studies
- Master of Business Administration

বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ

- মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে নিজস্ব ৯ একর জমির উপর স্থায়ী গ্রীন ক্যাম্পাস
- উচ্চতর গবেষণা এবং কর্মমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা
- আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন শিক্ষা ও গবেষণা
- দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা শিক্ষকমন্ডলী
- ডেডিকেটেড ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটসহ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটার ল্যাব
- আধুনিক মেশিনারিজ ও যন্ত্রপাতি সজ্জিত ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাব
- শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ক্যাম্পাস
- 'সাইলেন্ট স্টাডি' এবং 'গ্রুপ স্টাডি' সুবিধাসহ বিশাল লাইব্রেরী
- ২৪x৭ সিসিটিভি ক্যামেরা এবং নিরাপত্তা প্রহরী
- শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার গঠনে ইনটেনসিভ কেয়ার এবং কাউন্সেলিং
- ২৪x৭ বিদ্যুৎ (নিজস্ব ৫০০ কেভিএ সাব-স্টেশন এবং জেনারেটর)

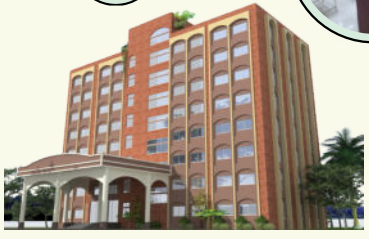

নিজস্ব খেলার মাঠ

01329-728375-78 www.iiustb.ac.bd info@iiustb.ac.bd

স্থায়ী ক্যাম্পাস : বাইপাইল, আশুলিয়া, ঢাকা-১৩৪৯। (বাইপাইল বাস স্ট্যান্ড থেকে আধা কি.মি. উত্তরে, ঢাকা-ইপিজেড সংলগ্ন)

প্রফেসর ড. এম.এ. বারীর পক্ষে **অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক** কর্তৃক আল হাদীস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং হাউজ: ৯৮, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত